৪০ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৯

- জবাবদিহিতা
- ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ
- মসজিদে যা করা যাবে না
- মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান
- সাক্ষাৎকার : ব্রাদার রাহুল হোসাইন
- তেরেসা কিম ক্রানফিলের ইসলাম গ্রহণ

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪০ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪
  জবাবদিহিতা
- **আক্বীদা** ৭
  মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান (2q ॥K॥Ç)
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাবলীগ** ১১
  ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ (২য় কিস্তি)
  আবুল কালাম
- **তারবিয়াত** ১৭
  একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (শেষ কিস্তি)
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম
- জান্নাতে নারীদের অবস্থা ২১
  হাফীযুর রহমান
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২৫
  ছালাতে আমীন বলা : একটি পর্যালোচনা
  আহমাদুল্লাহ
- **সাক্ষাৎকার** ৩১
  রাহুল হোসাইন
- **ধর্ম ও সমাজ** ৩৬
  মসজিদে যা করা যাবে না
  মুহাম্মাদ ফাহিদুল ইসলাম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ৪২
  ষড়রিপু সমাচার (৪র্থ কিস্তি)
  লিলবর আল-বারাদী
- **চিন্তাধারা** ৪৬
  তওবা (শেষ কিস্তি)
  নাজমুন নাঈম
- **পরশ পাথর** ৪৯
  মার্কিন নারী তেরেসা কিম ক্রানফিল এর ইসলাম গ্রহণ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫০
  জ্ঞানার্জন বনাম জ্ঞানের প্রয়োগ
  রেহনুমা বিনতে আনীস
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

বোধোদয় হোক আমাদের

সম্প্রতিই শেষ হ'ল বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় নির্বাচন। একটি দল সেখানে নিরংকুশ বিজয় লাভ করল, আর হেরে গেল অপর দলগুলি। একদলের মতে, এতে জিতেছে জনগণ, উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা। অপর দলের মতে, এতে জয় হয়েছে যুলুম-অন্যায়, অসততা আর প্রহসনের। কোন ভাষ্যটি নৈতিক দিক দিয়ে সঠিক বা বেঠিক সে প্রসঙ্গে আমরা যাব না। বিষয়টি সকলেরই কম-বেশী বোধগম্য। আমরা কেবল সেই দিকটি অবলোকন করতে চাই যে, নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে দেশের ইসলামী ঘরানায় গণতন্ত্রকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার স্বরূপটি কী দেখা গেল এবং এর আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত ও গন্তব্য কী হওয়া উচিৎ।

আমরা আগেই জানি গণতন্ত্রের ধারণা বিস্তৃতিলাভের পর থেকে সকল দেশেই ইসলামী ঘরানার মধ্যে গণতন্ত্র নিয়ে একটা টানাপোড়েন আছে, যেমনটি ছিল সমাজতন্ত্রের বিকাশকালে। একসময় 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-গবেষণা শুরু হ'লেও সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব হারানোর সাথে সাথে তার বিদায় ঘটেছে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে 'ইসলামী গণতন্ত্র' নিয়ে একইরূপ আলোচনা। একদল বিষয়টি চিন্তা ও দর্শনগত দিক থেকে দেখা শুরু করলেন তো অপরদল সেটিকে ব্যবহারিক দিক থেকে একনায়কতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে লাগলেন। এভাবেই ইসলামপন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট দু'টি ধারা তৈরী হ'ল। যাদের একদল গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, অপরদল ঘোরতর না হ'লেও জোরালো সমর্থক।

যারা গণতন্ত্র বিরোধী তারা সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন। কেননা গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যা সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা আদর্শের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় না। জনগণের স্বাধীন ইচ্ছাই সেখানে সবকিছু। অপরদিকে ইসলাম নিরংকুশ তাওহীদবাদী ধর্ম হিসাবে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকামী। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আবার যারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন, তারা মূলতঃ গণতন্ত্রকে আদর্শবাদী জায়গা থেকে না দেখে একনায়কতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন। এদের কেউবা 'ইসলামী গণতন্ত্র' নামে একটি নয়া প্রকল্প উপস্থাপন করেন। তারা মনে করেন একক রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের মতামতভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই হ'ল গণতন্ত্র, যা ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে অনূদিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থেকেই প্রধানতঃ গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের দ্বিধাবিভক্তির জন্ম।

এ কথা সুবিদিত যে, আধুনিক পৃথিবীতে মোটাদাগে মূলতঃ দুই ধারার রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি দেখা যায়। একটি একনায়কতন্ত্র, অপরটি গণতন্ত্র। পৃথিবীর শুরুকাল থেকেই একনায়কতন্ত্র তথা রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছে। আর গণতন্ত্র তথা জনগণের মতামতভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা আধুনিক যুগের আবিষ্কার। এখন উক্ত দু'টি রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থাকে সামনে রেখে যদি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করতে চাই তবে প্রথমতঃ আমরা লক্ষ্য করব যে, একটি রাষ্ট্রে শাসক কেমন চরিত্রের হবেন এবং কিভাবে ও কোন নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে ইসলাম বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন ইসলাম বলেছে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া যাবে না এবং নেতৃত্বের লোভ করা যাবে না। বলেছে আদল ও ইনছাফের কথা, শান্তি ও ন্যায়বিচারের কথা। বলেছে যুলুম ও অবিচার হ'তে বিরত থাকার কথা। সর্বোপরি একটি সমাজকে ইসলামের আলোকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে ঢেলে সাজাতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

Contents

কিন্তু একজন শাসক ঠিক কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে এমন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ইসলাম নির্ধারণ করে দেয় নি। যেমন রাসূল (ছাঃ) যখন মারা গেলেন, তখন তিনি কাউকে পরবর্তী শাসক হিসাবে নির্ধারণ করে যাননি, যদিও ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন। আবূ বকর (রাঃ) সরাসরি তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীর নাম ঘোষণা করে গিয়েছেন। আবার উমার (রাঃ) নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। পরবর্তী দুই খলীফা ওছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) তো আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার কারণে এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা দেওয়ারই সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে উমাইয়া শাসকরাও বিভিন্ন উপায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম শাসক নির্বাচনের বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহ্র ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। এর ভিত্তিতে পরবর্তী মুসলিম বিদ্বানগণ যেমন ইমাম মাওয়ার্দী (৪৫০হি.), ইমাম আল-জুওয়াইনী (মৃ. ৪৭৮হি.), ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬হি.) প্রমুখ 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ' তথা পরামর্শ পরিষদ (আধুনিক পরিভাষায় নির্বাচন কমিশন) গঠনের কথা বলেছেন, যে পরিষদ উপস্থিত জনগণের মধ্য থেকে দ্বীনদারী ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য বেছে নেবেন। আর নিঃসন্দেহে এটিই সর্বোত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা। তবে মোদ্দাকথা হ'ল, যে কোন ন্যায়ানুগ উপায়ে শাসক নির্বাচিত হোক না কেন, ইসলামের মূল বিবেচ্য বিষয় হ'ল শাসক কেমন হবে এবং কিভাবে রাষ্ট্র চালাবে। আর এজন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট মূলনীতিসমূহ। ফলে কোন মুসলিম শাসক যেভাবেই নির্বাচিত হোক না কেন, তাকে অবশ্যই ইসলামী আইনের প্রতি বিশ্বাসী হ'তে হবে এবং ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে- এটাই ইসলামের দাবী।

এখন প্রশ্ন হ'ল, প্রচলিত এই দুই ধারার নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে একনায়কতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলিম বিদ্বানগণ তেমন আপত্তি না তুললেও তাঁদের অধিকাংশই কেন প্রায় একবাক্যে গণতন্ত্রকে নাকচ করেন? এর কারণ হ'ল, গণতন্ত্র নিছক একটি নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি মতবাদ বা আদর্শের নাম। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানবীয় সার্বভৌমত্বকে যেভাবে সর্বেসর্বা ঘোষণা করে এবং যেভাবে মানবীয় স্বেচ্ছাচারিতাকে নিরংকুশ প্রাধান্য দেয়, তা নিঃসন্দেহে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কেননা তাতে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। স্থান নেই কোন শাশ্বত বিধানের। ধর্ম সেখানে কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। ফলে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে এক পরম পুজনীয় ধর্ম। এ কারণেই কথায় কথায় তারা ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুজের কথা বলে। আর এর বিপরীতে একনায়কতন্ত্র কেবলই একটি একচ্ছত্র কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। এটি কোন আদর্শ বা মতবাদের নাম নয়। এজন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা জোরেশোরে প্রচারিত হ'লেও কোথাও একনায়কতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে কিছু দেখা যায় না। আবার গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত হওয়ায় এতে ব্যক্তিবিশেষের মত গুরুত্ব পায় না, তা যতই সত্য ও মূল্যবান হোক না কেন। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রে শাসকের হাতে এই ক্ষমতা থাকে এবং তিনি চাইলে নিজস্ব ক্ষমতাবলে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতেও পারেন। ফলে শাসক আল্লাহভিরু হ'লে তার মাধ্যমে পুরোপুরি ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হ'তে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে তা কখনই সম্ভব নয়। এমনকি শাসক ও জনগণ চাইলেও না। কেননা আদর্শ ও চরিত্রগতভাবে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং বস্তুবাদী। ফলে জনগণের এমন কিছু চাওয়ারই অধিকার নেই যা গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে খাপ খায় না।

ফলে যারা নিজেদের তাওহীদবাদী মুসলিম বলে দাবী করেন এবং ইসলামী জীবন-বিধান অনুযায়ী নিজের সমগ্র জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান, যারা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সার্বিক কল্যাণের প্রত্যাশী; তাদের জন্য গণতন্ত্র নিছক আল্লাহদ্রোহী, আত্মপুজারী ও প্রতারণাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির মত তার বহিরাঙ্গ যতই সুশোভিত হোক না কেন, ইসলামের সাথে তা কখনই একীভূত করা যায় না। আর এজন্যই গণতন্ত্রকে আদর্শিকভাবে সমর্থনের তো প্রশ্নই আসে না, এমনকি যদি সাদা চোখে নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা হিসাবেও ধরা হয়, তবুও তা গ্রহণযোগ্য মনে করার সুযোগ নেই। কেননা তাতে রয়েছে বাতিল ও জাহেলিয়াতের সাথে নিরেট আপোষকামিতা। রয়েছে ইসলামবিরোধী আদর্শ ও সংস্কৃতির কাছে বেশরম আত্মসমার্পণ। কোন আল্লাহভীরু ও সৎ মানুষের পক্ষে এই নির্বাচনের পথে হাঁটা সম্ভব নয়। আর যেহেতু ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়ার সুযোগ নেই, সেহেতু এ পথ ইসলামের পথই নয়। অতএব এই গোটা ব্যবস্থাপনার সাথে কোন নিষ্ঠাবান ঈমানদার ব্যক্তি সম্পর্ক রাখতে পারে না।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন আমাদেরকে আবারও এই রূঢ় বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সচেতন সমাজে কিছুটা হ'লেও বোধোদয় হয়েছে যে, গণতন্ত্র সাধারণ জনগণকে ক্ষমতার মোহে ভুলানো এক পুজিবাদী প্রতারণা বৈ কিছুই নয়, যাতে রয়েছে শুভংকরের ফাঁকি। এই পথ ধরে কখনই ইসলামের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাদান সম্ভব নয়। আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে জাতিকে বহু আগে থেকেই সতর্ক করে আসছেন। অনেক ইসলামপন্থী 'মন্দের ভালো' নামে এক আপোষকামী নীতি প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, যার অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। নীতি-আদর্শের প্রশ্নে হক্ব ও বাতিলের সাথে কখনও আপোষ হয় না, আপোষ করা যায় না। সুতরাং আমরা আশা রাখি, যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ যারা এ বছর ভোটার হয়েছিলেন তারা বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করবেন। সর্বোপরি নবী-রাসূলদের দেখানো পদ্ধতি তথা সর্বাত্মক সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ব্যতিরিকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ভিন্ন কোন পন্থা নেই এবং ভাড়াটে বা আমদানীকৃত কোন তন্ত্র-মন্ত্র ইসলামের কোনই উপকারে আসতে পারে না- এই জ্বলন্ত সত্যটি অনুধাবনের সময় আমাদের এখনই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

Contents

জবাবদিহিতা

আল-কুরআনুল কারীম :

1– أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ– فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ– وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ–

(১) ‘তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না? অতএব মহামহিম আল্লাহ যিনি যথার্থ অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে, তার উক্ত কথার কোন প্রমাণ নেই। তার হিসাব (বদলা) তো তার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হয় না’ *(মুমিনূন ২৩/১১৫-১১৭)*।

2– وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ–

(২) ‘আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নে‘মতকে স্মরণ কর এবং ঐ অঙ্গীকারকে স্মরণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছিলে। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ হৃদয়ের কথাসমূহ জানেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(মায়েদাহ ৫/৭-৮)*।

3– وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا–اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا– مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا–

(৩) ‘প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্তুতঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৫)*।

4– تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ–

(৪) ‘বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সকল রাজত্ব এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল’ *(মুলক ৬৭/১-২)*।

5– وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا– وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا– وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا–

(৫) ‘তোমরা ইয়াতীমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না কল্যাণ উদ্দেশ্য ব্যতীত, যতদিন না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা মাপের সময় পূর্ণভাবে মেপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে। এটাই উত্তম ও পরিণামে শুভ। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪-৩৬)*।

হাদীছে নববী :

6– عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ

خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ-

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হ'তে সরাতে পারবেনা। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হ'তে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কি আমল করেছে?।[১]

7- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهماأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্ত দের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা শাসক একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর খাদিম তার মনিবের সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে এদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে শুনেছি। তবে আমার ধারণা নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, আর সন্তান তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২]

8- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا.

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'যখন তুমি তোমার নিকটআত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' (শো'আরা ২৬/২১৪) নাযিল হ'ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) কুরাইশদের ডাক দিলেন। তারা সমবেত হ'ল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে কা'ব ইবনে লুয়াই্র বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কা'বের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, ইহা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব'।[৩]

9- عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضى الله عنه قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ،حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا.

---

১. *তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭।*
২. *বুখারী হা/২৫৫৮।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩।*

Contents

(৯) আবু হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আযদ গোত্রের ইবনু লুতবিয়্যাহ নামের এক লোককে ছাদাক্বাহ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলি আপনাদের আর এগুলি আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না। তখন সে দেখত পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয়না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, ছাদাক্বাহর মাল হ'তে স্বল্প

পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে ক্বিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হ'লে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হ'লে হাম্বা হাম্বা রব করবে আর বকরী হ'লে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। অতপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু'হাত এই পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তার দুই বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'।[৪]

10- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

(১০) মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল আর তার মৃত্যু হ'ল এই অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দাররাজ বলেন, 'একজন ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব, দায়িত্ব পালন ও অন্যকে যথাযথা অর্পিত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়াটাই হ'ল জবাবদিহিতা'।[৬]

২. ড. আহমাদ বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'ব্যক্তির শারঈ দায়িত্বানুভূতি যার আদেশগুলি মানা, নিষেধগুলি পরিত্যাগ করা ও সেগুলির হিসাবের সংরক্ষণ-ই হ'ল জবাবদিহিতা'।[৭]

৩. ড. ছালেহ ইবনু আব্দুল হামীদ বলেন, 'জবাবদিহিতা এমন একটি সুন্দর বিষয় যা মানুষের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়'।[৮]

৪. মুছতাফা ছবরী বলেন, 'জবাবদিহিতা হ'ল দুনিয়া ও আখেরাত সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজে মানুষের যথাযোগ্য যোগ্যতা প্রর্দশন'।[৯]

৫. আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম প্রণেতা বলেন, 'জবাবদিহিতা হ'ল ব্যক্তির উপর অর্পিত এমন কাজ বা আদেশমালা যা তাকে দায়িত্বশীল হিসাবে মানুষের মাঝে উপস্থাপন করে'।[১০]

৬. আব্দুল কাদের 'আওদা বলেন, 'জবাবদিহিতা হ'ল স্বেচ্ছায় মানুষের এমন বিশেষ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ যার বাস্তবতা ও পরিণাম সম্পর্কে সে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল'।[১১]

সারবস্তু :

১. জবাবদিহিতা আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের ব্যাপারে অনুভূতি সৃষ্টি করে।

২. জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজের একনিষ্ঠতা ও তাতে ছওয়াব অর্জিত হয়।

৩. জবাবদিহিতার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানুষের আস্তার প্রতীক ও গর্বিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

৪. জবাবদিহিতা মাধ্যমে সচেতন ও সৌভাগ্যবান দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রয়োজনীয় কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

৫. দায়িত্ব যত ছোটই হোক না কেন, জবাবদিহিতার আলোকে সাধ্যানুযায়ী কার্যসম্পাদন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সামাজিক সম্মান কখনো ভূলুণ্ঠিত হয়না।

৬. শক্তিশালী রাজ্যের মযবুত ভিতই হ'ল জবাবদিহিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত যা বিরোধীতা, বিশৃঙ্খলা এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

৭. জবাবদিহিতার ভিত্তিতেই একজন মানুষ সমাজে মূল্যায়িত হয়।

---

৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৯।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬।
৬. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, কিতাবুদ দ্বীন, ৭-৮ পৃঃ।
৭. ড. আহমাদ বিন আব্দুল আযীয, আল-মাসউলিয়্যাতুল খলক্বিয়্যাহ ওয়াল জাযায়ু আলাইহা, ৭১ পৃঃ।
৮. ড. ছালেহ ইবনু আব্দুল হামীদ, মাউসূ'আতু নাযরাতুন নাঈম ফি মাকারিমে আখলাকির রাসূল ছাল্লাহু 'আলাইহিস সাল্লাম, ৮/২৪০০ পৃঃ।
৯. মুছতাফা ছবরী, মাওক্বিফুল বাশার তাহতা সুলতানিল ক্বদার, ১৭১ পৃঃ।
১০. আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম ৩১৬ পৃঃ।
১১. আব্দুল কাদের 'আওদা, আত-তাশরীঈল জানাঈ মাকারুনা বিল কানূনিল ওয়াযাঈ, ১/৩৯২ পৃঃ।

Contents

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি ঈমান

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

কবরের ফেৎনা বা পরীক্ষা :

প্রত্যেক ব্যক্তি কবরের ফেৎনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে সে সমাহিত হোক বা না হোক। কেননা কবর অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী বারযাখী জীবন। যা দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে থাকে'।[১] এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুঃসহ ব্যাপার। নিম্নে বারযাখী জীবনে পরীক্ষার কিছু নমুনা ও তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়সমূহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তুলে ধরা হ'ল।

আল্লাহ্র পথে পাহারাদার :

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে তার রাহে কোন মুসলিম জনপদ পাহারা দেয় সে ব্যক্তি কবরের বারযাখী জীবনে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। এ সম্পর্কে হাদীছ,

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ-

হযরত সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একটি দিবস ও একটি রাতের সীমান্ত পাহারা একমাস ছিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চাইতেও উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের ছওয়াব জারী থাকবে। আর তার (শহীদসূলভ) রিযিক অব্যহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফেৎনাবাজদের থেকে নিরাপদে থাকবে'।[২]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ-

হযরত ফাযালা বিন উবাইদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার কাজের উপর সীলমোহর করে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় যে লোক মৃত্যুবরণ করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের ছওয়াব বাড়ানো হবে এবং সে সকল প্রকার ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে'।[৩]

আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী (রহঃ) বলেন, পাহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র পথেই হ'তে হবে। হোক সেটা উট পাহারা বা সীমানা পাহারা কিংবা ঘোড়া বা পদব্রজে পাহারা'।[৪]

আল্লাহ্র পথে শহীদ :

আল্লাহ্র পথে শহীদ ব্যক্তিও কবরের ফেৎনা থেকে পরিত্রাণ পায়। এ সম্পর্কে হাদীছ,

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِى قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً-

নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ছাহাবী হ'তে বর্ণিত, এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শহীদ ব্যতীত অন্যন্য মুমিনগণ কবরের ফেৎনার সম্মুখীন হবে, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তার মাথার উপর তরবারির ঝলক তাকে কবরের ফেৎনা থেকে নিরাপদে রাখবে'।[৫]

ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে মাথার উপর তরবারির ঝলক'-এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন। এর দ্বারা সে তার ঈমান থেকে মুনাফিকী দূর করেছে। ফলে ঈমান থেকে তার বিচ্যুতি ঘটেনি। যদি সে মুনাফিক হ'ত তাহ'লে সে যুদ্ধের মাঠে যেত না। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, সে তার ঈমানের মযবুতির উপর টিকে থেকে আল্লাহ্র জন্য ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তার আত্মাকে উৎসর্গ করেছে'।[৬]

জুম'আর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণকারী :

কোন ব্যক্তি জুম'আর দিনে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে ঐ ব্যক্তি কবরে ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ-

---

১. *মাসিক আত-তাহরীক; মে'১৬, ১৯তম বর্ষ, ৮তম সংখ্যা; মির'আত ১/২১৭, ২২০।*

২. *মুসলিম হা/ ১৯১৩ (১৬৩)।*

৩. *তিরমিযী হা/১৬২১; আবু দাঊদ হা/১২৫৮; মিশকাত হা/৩৮২৩।*

৪. *আত-তাযকিরাতু বি আহওয়ালিল মাওত ও উমূরিল আখেরাহ ১/৪১৮ পৃ.।*

৫. *নাসাঈ হা/২০৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৯৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৮০; হাদীছ ছহীহ।*

৬. *আর রূহ-২২২ পৃ.।*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনে অথবা রাতে কোন মুসলমান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে কবরে শাস্তি থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন'।[৭]

সত্যবাদী ব্যক্তি :

যারা সত্যবাদী তাদের কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি না এ বিষয়ে মতনৈক্য রয়েছে। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হ'ল, যেহেতু রাসুল (ছাঃ) সাধারণভাবে বলেছেন, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ– 'মৃত্যু লোককে বা তোমাদের কাউকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা তার নিকট আসেন। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার অপরজনকে নাকীর বলা হয়'।[৮]

ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, ছহীহ হাদীছ সমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় সত্যবাদীদের কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে যেমন অন্যরা জিজ্ঞাসিত হয়'।[৯]

শিশু ও পাগলদের কবরে ফেৎনা :

শিশু ও পাগল ব্যক্তি তারা কবরের জীবনে ফেৎনার সম্মুখীন হবে কি না; এ বিষয়ে কিছু বিদ্বান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে শিশু ও পাগলদের কবরের ফেৎনা থেকে উর্ধ্বে থাকবে'।[১০]

মোদ্দাকথা হ'ল, ছহীহ হাদীছের বর্ণনামতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কবরে এমনটা ঘটবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এমন এক নিষ্পাপ নবজাত শিশুর জানাযায় বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, اَللَّهُمَّ قِه عَذَابَ الْقَبْرِ হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা কর'।[১১] অন্যত্র বলা হয়েছে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পিছনে এমন একটি শিশুর জানাযা পড়েছি, যে শিশু কখনও পাপ করেনি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, اَللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবরের আযাব হ'তে বাঁচাও'।[১২]

পূর্ববর্তী উম্মতের কবরের ফেৎনা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ– 'পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণী এবং দু'ডানায় ভর করে আকাশে সন্তরণশীল সকল পাখি তোমাদেরই মত একেকটি সম্প্রদায়। (তাদের হেদায়াতের বিষয়ে) কোন কিছুই আমরা এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৬/৩৮)*।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا– 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

ইবনু কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীর উম্মত কবরের ফেৎনার সম্মুখীন হবেন। নিশ্চয় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। তারপরও আল্লাহ এ বিষয়ে অধিক অবগত'।[১৩]

কবরে কাফের-মুনাফিকদের অবস্থা :

মহান আল্লাহ বলেন, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ– 'অতঃপর আমরা যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলগণকে অবশ্যই (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করব' *(আরাফ ৭/৬)*।

যেহেতু কাফেরদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, সেহেতু তাদেরকেও কবরের ফেৎনার সম্মুখীন হ'তে হবে'।[১৪] এ বিষয়ে স্পষ্টত হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ–

---

৭. *তিরমিযী হা/১০৪৭; মিশকাত হা/১৩৬৭।*
৮. *তিরমিযী হা/ ১০৭১; ইবনু মাজাহ হা/. মিশকাত হা/১৩০।*
৯. *আর- রূহ পৃ. ।*
১০. *মাজমু' ফাৎওয়া -৪/২৮০ পৃ. ।*
১১. *আস-সুন্নাহ ২/৫৯৬ পৃ. ।*
১২. *মুয়াত্তা মালেক হা/৬১০।*
১৩. *আর-রূহ পৃ.২৩৬ ।*
১৪. *আর-রূহ পৃ.২৩৩পৃ. ।*

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী-সঙ্গীগণ সেখান থেকে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার নিকটে দু'জন ফেরেশতা আসেন ও তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? অর্থাৎ মুহাম্মাদ সম্পর্কে (রাবীর ব্যাখ্যা)। তখন সে ব্যক্তি মুমিন হ'লে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, তাকিয়ে দেখ জাহান্নামে তোমার স্থান। ঐটার বদলে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে স্থান নির্ধারণ করেছেন। ঐ ব্যক্তি তখন দু'টি স্থানই দেখে।

অতঃপর মুনাফিক ও কাফির তথা কপট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? তখন সে বলে, আমি জানি না। তার সম্পর্কে আমি তাই-ই বলতাম যা লোকেরা বলত। এ সময় তাকে বলা হয়, বেশ কথা। তুমি বিবেক দ্বারাও বুঝনি, পড়েও শেখনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভীষণ জোরে পিটানো হ'তে থাকে। তাতে সে এমন জোরে চীৎকার করতে থাকে যে, জিন ও ইনসান ব্যতীত আশপাশের সবাই তা শুনতে পায়'।[১৫]

কবরে রূহের প্রত্যাবর্তন :

রূহ হ'ল আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্তু। যা মানুষের অভ্যন্তরে অদৃশ্য আকারে থাকে। একজন মানুষের নির্ধারিত বয়সসীমা শেষ হ'লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত অথবা শাস্তির ফেরেশতার দ্বারা ঐ ব্যক্তির রূহ কবয করা হয়ে থাকে। অতঃপর কবরের বারযাখী জীবনে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্নোত্তরের সময় ঐ ব্যক্তির নিকট পুনরায় রূহ সঞ্চারিত হয় তবে তা দুনিয়ার জীবনের মত নয়।

এ বিষয়ে বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আনছারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূল (ছাঃ) বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশেপাশে বসলাম, যেমন আমাদের মাথায় পাখি বসেছে, (অর্থাৎ, চুপচাপ)। তখন রাসূলের হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নিকট কবর আযাব হ'তে পানাহ চাও। তিনি এটা দুই কি তিন বার বললেন।

অতঃপর বললেন, মু'মিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হ'তে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি কাফন থাকে এবং জান্নাতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার দৃষ্টিসীমা থেকে দূরে বসেন। অতঃপর 'মালাকুল মাউত' আযরাঈল (আঃ) তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন মশক হ'তে পানি বের হয়ে আসে। তখন আযরাঈল (আঃ) তাকে গ্রহন করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং ঐ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা এসে তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হ'তে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হ'তে থাকে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রূহ কার? তখন ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এই হ'ল অমুকের পুত্র অমুকের রূহ, তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকবে)। অতঃপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন। উহার উপরে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন।

এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়ীনে' লিখ এবং তাকে (তার কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে যমীন হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব, অতঃপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান, তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব্ব কে? তখন সে উত্তরে বলে, আমার রব্ব আল্লাহ!...।[১৬]

এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ... আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ সেখান থেকে ফিরতে থাকে, আর তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার নিকটে দু'জন ফেরেশতা আসেন ও তাকে উঠিয়ে বসান'...।[১৭]

---

১৫. বুখারী হা/১৩৭৪; মুসলিম হা/৭০ (২৮৭০); মিশকাত হা/১২৬ ।

১৬. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০।

১৭. বুখারী হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬ ।

মৃত্যুপরবর্তী সময়ে রূহের অবস্থান :

মৃত্যুর পর সৎ বান্দাদের রূহ ইল্লিয়ীনে এবং পাপীদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে'।[১৮] অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী তাদের রূহের উপর শান্তি অথবা শাস্তি প্রদান করা হয়'।[১৯]

মুমিনের আত্মা সম্পর্কে অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ 'মুমিনের রূহ জান্নাতী গাছের পাখির রূপ ধারণ করে থাকবে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের স্বীয় শরীরে পুনঃস্থাপন করা পর্যন্ত'।[২০]

অপর এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ إِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ وَمُقِيلَهُمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ... إلى أخر الآيات – ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়, মহান আল্লাহ তাদের রূহগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানকার ফলমূল খায় এবং আরশের ছায়ায় ঝুলানো সোনার ফানুসে বসবাস করে। তারা যখন নিজেদের মনঃপূত খাবার, পানীয় ও বাসস্থান পেল, তখন বলল, কে আমাদের এ সংবাদ আমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছে দিবে, আমরা জান্নাতের জীবিত আছি, এখানে আমাদেরকে নিয়মিত রিযিক দেয়া হচ্ছে! (এটা জানতে পারলে) তারা জিহাদে অমনোযোগী হবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অলসতা করবে না। অতঃপর মহান আল্লাহ বললেন, আমি তাদের নিকট তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দিব। বর্ণনাকারী বলেন, মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 'যারা আল্লাহ্র পথে নিহিত হয়েছে তোমরো তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট নিয়মিত রিযিক পাচ্ছে' *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*'।[২১]

(ক্রমশ)

[লেখক : মাস্টার্স, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৮. আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০।
১৯. গাফের ৪০/৪৫-৪৬; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৫; মিশকাত হা/১৩১।
২০. নাসাঈ হা/২০৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৪২৭১; মিশকাত হা/১৬৩২।
২১. আবুদাঊদ হা/২৫২০; মিশকাত হা/৩৮৫৩।

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ

-আবুল কালাম

(২য় কিস্তি)

৯. ফরয ছালাতের ফযীলত :

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম হ'ল ছালাত। ছালাত বান্দাকে তাক্বওয়াশীল করে গড়ে তোলে। আত্মশুদ্ধি অর্জনের বড় মাধ্যম ছালাত। বান্দাকে পাপের কাজ থেকে বিরত রাখে ছালাত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে পেশ করা হ'ল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ এবং এক রামাযান হ'তে পরবর্তী রামাযান মধ্যকার যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কবীরা গোনাহসমূহ হ'তে বিরত থাকে যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না'।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারু ঘরের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে কোন ময়লা বাকী থাকে কি? তারা বললেন, না পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ সমূহ বিদূরিত করেন'।[২]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্নিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যেগুলিকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলির জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশু-খুযু পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলি করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন'।[৩]

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ-

ওমারাহ ইবনু রুআয়বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্য উঠার ও ডোবার আগে ছালাত আদায় করেছে, অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত'।[৪]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের ছালাত (অর্থাৎ) ফজর ও আছরের ছালাত) আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ

---

১. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/ ৫৬৪।
২. বুখারী হা/৫২৮; মুসলিম হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৫৬৫।
৩. আহমাদ, আবু দাঊদ, মালেক, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭০।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/ ৬২৪।
৫. বুখারী হা/ ৫৭৪; মিশকাত হা/৬২৫।

لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ-

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশী হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি যে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম'।[৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মাঝে রাতে একদল ও দিনে একদল ফেরেশতা আগমন করেন। দিবস ও রাত্রির ফেরেশতারা ফজর ও আছর ছালাতের সময় একত্রিত হয়। রাতের ফেরেশতারা আসমানে উঠে গেলে আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে? যদিও তিনি সবকিছু অবগত। তখন ফেরেশতারা বলে যে, আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (আছরের) ছালাত অবস্থায়'।[৭]

১০. মসজিদে ছালাতের ফযীলত :

আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়তর স্থান হ'ল মসজিদ'।[৮] আল্লাহ্র বান্দাহগণ ছালাতের জন্য দিনে রাতে পাঁচবার সমবেত হয় মসজিদে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, ছোট-বড়, সাদা-কালো সকল ভেদাভেদ ভুলে পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয় একই কাতারে একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে মশগুল থাকেন। ফলে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয়। সামাজিক বন্ধন মযবুত হয় এবং নেকীর ঝুড়িও সমৃদ্ধ হয়। এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) মসজিদ যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্তুত রাখেন'।[৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ، أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ-

আবু মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'সবচেয়ে বেশী নেকী পান ঐ ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসেন। আর যে ব্যক্তি আগে এসে ইমামের সাথে ছালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষায় থাকেন, তার নেকী সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে, যে একাকী ছালাত আদায় করে'।[১০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একা একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে তা সাতশত গুণ ছওয়াব বেশী হয়'।[১১] অন্যত্র হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে

---

৬. আবু দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৬৫।
৭. বুখারী হা/৫৫; মিশকাত হা/৬২৬।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬।
৯. বুখারী হা/৬৬২; মিশকাত হা/৬৯৮।
১০. বুখারী হা/৬৫১; মিশকাত হা/৬৯৯।
১১. বুখারী হা/৬৪৫; মিশকাত হা/১০৫২।

ছালাতের ছওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাযারে আদায়কৃত ছালাতের ছওয়াবের চেয়ে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, যখন উত্তমরূপে ওযু করলো। অতঃপর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। ছালাত আদায়ের পর যতক্ষণ নিজ ছালাতের স্থানে থাক, ফেরেশতা তার জন্য এ বলে দো'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ ছালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে ছালাতে রত বলে গণ্য হয়'।[১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَجِبْ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে একজন অন্ধ লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এমন কোন চালক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। তিনি রাসূলের নিকট আবেদন করলেন তাকে যেন ঘরে ছালাত আদায়ের অবকাশ দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবকাশ দিলেন। সে ফিরে চলে যাওয়া মাত্রই তিনি আবার তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি ছালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললন, হ্যাঁ; নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তবে অবশ্যই আযানের সাড়া দিবে (অর্থ্যাৎ নিজেকে জামা'আতে শরীক করবে)'।[১৩]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে যে সাতশ্রেণীর লোক আশ্রয় পাবে, তাদের এক শ্রেণী হ'ল وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، 'ঐ সকল ব্যক্তি যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। যখনই বের হয়, পুনরায় ফিরে আসে'।[১৪]

১১. জুম'আর ছালাতের ফযীলত :

জুম'আর দিনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এদিন আল্লাহ্র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে মহিমান্বিত। এ দিনে দো'আ কবুলের একটা বিশেষ সময় রয়েছে। যখন বান্দার যে কোন সঙ্গত প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন। এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-

লুবাবা ইবনু আব্দুল মুনযির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'জুম'আর দিন' সকল দিনের সর্দার, সব দিনের চেয়ে বড় ও আল্লাহ্র নিকট বড় মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে মহিমান্বিত। এ দিনটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আল্লাহ এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এদিন তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। (৩) এ দিনে তার মৃত্যু হয়। (৪) এ দিনে এমন একটা সময় আছে যখন বান্দা হারাম জিনিস ছাড়া ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। (৫) এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ্র নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, পাহাড় সমূহ সবই (ক্বিয়ামত হবার ভয়ে) এদিনকে ভয় করে'।[১৫]

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى-

হযরত সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল হ'তে ব্যবহার করে বা নিজের সুগন্ধি ব্যবহার করে। অতঃপর মসজিদের দিকে রওনা হয়। দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করে না। অতঃপর তার নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে। তাহ'লে তার এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হয়'।[১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ

১২. *বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪।*
১৪. *বুখারী হা/৬৬০; মিশকাত হা/৭০১।*
১৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬৩।*
১৬. *বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১।*

أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِه، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাত আদায় করতে এসেছে ও সাধ্যমত ছালাত আদায় করেছে। চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করেছে। এরপর ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছে। তাহ'লে তার এ জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গুনাহ মাফ করা হবে'।[১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জুম'আর দিন মসজিদের দরজায় ফেরেশতা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে পূর্বে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার পূর্বে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। অতঃপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি দুম্বা কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগী কুরবানী ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবানীর সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলে ও খুৎবা শুনতে থাকেন'।[১৮]

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا-

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করাবে এবং নিজে গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে এবং সকালে মসজিদে যাবে এবং আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে। অতঃপর চুপ করে তার খুৎবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না। তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের ছিয়াম পালন এবং তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে'।[১৯]

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضُّمَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ-

আবুল জা'দ যুমায়রী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত তিন জুমু'আর ছালাত ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন'।[২০]

১২. 'তারাবীহ' ও 'তাহাজ্জুদ' ছালাতের ফযীলত :

রাত্রির বিশেষ নফল ছালাত 'তারাবীহ' ও 'তাহাজ্জুদ' নাম পরিচিত। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছু এক কথায় 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাত্রির নফল ছালাত' বলা হয়।[২১] এ সম্পর্কিত হাদীছগুলি নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতেই এই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাত্রি শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছ, যে আমায় ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব'।[২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে এবং আপন স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও

১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২।*
১৮. *বুখারী হা/৯২৯; মিশকাত হা/১৩৮৪।*
১৯. *তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮৮।*
২০. *তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৭১।*
২১. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ.১৭১-১৭২।*
২২. *বুখারী হা/১১৪৫; মিশকাত হা/১২২৩।*

ছালাত আদায় করেছে, আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। এরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন সে স্ত্রীলোকের প্রতি, যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করেছে এবং আপন স্বামীকেও জাগিয়ে দিয়েছে এবং সেও ছালাত আদায় করেছে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়'।[২৩]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا، يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন সব বালাখানা আছে, যার বাহিরের জিনিসসমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সে সকল বালাখানা আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি নরম কথা বলে, আহার্য দান করে, পর পর ছিয়াম পালন এবং রাতে ছালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে'।[২৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، كَسْلَانَ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার মাথার পিছনে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অনেক রয়ে গেছে, কাজেই ঘুমিয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে ওযু করে তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। অতঃপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে তৃতীয় গিরাও খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষ অন্তর ও অলস্য সহকারে'।[২৫]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ-

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলমান তা লাভ করে এবং আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চায়, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দেন। আর এই মুহূর্তটি প্রত্যেক রাতেই আছে'।[২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসের ছিয়ামের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের (আশুরার) ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[২৭]

'তারাবীহ'-এর ছালাতের ফযীলত :

তারাবীহ ছালাতের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত (আদায়) করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করা হয়'।[২৮]

১৩. জানাযার ছালাতের ফযীলত :

প্রত্যেক মুসলিমের উপর জানাযার ছালাত 'ফরযে কেফায়াহ'। অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় না পড়লে সবাই দায়ী হবে। এক মুমিনের উপর আরেক মুমিনের অধিকার হ'ল কেউ মারা গেলে তার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করা'।[২৯]

---

২৩. আবু দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০।
২৪. বায়হাক্বী শুয়াবুল ঈমান, মিশকাত হা/১২৩২।
২৫. বুখারী হা/১১৪২,৩২৬৯; মিশকাত হা/১২১৯।
২৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪।
২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯।
২৮. বুখারী হা/৩৭, ২০০৮; মুসলিম হা/১৭৩; মিশকাত হা/১২৯৬।
২৯. নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৬০।

সুতরাং জানাযার ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আদায়কারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত চমকপ্রদ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় গেল এবং জানাযার পড়া পর্যন্ত থাকল, অতঃপর তাকে দাফন করল, সে দু'ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী ফিরল। আর প্রত্যেক ক্বিরাত হচ্ছে ওহূদ পাহাড় সমপরিমাণ। তারপর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করল, অতঃপর দাফন করার পূর্বে বাড়ী ফিরল, সে এক ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল'।[৩০]

১৪. ইশরাক্ব ও চাশতের ছালাতের ফযীলত :

শুরুক অর্থ উদিত হওয়া। 'ইশরাক' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুল যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়। এই ছালাত বাড়ীতে পড়া মুস্তাহাব। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন।[৩১] এ ছালাত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। এ সম্পর্কিত হাদীছগুলি নিম্নরূপ-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে পড়েছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকর করে, অতঃপর দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে, তার জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্র ছওয়াবের ন্যায় ছওয়াব আছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (অর্থাৎ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরাহর)'।[৩২]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ-

বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি আছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এ সাধ্য কার আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর করলেন, মসজিদে থুথু দেখলে তা মুছে দাও এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় দেখলে তা দূর করে দাও। এটাই হবে তোমার জন্য ছাদাক্বাহ। যদি এই কাজগুলি করার সুযোগ না পাও, তবে চাশতের দু'রাক'আত ছালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩৩]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্যই একটি ছাদাক্বাহ করা আবশ্যক হয়। তবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহই একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদই একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহলীলই একটি ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাকবীরই একটি ছাদাক্বাহ এবং সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাক্বাহ এবং অসৎ কাজে নিষেধও ছাদাক্বাহ বিশেষ। অবশ্য চাশতের সময়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা এগুলির পরিবর্তে যথেষ্ট'।[৩৪]

(ক্রমশ)

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৩০. বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/ ১৬৫১।
৩১. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৪ পৃঃ।
৩২. তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৭১।
৩৩. আবু দাঊদ হা/৫২৪২; মিশকাত হা/১৩১৫।
৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১।

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

দুনিয়াত্যাগী হওয়া :

একজন সত্যিকারের আদর্শবান ব্যক্তি হ'তে হ'লে তাকে অবশ্য দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হবে। আর সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আর দুনিয়াতে কিভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে হাদীছ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبَىِّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান কর, যেন তুমি মুসাফির অথবা পথচারী'।[১]

একজন সত্যিকারের আর্দশবান মানুষ কখনো বিলাসী হ'তে পারে না। তার মধ্যে কখনো স্বার্থপরতা বা আমিত্ব বিরাজ করতে পারে না। কেননা একজন স্বার্থপর ব্যক্তি আর যাই হোক, কখনো সে আদর্শ মানুষ হ'তে পারেনা। তাই আদর্শ মানুষ হ'তে হ'লে আমাদেরকে আগে নিজের আমিত্ব, স্বার্থপরতা বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের হ'তে হবে ত্যাগী, সহমর্মী, কর্মঠ ও উদার। তবেই আমরা প্রকৃত মানুষ হ'তে পারব। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাংখা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 'তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে' *(দাহর ৭৬/৮)*। তিনি আরো বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-

'(ইবাদতকালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য। আর যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যের সাথে দৃঢ় থাকে। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বক্বারাহ/১৭৭)*।

উপরোল্লেখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সৎকর্মশীল, আদর্শবান মানুষের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন যে, এই সৎকর্মশীল লোকগুলি শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সাধ্যমত খরচ করে থাকে।

নাফে' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার ইবনে ওমর (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আঙ্গুরের মৌসুমে আঙ্গুর পাকতে শুরু করল। তার স্ত্রী সুফিয়া (রাঃ) লোক পাঠিয়ে এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে নেন। ঠিক ঐ সময়ে দরজায় এক ভিক্ষুক এসে পড়ে

১. *বুখারী হা/৬৪১৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/১৬০৪।*

এবং ভিক্ষা চায়। ইবনে ওমর (রাঃ) এই আঙ্গুর ভিক্ষুককে দিয়ে দিতে বললেন। সুতরাং তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আবার লোক গিয়ে আঙ্গুর কিনে আনে। কিন্তু আবারও ভিক্ষুক এসে পড়ে এবং ভিক্ষা চেয়ে বসে। এবারও ইবনে ওমর (রাঃ) তা ভিক্ষুককে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু সুফিয়া (রাঃ) এবার ঐ ভিক্ষুককে বলে দেন, আল্লাহ্র কসম! এরপরেও তুমি ফিরে আসলে তোমাকে আর কিছুই দেওয়া হ'বেনা। অতঃপর আবার তিনি এক দিরহামের আঙ্গুর আনিয়ে দেন'।[২]

এবারে আমরা জানবো, ত্যাগ ও সহমর্মিতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِى مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِىَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِى حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِى أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ، فَحَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِيهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِى الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِى يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, এক মহিলা নবী করীম (ছাঃ) এর নিকট একটি হাতে বোনা চাদর নিয়ে এল। অতঃপর বলল, আপনার পরিবারের জন্য আমি চাদরটি নিজ হাতে বুনেছি। রাসূল (ছাঃ) তা গ্রহণ করলেন যদিও তাঁর চাদরের প্রয়োজন ছিল না। তারপর তিনি সেটি লুঙ্গীরূপে পরিধান করলেন এবং আমাদের সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বললেন, এটি আমাকে পরার জন্য দান করুন। তিনি বলেন, হ্যাঁ (তাই দেব)। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ মজলিসে বসলেন। তারপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে ঐ লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, তুমি কাজটা ভাল করলে না। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রয়োজনে পরিধান করেছিলেন। তবুও তুমি চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জানো তিনি কারো চাওয়া ফিরিয়ে দেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তাদ্বারা আমার কাফন হবে। সাহল (রাঃ) বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তার কাফনই হয়েছিল'।[৩]

হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল; আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আজ রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? এক আনছারী বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব। সুতরাং তিনি তাকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমানের খাতির কর। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (আনছারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি? তিনি বলেন, না। শুধু বাচ্চাদের খাবার আছে। তিনি বললেন, কোন জিনিস দ্বারা তাদের ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন খাবার চাইবে তখন তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেব। তখন বাতি নিভিয়ে দেব এবং তাকে (এমন ভাব) দেখাবে যে, আমরাও খাচ্ছি। সুতরাং তারা সকলেই খাবার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল আর তারা অনাহারে সারা রাত কাটিয়ে দিল। অতঃপর তিনি (আনছারী) যখন সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের দু'জন আজ রাতে মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তাতে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন'।[৪] অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِى الْفَضْلِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। ইতোমধ্যে একটি লোক তার সওয়ারীর উপর চড়ে আমাদের নিকট এল এবং ডানে বামে তাকাতে লাগলো। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার সওয়ারী নেই। আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় আছে সে যেন, ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার কোন পাথেয় নেই। এভাবে তিনি বিভিন্ন মালের কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কোন অধিকার নেই'।[৫]

সুবহানাল্লাহ! কি অপূর্ব ত্যাগ! কি অপরূপ সহমর্মীতা! কতইনা সুন্দর ভ্রাতৃত্ববোধ! পৃথিবীর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শ, নিখাঁদ চরিত্র ও

২. *বায়হাকী, ইবনু কাছীর ১৭/৭৭০ পৃ.।*
৩. *বুখারী হা/৫৮১০; নাসাঈ হা/ ৫৩২১; ইবনু মাজাহ হা/ ৩৫৫৫।*
৪. *বুখারী হা/ ৩৭৯৮; মুসলিম হা/ ২০৫৪; তিরমিযী হা/ ৩৩০৪।*
৫. *মুসলিম হা/ ১৭২৮; আবু দাঊদ হা/ ১৬৬৩; আহমাদ হা/ ১০৯০০।*

Contents

অপরিসীম ভালবাসায় মরুচারী বেদুঈনরা, আরব বিশ্বের রুক্ষ, বর্বর, নিষ্ঠুর ও পাষানহৃদয় লোকগুলিও কেমন জগৎ শ্রেষ্ঠ সোনালী মানুষের পরিণত হয়েছিল। অথচ সেই নবীর উম্মত আমরা। এটা আমাদের চরম সৌভাগ্য! তথাপি আমরা কি নিজেকে সেই মহান আদর্শে আদর্শবান হ'তে পারছি? পেরেছি কি নিজের ভিতরের সেই স্বার্থপরতা, বিলাসী মনোভাবকে কুরবানী করতে? যদি না পারি, তবে কোন দিনও আমরা আদর্শ মানুষ হ'তে পারবো না।

মৃত্যুকে স্মরণ:

মানুষ মাত্রই মরণশীল। শুধু কি মানুষই মরণশীল? না; বরং বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীই মরণশীল। মৃত্যু একটি অতি নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্য। একে উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনই উপায় নেই। যার প্রাণ আছে তাকে মরতে হবে। ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব জীবন ভোগ-বিলাস আর ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হ'বে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আল-ইমরান ৩/১৮৫)*।

মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন তবুও আগামীর খবর নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। এ জ্ঞান শুধুমাত্র জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লুকমান ৩১/৩৪)*।

সুতরাং যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল ও আদর্শবান মানুষ, তারা তাদের পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনকে সুন্দর ও সুখী করার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে কাটায়। আর তাদের নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) আসার পূর্বেই তারা পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করে। কারণ নির্ধারিত সময় এসে পড়লে তা আর কাউকে এক মুহূর্ত অবকাশ দেবে না। তাই যত ইবাদত বন্দেগী করার, তা মৃত্যু আসার পূর্বেই করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ- وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ- وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে ফেলে। যারা এতে রত হয়ে গাফেল হবে, তারাই হ'বে ক্ষতিগ্রস্ত'। আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর তোমাদের কারু মৃত্যু আসার আগেই। যাতে সে না বলে, হে আমার পালনকর্তা! যদি তুমি আমাকে স্বল্পকাল অবকাশ দিতে, তাহ'লে আমি ছাদাক্বাহ করতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম'। আর কখনোই আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না যখন তার (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময়কাল এসে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত' *(মুনাফিকুন ৬৩/৯-১১)*। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ- لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ- فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ-

অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং কেউ কারু খোঁজ-খবরও নিবে না *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০১)*। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কি বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একদা আমরা দুই কাঁধ ধরে বললেন, তুমি এই দুনিয়ায় একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক। আর ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন, তুমি সন্ধায় উপনীত হ'লে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হ'লে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত

অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর'।[৬]

অপর হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ-

হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বললেন, স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান'।[৭]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার নবী (ছাঃ) কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা হ'ল মানুষ আর এটা হ'ল তার মৃত্যু। সে এই অবস্থার মধ্যেই থাকে। হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা বা মৃত্যু এসে পড়ে'।[৮] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِى فِى الْوَسَطِ، مِنْ جَانِبِهِ الَّذِى فِى الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِى هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا-

ইবনু মাসঊদ রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদিন নবী করীম (ছাঃ) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর মাঝের রেখার সাথে দু'পাশ দিয়ে ভিতরেরর দিকে কয়েকটি ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, এর মাঝামাঝি রেখাটা হ'ল মানুষ আর চতুর্ভুজটি হ'ল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিক বর্ধিত রেখাটি হ'ল এর আশা-আকাঙ্খা। আর ছোট ছোট রেখাগুলি নানা রকম বিপদ-আপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায় তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে'।[৯]

মৃত্যুর কথা স্মরণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ রাতে যা আমল করতেন। এ সম্পর্কে হাদীছ এসেছে, إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أُبَىٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ قَالَ مَا أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ- উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী প্রথম ফুৎকার এবং তার সহগামী দ্বিতীয় ফুৎকার চলে এসেছে এবং মৃত্যু ও তার ভয়াবহতা নিয়ে হাযির। আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি (আমার দো'আতে) আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ি। অতএব আমি আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দো'আর) কতটা সময় নির্ধারণ করব? তিনি বললেন, তুমি যতটা ইচ্ছা কর। আমি বললাম এক চতুর্থাংশ? তিনি (ছাঃ) বললেন, যতটা চাও। যদি তুমি বেশী কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম অর্ধেক সময়? তিনি বললেন, তুমি যা চাও। যদি বেশী কর তাহ'লে তা ভালো হবে। আমি বললাম দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন, তুমি যা চাও। যদি বেশী কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমি আমার (দো'আর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব। তিনি বললেন, তাহ'লে তো তা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট হ'বে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে'।[১০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একজন আদর্শবান ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

---

৬. বুখারী হা/৬৪১৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; আহমাদ হা/৪৭৫।
৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯;।
৮. বুখারী হা/৬৪১৮; তিরমিযী হা/২৩৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩।
৯. বুখারী হা/৬৪১৭; তিরমিযী হা/৩৪৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩০।
১০. তিরমিযী হা/২৪৫৭; আহমাদ হা/২০৭৩৫।

Contents

জান্নাতে নারীদের অবস্থা

-হাফীযুর রহমান

ভূমিকা :

জান্নাতের মনোরম নে'মত শ্রবনে মানব মন অধীর আগ্রহী ও প্রফুল্য হয়ে ওঠে। আর জান্নাত ও জান্নাতের নে'মতসমূহ মুত্তাকী পুরুষ বা নারী উভয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। জান্নাতে পুরুষ এবং নারীরা কী পাবে তা আলাদাভাবে কুরআন ও হাদীছে অনেক বর্ণনা এসেছে। বক্ষমান প্রবন্ধে জান্নাতে নারীদের অবস্থা কী হবে, জান্নাতে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জান্নাতের উত্তরাধিকারী নারী :

সৎ আমলের দ্বারা মানুষ জান্নাতে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 'আর এটিই জান্নাত, নিজেদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে' *(যুখরুফ ৪৩/৭২)*। সুতরাং সৎ আমলকারী ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক সে জান্নাতে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 'পুরুষ হৌক বা নারী হৌক যে বিশ্বাসী হয় ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা কণা পরিমাণ অত্যাচারিত হবে না' *(নিসা ৪/১২৪)*।

জান্নাতের নারীর জন্য রক্ষিত নে'মতসমূহ :

মানব প্রকৃতি তার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে পসন্দ করে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম প্রায়শই জান্নাত ও জান্নাতের নে'মত সংক্রান্তপ্রশ্ন করতেন এবং তাদের উত্তর দিতেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَخْبِرْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ مَلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ حَصْبَاؤُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ وَتُرْبَتُهَا الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَخْلُدُ لَا يَمُوتُ وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا يَبْلَى شَبَابُهُمْ وَلَا تُخَرَّقُ ثِيَابُهُمْ-

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'জান্নাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিন। কী দিয়ে জান্নাত নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, 'তার দেয়ালের একটি করে ইট স্বর্ণের এবং আরেক ইট রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। তার মসলা বা সিমেন্ট' হ'ল সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কংকর হ'ল মনি-মুক্তা আর মাটি হ'ল জাফরানের তৈরী। যারা তাতে প্রবেশ করবে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। তাদের যৌবন শেষ হবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না'।[১] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ:"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ 'জান্নাতে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের কাছে পৌঁছতে পারব? তিনি বললেন, 'কোন ব্যক্তি (জান্নাতে) দিনে একশত জন কুমারীর কাছে পৌঁছবে'।[২]

এছাড়া কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে ডাগর চোখ বিশিষ্ট হূর ও অপরূপা নারীদের কথা বলে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তথাপি নারীদের প্রলুব্ধকর এমন কিছু বলেননি। অথচ জান্নাতে নে'মত সম্ভার সমানভাবে সকলেই ভোগ করবে। এ প্রশ্নের জবাবে ইসলামের মূলনীতির আলোকে এর হিকমত ও তাৎপর্য বলা যেতে পারে-

(ক) প্রথমতঃ এই বাণীটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে' *(আম্বিয়া ২১/২৩)*।

(খ) এটা সুবিদিত যে, নারী প্রকৃতি বলতেই লজ্জার ভূষণে শোভিত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে নে'মতের বর্ণনা দিয়ে জান্নাতের প্রতি লালায়িত করেননি যা তাদেরকে লজ্জায় আরক্ত করে।

(গ) এটাও সুবিদিত যে, পুরুষের প্রতি নারীর যতটা আকর্ষণ রয়েছে, তার চেয়ে বেশী রয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ। যা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতেও প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ 'আমার পরে আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিসাধনকারী আর কিছু রেখে যাইনি'।[৩] ফলে আল্লাহ জান্নাতে নারীর কথা বলে পুরুষদের আগ্রহী করেছেন। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে নারীদের আকর্ষণ বেশী হ'ল অলংকার ও পোষাকের সৌন্দর্যের প্রতি।

---

১. আহমাদ হা/৯৭৪২, শু'আইব আরনাঊত বলেন, হাদীছটি ছহীহ।
২. আল-মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬৭।
৩. বুখারী হা/৫০৯৬; মুসলিম হা/৭১২২।

কারণ এটি তাদের সহজাত প্রকৃতি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ 'আর যে অলংকারে লালিত পালিত হয়...' *(যুখরুফ ৪৩/১৮)*।

(ঘ) শায়খ ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করেছেন স্বামীদের জন্য।

لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج بل لهن أزواج من بني آدم.

'কেননা স্বামীই হলেন স্ত্রীর কামনাকারী এবং তার প্রতি মোহিত। এ জন্যই জান্নাতে পুরুষদের জন্য স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে। আর নারীদের জন্য স্বামীদের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এর দাবী কিন্তু এই নয় যে, তাদের স্বামী থাকবে না। বরং তাদের জন্যও আদম সন্তানের মধ্য থেকে স্বামী থাকবে'।[৪]

দুনিয়াতে অবস্থাভেদে নিম্নোক্ত নারীদের কয়েকটি ধরণ হ'তে পারে। আর এসবের প্রত্যেকটির জন্যই জান্নাতে স্বতন্ত্র অবস্থা রয়েছে। নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. বিবাহের পূর্বেই মৃত্যুবরণকারীনী জান্নাতী নারী :

'যদি ইহকালে মহিলার বিবাহ না হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দুনিয়ার এমন একজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিবেন যা দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কেননা জান্নাতের নে'মত ও সুখসম্ভার শুধু পুরুষের জন্য নয়। বরং তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বরাদ্দ। আর জান্নাতের নে'মত সমূহের একটি নে'মত হচ্ছে এই বিবাহ'।[৫] এ সম্পর্কে হাদীছে রয়েছে যা আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ-

'ক্বিয়ামতের দিন যে প্রথম দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল; তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে আকাশে প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। যাদের গোশতের উপর দিয়েই তাদের পায়ের গোছার ভিতরের মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতে কোন অবিবাহিত থাকবে না'।[৬]

শায়খ উছাইমীন (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, দুনিয়ায় যদি কোন মেয়ের বিবাহ না হয়ে থাকে তাহ'লে আল্লাহ তাকে জান্নাতে চক্ষুশীতলকারী (স্বামীর) সাথে বিবাহ দিবেন। আর জান্নাতী নে'মতরাজি শুধুমাত্র পুরুষের জন্য নয় তা পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে। আর এই নে'মতরাজির একটি হ'ল বিবাহ'।

২. যে জান্নাতী নারীর স্বামী জাহান্নামী :

যে নারীর স্বামী জান্নাতে প্রবেশ করেনি তার অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'মহিলা যদি জান্নাতবাসী হন আর তিনি বিবাহ না করেন কিংবা তার স্বামী জান্নাতী না হন, সে ক্ষেত্রে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলে সেখানে অনেক পুরুষ দেখতে পাবেন যারা বিবাহ করেনি।' অর্থাৎ তাদের কেউ তাকে বিবাহ করবেন'।[৭]

৩. বিবাহের পর মৃত্যুবরণকারীনী নারী :

যে নারী বিবাহের পর মারা গেছেন জান্নাতে তিনি সেই স্বামীরই হবেন যার কাছে থাকা অবস্থায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যে নারীর স্বামী মারা যাবে আর তিনি পরবর্তীতে আমৃত্যু বিবাহ করবেন না, তিনি জান্নাতে উক্ত স্বামীর সঙ্গেই থাকবেন। এ সম্পর্কে হাদীছ যা হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَكُونِى زَوْجَتِى فِى الْجَنَّةِ فَلاَ تَزَوَّجِى بَعْدِى فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِى الْجَنَّةِ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِى الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ حَرُمَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ لأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِى الْجَنَّةِ.

'যদি তোমাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসাবে থাকবে তবে আমার পর আর বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে নারী তার দুনিয়ার সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে থাকবেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের জন্য অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম করা হয়েছে। কেননা তাঁরা জান্নাতে তাঁরই স্ত্রী হিসেবে থাকবেন'।[৮]

৪ . স্বামী মৃত্যুর পর অন্যত্র বিবাহিত নারী :

যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে আর তিনি তার পরে অন্য কাউকে বিবাহ করেন, তাহ'লে তিনি যত বিবাহই করুন না কেন জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গী হবেন। কেননা, আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا 'মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর জন্যই থাকবে।[৯]

---

৪. ক্বিসমুল আক্বীদা ১৭/৩৫; মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলু ইবনু উছাইমীন ২/৩৮।
৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলু ইবনু উছাইমীন ২/৩৮।
৬. মুসলিম হা/২৮৩৪।
৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলু ইবনু উছাইমীন ২/৩৮।
৮. বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা/১৩৮০৩।
৯. ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯১; সিলসিলা ছহীহাহ ৩/২৭৫, হা/১২৮১।

দুনিয়ার স্বামীর চেয়ে উত্তম স্বামী :

জানাযার দো'আয় আমরা বলে থাকি, وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهَا 'আর তার স্বামীর পরিবর্তে তাকে আরো উত্তম স্বামী দান করুন'। এর আলোকে তিনি যদি বিবাহিতা হন তাহ'লে আমরা কিভাবে তার জন্য এ দো'আ করি? কেননা আমরা জানি, দুনিয়াতে তার স্বামী যিনি হবেন জান্নাতে তিনিই তার স্বামী থাকবেন? আর যদি তার বিবাহ না হয় তবে তার স্বামী কোথায়?

শায়খ ইবনুল উছায়মীনের ভাষায় এর জবাব হ'ল- 'যদি মহিলা বিবাহিতা না হন তবে দো'আর উদ্দেশ্য হবে 'তার জন্য বরাদ্দ পুরুষ'। আর যদি বিবাহিতা হন তবে তার জন্য আরো উত্তম স্বামীর উদ্দেশ হবে যা 'দুনিয়ার স্বামীর চেয়ে গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে উত্তম স্বামী'। কারণ, বদল দুই ধরনের। (১) সত্তার বদল। যেমন কেউ ছাগলের বিনিময়ে উট কিনল। (২) গুণের বদল। যেমন আপনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির কুফরকে ঈমানে বদলে দিয়েছেন। এখানে কিন্তু ব্যক্তি একইজন। পরিবর্তন কেবল তার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার বাণীতেও আমরা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তিনি বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ 'যেদিন এ যমীন ভিন্ন যমীনে রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। আয়াতে উল্লেখিত যমীন একই থাকবে। তবে তা কেবল প্রলম্বিত হয়ে যাবে। তেমনি আসমানও থাকবে সেটিই তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে'।[১০]

জান্নাতী নারীর সংখ্যা :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ঈদের ছালাতে খুৎবায় নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে নারী সমাজ! 'তোমরা ছাদাক্বাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন; কী কারণে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধির হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েয অবস্থায় তারা কি ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি'।[১১]

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِى الْجَنَّةِ النِّسَاءُ 'জান্নাতে সবচেয়ে কম অধিবাসী হবে নারী'।[১২]

অন্যদিকে আরেক ছহীহ হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতে দুনিয়াবাসীর স্ত্রী হবে তার দুনিয়ার স্ত্রী থেকে দু'জন। যেমন ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন,

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِى الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَلَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ-

বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা গর্ব প্রকাশ করে বলল, অথবা আলোচনা করতঃ বলল, জান্নাতে পুরুষ অধিক হবে, না নারী? একথা শ্রবণে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আবুল কাশেম (মুহাম্মাদ) (ছাঃ) কি বলেননি, 'ক্বিয়ামতের দিন যে প্রথম দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল; তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে আকাশে প্রজ্জলিত নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। যাদের গোশতের উপর দিয়েই তাদের পায়ের গোছার ভিতরের মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতে কোন অবিবাহিত থাকবে না'।[১৩] ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরো বলেন,

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ أَكْثَرُ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ-

ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কারা অধিক জান্নাতী হবে, এ বিষয়ে পুরুষ ও নারীগণ ঝগড়ায় লিপ্ত হ'ল। তারপর তারা এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আবুল কাশেম (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি ইবনু ও'আইনা বর্ণিত (পুর্বোক্ত) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন'।[১৪]

এ কারণে আলেমগণ এই হাদীছগুলো মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ নারীরা কি অধিকাংশ জান্নাতে নাকি জাহান্নামে যাবে? জান্নাতে নারীর সংখ্যা বেশী হবে না জাহান্নামে?

কোন কোন আলেম বলেছেন, নারীরা অধিকাংশে জান্নাতবাসী হবে। আবার জাহান্নামের অধিবাসীর অধিকাংশও হবে নারী। কেননা কাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন, (النِّسَاء أَكْثَر وَلَد آدَم) 'আদম সন্তানের মধ্যে অধিকাংশই নারী'।[১৫]

---

১০. লিকাআতুল বাবুল মাফতুহ ৩/২৫।
১১. বুখারী হা/৩০৪।
১২. মুসলিম হা/৭১১৮; আহমাদ হা/১৯৮৫০, ২০০০০।
১৩. মুসলিম হা/২৮৩৪ (৭৩২৫)।
১৪. মুসলিম হা/২৮৩৪ [৭৩২৬]।
১৫. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম ১৭/১৭২।

Contents

একদল বলেছেন, পূর্বোক্ত হাদীছগুলোর ভিত্তিতে বুঝা যায়, জাহান্নামের অধিবাসীদের সিংহভাগই হবে নারী। তেমনি ডাগর চোখবিশিষ্ট হূরদের যোগ করলে জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীও হবে নারী।

অন্য আরেক দল আলেম বলেছেন, হ্যাঁ শুরুতে নারীরাই হবেন জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরবর্তীতে মুসলিম নারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর জান্নাতে তারাই হবেন সংখ্যাগুরু।

‘হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী বেশী ছাদাক্বাহ কর। কেননা, আমি তোমাদের বেশি জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি।’ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار أما بعد خروجهن بالشفاعة والرحمة حتى لا يبقى فيها أحد من قال لا إله إلا الله فالنساء في الجنة أكثر– ‘হ’তে পারে জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশী হবার বিষয়টি তাদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বের কথা। যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে তারা সকলেই সুপারিশ লাভ ও আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির পর জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতে নারীর সংখ্যাই হবে বেশি’।[১৬]

সার কথা, নারীদের প্রত্যাশা ও আত্মবিশ্বাস রাখা উচিত যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবেন না।

জান্নাতী নারীর যৌবন :

নারীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, আল্লাহ তাঁদের যৌবন ফিরিয়ে দিবেন। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক আনছারী বৃদ্ধা নারী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করেন তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘জান্নাতে, তো কোন বৃদ্ধা মানুষ প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা বড়ই কষ্ট পেলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ যখন তাদের (বৃদ্ধাদের) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তিনি তাদের কুমারীতে রুপান্তরিত করে দিবেন’।[১৭]

এ সম্পর্কে অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَتْ عَجُوزٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا–

‘এক বৃদ্ধা নারী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার জন্য দো‘আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।’ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (রসিকতা করে) বললেন, ‘হে অমুকের মা তুমি কি জানো না জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মানুষ প্রবেশ করবে না’। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে উদ্যত হ’ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত লোকদের বললেন, ‘তাঁর নিকট যাও এবং বল যে, আল্লাহ তাঁকে বৃদ্ধা অবস্থায় নয় বরং যুবতী বানিয়ে জান্নাতে নিবেন। আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ‘আমি জান্নাতের নারীদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করবো, তাদেরকে কুমারী সমবয়সী যুবতী বানাবো *(ওয়াক্বিয়াহ ৫৬/৩৫-৩৬)*’।[১৮]

নারীদের জন্য জান্নাতকে সুশোভিত করা হয়েছে যেমন পুরুষদের জন্য একে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ‘যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহা অধিপতির নিকটে’ *(ক্বামার ৫৪/৫৪-৫৫)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী জাতির জান্নাতে যাওয়া সহজ উপায় বলে দিয়েছেন, যা যে কোন নারী পক্ষে সম্ভব। যেমন নারীরা নিম্মোক্ত ৪টি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পারলে তারা জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা অধিকার অর্জন করতে পারবে। হাদীছটি হ’ল, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

‘যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, আপন সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর’।[২০]

উপসংহার :

অতএব হে নারী সমাজ! অলসতায় সুযোগ হারাবেন না। কারণ এ নশ্বর জীবন আর কয় দিনের? এটা তো দেখতে দেখতেই বয়ে যাবে। আর এরপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল অনন্ত জীবন। সুতরাং জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবার চেষ্টা করুন। আর জেনে রাখুন, অতিরিক্ত কল্পনা ও প্রত্যাশা নয়; জান্নাতের মোহরানা হ’ল ঈমান ও আমল।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন সকল মুসলিম নর-নারীদের হেদায়াতের পথের পথিক বানিয়ে দেন ও প্রত্যেককে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করুন-আমীন!

[লেখক : নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর]

---

১৬. ফাইযুল ক্বাদীর, ১/৫৪৫, হা/১১১৭।
১৭. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৫৫৪৫।

১৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭।

Contents

ছালাতে আমীন বলা : একটি পর্যালোচনা

- আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : ছালাতে নীরবে আমীন নাকি সরবে আমীন। এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডার, বাহাছ-মুনাযারার শেষ নেই। এমনকি সরবে আমীন বলার কারণে মসজিদ ভাঙ্গা, মসজিদ হ'তে বের করে দেয়া, মারধর করা, সমাজে একঘরে করা ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক নির্যাতনও চালানো হয়। যা আদৌ কাম্য নয়। নিম্নে আমরা ছালাতে নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে সকল দলীল পেশ করা হয়, সেগুলির পর্যালোচনা উপস্থাপন করব। আশা করি সত্য পিয়াসী মুমিনদের জন্য প্রবন্ধটি সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ।

আমীন আস্তে বলার পক্ষে বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ :

নিম্নে আমীন আস্তে বলার পক্ষে যে সকল দলীলসমূহ পেশ করা হয়, তা বিবৃত হ'ল এবং তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হ'ল।

বর্ণনা-১ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ-

ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়লেন। যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলেন, তখন আমীন বলেন। আর আমীন বলার আওয়াযকে তিনি নিম্ন করলেন'।[১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি মুযত্বারিব।

(১) শায়েখ আলী যাঈ (রহঃ) একে মুযত্বারিব বলেছেন নিমাবীর বরাতে'।[২]

(২) মুসনাদে আহমাদের টীকাকারগণ বলেছেন, حديث صحيح دون قوله: وأخفى بها صوته، فقد أخطأ فيها شعبة 'তিনি আমীনের আওয়াযকে নিম্ন করলেন' কথাটি ব্যতীত হাদীছটি ছহীহ। শুবাহ এখানে ভুল করেছেন'।[৩]

(৩) ইমাম তিরমিযী বলেছেন, سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ 'আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এই ক্ষেত্রে শুবার চাইতে সুফিয়ানের হাদীছটি অধিক ছহীহ। আর শুবাহ এই হাদীছে একাধিক ভুল করেছেন'।[৪]

(৪) ত্বারহুছ তাছরীব গ্রন্থে আছে, وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ فَهِيَ خَطَأٌ 'তিনি তার শব্দকে নিম্ন করলেন' শুবার বর্ণিত এই হাদীছে থাকা অত্র বাক্যটি ভুল'।[৫] (৫) ইমাম শাওকানী বলেছেন, وَقَدْ أُعِلَّتْ بِاضْطِرَابٍ شُعْبَةَ فِي إِسْنَادِهَا وَمَتْنِهَا وَرَوَاهَا سُفْيَانُ وَلَمْ يَضْطَرِب فِي الْإِسْنَادِ وَلَا الْمَتْنِ শু'বার বর্ণিত এই হাদীছের মধ্যে ইযত্বিরাবের ত্রুটি ধরা হয়েছে। আর সুফিয়ান এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদ এবং মতনে কোন ইযত্বিরাব ঘটান নি'।[৬]

সুতরাং আস্তে আমীন বলা সম্পর্কে শু'বা বর্ণিত রেওয়ায়াত সুফিয়ান ছাওরীর জোরে আমীন বলার হাদীছের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণনা-২ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ، قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ-

সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দু'টি সাকতা (নীরবতা) স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) এটা অস্বীকার করলেন। তিনি বলেন, আমরা তো একটি সাকতা স্মরণ রেখেছি। পরে আমরা মদীনায় উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর নিকটে পত্র লিখলাম। তিনি উত্তর লিখে পাঠালেন যে, সামুরা সঠিক স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদাকে জিজ্ঞাস করলাম, ঐ দু'টি সাকতা কোথায় কোথায় ছিল? তিনি বলেন, যখন (ছাঃ) ছালাত শুরু করতেন। আর যখন ক্বিরাআত পাঠ সমাপ্ত করতেন। এরপর ক্বাতাদা বলেছেন, যখন 'ওয়ালদ-দ্বল্লীন' পাঠ শেষ করতেন। তিনি

১. আহমাদ হা/১৮৮৫৪; দলীলসহ নামায পৃ. ১৮৪-৮৫।
২. আল-ক্বওলুল মাতীন পৃ. ১০৫।
৩. অত্র হাদীছের টীকা দ্রঃ।
৪. তিরমিযী হা/২৪৮।
৫. ২/২৬৮।
৬. নায়লুল আওত্বার হা/৭০৪ এর ব্যাখ্যা ২/২৬০।

আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পসন্দ ছিল, যখন তিনি ক্বিরা'আত পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন'।[৭]

তাহক্বীক্ব : এখানে ক্বাতাদা নামক একজন প্রসিদ্ধ রাবী রয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তাদলীস করতেন। অতএব তাঁর এই বর্ণনাটি মুহাদ্দিছদের নিকট দুর্বল। তিনি ৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন'।[৮] তার সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য নিম্নরূপ-

(১) হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি হাফেয, ছিক্বাহ। কিন্তু মুদাল্লিস রাবী। আর তাকে ক্বাদরিয়া হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তা সত্ত্বেও আছহাবে ছিহাহ-গণ তার দ্বারা দলীল পেশ করতেন। বিশেষভাবে যখন তিনি বলতেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[৯]

(২) হাফেয আলাঈ বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي أحد المشهورين بالتدليس وهو أيضا يكثر من الإرسال عن مثل النعمان بن مقرن وسفينة ونحوهما 'ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ অন্যতম প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। তিনি প্রচুর পরিমাণে মুরসাল বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[১০]

(৩) আল-মুদাল্লিস গ্রন্থে আছে, قتادة بن دعامة السدوسي مشهور به أيضاً 'ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ তাদলীসের কারণেও প্রসিদ্ধ'।[১১]

(৪) আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে'।[১২]

(৫) ইবনু হাযার আসক্বালানী বলেছেন, قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره ক্বাতাদা বিন দি'আমাহ আস-সাদূসী আল-বছরী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ছাত্র। তিনি তার যামানার যুগশ্রেষ্ঠ হাফেয ছিলেন এবং তিনি তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ। নাসাঈ এবং অন্যরা তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করেছেন'।[১৩] (৬) শায়েখ আলী যাঈ (রহঃ) তার মুদাল্লিস রাবী হওয়ার বিষয়ে দলীলসমূহ পেশ করেছেন এবং স্বীয় পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন'।[১৪]

বর্ণনা-৩ :

حَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

সামুরা বিন জুনদুব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে এই মর্মে স্মরণ রেখেছেন যে, একটি সাকতা হ'ত তাকবীরে তাহরীমার পর, আরেকটি সাকতা হ'ত غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলার পর।[১৫]

তাহক্বীক্ব : এখানেও ক্বাতাদা (রহঃ) তাদলীস করেছেন।

বর্ণনা-৪ :

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا التَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-

উমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রব্বানা লাকাল হামদ'।[১৬]

তাহক্বীক্ব : এটা সনদবিহীন বর্ণনা। যদি বিদ্বান বর্ণনাটি হাসান বা ছহীহ সনদে পেশ করেন তবেই সেটি গ্রহণযোগ্য হবে।

বর্ণনা-৫ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا الِاسْتِعَاذَةُ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেছেন, ইমাম তিনটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন'।[১৭]

তাহক্বীক্ব : প্রথমত : এখানে পুরো সনদ নেই। দ্বিতীয়ত : এখানে ইবরাহীম নাখাঈ তাদলীস করেছেন। সুতরাং বর্ণনাটি দুর্বল। আর ইবরাহীম নাখঈ সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্য হ'ল-

(১) ইবনু হাযার বলেন, ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আন-নাখাঈ একজন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ। তিনি তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত, কূফার অধিবাসী। হাকেম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদলীস করতেন। আবূ হাতেম বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত তিনি কোন ছাহাবীকে পাননি। তবে তিনি তার হ'তে কিছু শ্রবণ করেননি। আর তিনি প্রচুর ইরসাল করতেন। বিশেষভাবে ইবনু মাসঊদ হ'তে। তিনি আনাস এবং অন্যদের হ'তে মুরসালরূপে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৮]

(২) 'আল-মুদাল্লিসীন', 'আল-মুগনী ফিয যুআফা' (জীবনী নং ২০৯), 'আত-তাবঈন লি-আসমাঈল মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ২), 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ১) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৭. সুনানু তিরমিযী হা/২৫১; আবূ দাঊদ হা/৭৮০; দলীলসহ নামায পৃঃ ১৯১; ইবনে মাজাহ হা/৮৪৪; ইবনু হিব্বান হা/১৮০৭; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩০৮০।

৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ১৩২।

৯. মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৬৮৬৪।

১০. জামেউত তাহছীল, রাবী নং ৬৩৩।

১১. আল-মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৪৯।

১২. রাবী নং ৫৭।

১৩. রাবী নং ৯২।

১৪. আল-ফাতহুল মুবীন পৃঃ ১১১, ক্রমিক ৯২।

১৫. আবূ দাঊদ হা/৭৭৯; দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ১৯২।

১৬. ইবনে হাযম আল-মুহাল্লা ২/২৮০; দলীলসহ নামায পৃ. ১৯৪।

১৭. ইবনু হাযম ঐ; দলীলসহ নামায পৃ.১৯৫।

১৮. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫।

(৩) হাফেয আলাঈ (রহঃ) লিখেছেন, كان يدلس وهو أيضا مكثر من الإرسال 'তিনি তাদলীস করতেন। এছাড়াও তিনি অত্যাধিক মুরসালকারী'।[১৯]

বর্ণনা-৬ :

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّأْمِين-

আবূ ওয়ায়েল (রহঃ) হ'তে বর্ণিত। ওমর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) বিসমিল্লাহ, আঊযুবিল্লাহ এবং আমীন স্বশব্দে পড়তেন না'।[২০]

তাহক্বীক্ব : এটা যঈফ বর্ণনা। আবূ সাঈদ মুদাল্লিস রাবী। যেমন-

(১) ইবনু হাযার (রহঃ) বলেছেন, سعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال من أتباع التابعين ضعيف مشهور بالتدليس وصفه به أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم- সাঈদ ইবনুল মারযুবান আবূ সাঈদ তাবে তাবেঈন। তিনি যঈফ রাবী। তাদলীসের জন্য প্রসিদ্ধ'।[২১] ইমাম আহমাদ, আবূ হাতেম, দারাকুৎনী প্রমুখ তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন।

(২) আল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থে আছে, أبو سعد متكلم فيه আবূ সাঈদ একজন সমালোচিত রাবী (জীবনী নং ৭৯)।

(৩) আত-তাবয়ীন গ্রন্থে আছে, سعيد بن المرزبان قال أبو زرعة صدوق يدلس ذكره الذهبي في ميزانه সাঈদ ইবনুল মারযুবানকে আবূ যুরআহ সত্যবাদী বলেছেন। তিনি তাদলীস করতেন। যাহাবী তাকে মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (জীবনী নং ২৪)। এছাড়াও 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে (জীবনী নং ৭১)।

বর্ণনা-৭ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِآمِينَ-

আবূ ওয়ায়েল বলেছেন, আলী ও ইবনু মাসঊদ বিসমিল্লাহ, আঊযুবিল্লাহ এবং আমীন স্বশব্দে পড়তেন না।[২২]

তাহক্বীক্ব : এখানেও উপরোক্ত আবূ সাঈদ বাক্কাল নামক মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন। স্বয়ং আব্দুল মতীন ছাহেব লিখেছেন, 'হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেছেন, তিনি ছিক্বাহ-মুদাল্লিস'।[২৩] তবে কথাটি তিনি আরবীতে লিখেছেন। এর বাংলা অনুবাদ তিনি করেননি।

বর্ণনা-৮ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ، وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-

হাম্মাদ ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম চারটি কথা নীরবে বলবে। বিসমিল্লাহ, আঊযুবিল্লাহ, আমীন এবং রব্বানা লাকাল হামদ'।[২৪]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান তাদলীস করেছেন এবং তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয়েছিলেন। ইবনু হাযার 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ৪৫) গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান ফক্বীহ, সত্যবাদী। তার কতিপয় ভ্রান্তি রয়েছে। তাকে মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ দেয়া হয়েছিল'।[২৫]

মাওলানা আব্দুল মতীন ছাহেব ইবনু আবী শায়বাহর উদ্ধৃতিও প্রদান করেছেন। হাদীছটির সনদ হ'ল- ثنا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ..... ।[২৬]

আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর। তিনি বলেছেন,... আমাদেরকে ওয়াকী হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী লায়লা হতে, তিনি হাকাম হতে, তিনি ইবরাহীম হতে'।

এখানে মুহাম্মাদ বিন আবী লায়লা নামক যঈফ রাবী আছেন। যার সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য হ'ল-

(১) আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, হাফেয যাহাবী তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে বলেছেন, তার হাদীছ হাসান স্তরের হয়ে থাকে। ছহীহ পর্যন্ত উন্নীত হয় না। কেননা তিনি মুতক্বিন (নিপুণতাসম্পন্ন) নন মুহাদ্দিছদের নিকটে'।[২৭]

(২) ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, سَأَلته عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى فَقَالَ مُضْطَرب الحَدِيث قَالَ أبي فقه بن أبي ليلى أحب إِلَيْنَا من حَدِيثه حَدِيثه فِيهِ اضْطِرَاب আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা সম্পর্কে। তিনি বলেন, তিনি মুযত্বারিবুল হাদীছ। আমার পিতা বলেন, ইবনু আবী লায়লার ফিক্বহ তার হাদীছের চাইতে আমার নিকটে অধিক পছন্দনীয়। (কারণ) তার হাদীছের মধ্যে ইযত্বিরাব আছে'।[২৮]

---

১৯. জামেউত তাহছীল, জীবনী নং ১৩।
২০. শারহু মাআনিল আছার হা/১২০৮; দলিলসহ নামায পৃ. ১৯৫।
২১. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৩৭।
২২. ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৯৩০৪; দলীলসহ নামায পৃ. ১৯৫।
২৩. পৃ. ১৯৫।
২৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/২৫৯৬; দলীলসহ নামায পৃঃ ১৯৬।
২৫. তাক্বরীবুত তাহযীব,জীবনী নং ১৫০০; আল-ফাতহুল মুবীন, পৃঃ ৬১; তাহরীরু তাক্বরীবিত তাহযীব ১/৩১৯।
২৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৮৮৪৮; দলীলসহ নামায পৃঃ ১৯৬।
২৭. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/১৯৪ -এর আলোচনা দ্রঃ।
২৮. আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, রাবী নং ৮৬২।

(৩) ইমাম ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা তার পিতা হ'তে হাদীছ শ্রবণ করেন নি'।[২৯] (৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা আবূ আব্দুর রহমান আনছারী কুফার বিচারক। শা'বী, আত্বা হ'তে (বর্ণনা করেছেন)।[৩০]

(৫) ইমাম ইজলী (রহঃ) তাকে ছিক্বাহ রাবী হিসাবে উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন'।[৩১]

(৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেছেন, তিনি বিচারক ছিলেন। শা'বী, আত্বা হ'তে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে ছাওরী এবং শুবাহ বর্ণনা করেছেন'।[৩২]

(৭) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেছেন, مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَاضِي الْكُوفَة أحد الْفُقَهَاء لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الْحَدِيث 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা কুফার বিচারক। অন্যতম ফক্বীহ। হাদীছের ব্যাপারে শক্তিশালী ছিলেন না'।[৩৩] (৮) ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাঁকে সমালোচিত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে সমালোচনামূলক উক্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন'।[৩৪]

(৯) ইবনু আদী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ইবনু আবী লায়লা যঈফ। এবং আত্বা হ'তে তার অধিকাংশ বর্ণনা ভুল'।[৩৫] (১০) 'তারীখু আসমাইয যু'আফা ওয়াল কাযযাবীন' গ্রন্থে আছে, ইবনু আবী লায়লা শক্তিশালী নন'।[৩৬]

(১১) ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) যঈফ এবং বর্জিত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার সম্পর্কে অসংখ্য সমালোচনামূলক উক্তি বর্ণনা করেছেন'।[৩৭]

(১২) হাফেয যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, তিনি মন্দ হিফযধারী। আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি সত্যবাদী স্তরের'।[৩৮]

(১৩) 'আল-মুগনী ফিয-যু'আফা' গ্রন্থে আছে, مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى القَاضِي صَدُوق إِمَام سيء الْحِفْظ وَقد وثق قَالَ شُعْبَة مَا رَأَيْت أَسْوَأ من حفظه وَقَالَ الْقطَّان سيء الْحِفْظ جدا وَقَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَدِيء الْحِفْظ كثير الْوَهم وَقَالَ أَبُو أَحْمد الْحَاكِم عَامَّة أَحَادِيثه مَقْلُوبَة তিনি ক্বাযী, সত্যবাদী ইমাম। মুখস্তশক্তিতে অতি দূর্বল ছিলেন। কেউ কেউ তাকে ছিক্বাহ বলেছেন। শুবাহ বলেছেন, তার চাইতে নিকৃষ্ট স্মৃতিধারী আর কাউকে দেখিনি। আল-ক্বাত্ত্বান বলেছেন, তিনি খুবই বাজে স্মৃতিধারী। ইবনু মাঈন বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। নাসাঈ এবং অন্যরা বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুৎনী বলেছেন, মন্দ হিফযধারী, অত্যধিক ভুলকারী। আহমাদ এবং হাকেম বলেছেন, তার অধিকাংশ হাদীছই উলট-পালটকৃত *(রাবী নং ৫৭২৩)*।

(১৪) হাফেয যাহাবী লিখেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা আল্লামাহ, ইমাম, কুফার মুফতী এবং বিচারক'।[৩৯] অতঃপর তিনি বলেছেন, তিনি ফিক্বহে আবূ হানীফার সদৃশ ছিলেন। আহমাদ বলেছেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইবনু আবী লায়লাকে যঈফ বলতেন (ঐ)। তারপর তিনি বলেছেন, ইজলী বলেছেন, তিনি ফক্বীহ, সুন্নাতধারী, সত্যবাদী, জায়েযুল হাদীছ ছিলেন। আর তিনি কুরআনের ক্বারী এবং এ সম্পর্কে আলেম ছিলেন'।[৪০] তার সম্পর্কে হাফেয যাহাবী আরো কিছু সমালোচনামূলক এবং প্রশংসাসূচক উক্তি বর্ণনা করেছেন।

(১৫) ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) তার সম্পর্কে সমালোচনামূলক উক্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি তার ফক্বীহ হওয়ার পক্ষেও ইমামদের কতিপয় উক্তি উল্লেখ করেছেন'।[৪১]

(১৬) 'বাহরুদ দাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তিনি অন্যতম ইমাম। আহমাদ বলেছেন, তিনি বাজে স্মৃতিধারী, মুযত্বারিবুল হাদীছ। তার ফিক্বহ আমার নিকটে অধিক প্রিয় তার হাদীছের চাইতে'।[৪২] (১৭) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, ইজলী বলেছেন, নাসাঈ এবং অন্যরা তাকে যঈফ বলেছেন এবং আহমাদ বলেছেন, তিনি বাজে হিফযের অধিকারী। মুযত্বারিবুল হাদীছ। তিনি ফক্বীহ, সুন্নাতধারী, সত্যবাদী, জায়েযুল হাদীছ ছিলেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে মারা গিয়েছেন'।[৪৩]

(১৮) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৪৪] (১৯) ইমাম আলবানী (রহঃ) 'যঈফুল ইসনাদ' বলেছেন'।[৪৫] (২০) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেছেন, তিনি যঈফুল হাদীছ। বাজে স্মৃতির অধিকারী'।[৪৬]

সুতরাং এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণনা-৯ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} سَكَتَ هُنَيْهَةً–

---

২৯. ইবনু আবী হাতেম, আল-মারাসীল, জীবনী নং ৬৭১।
৩০. আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৪৮০।
৩১. আছ-ছিক্বাত, জীবনী নং ১৪৭৬।
৩২. আল-কুনা ওয়াল আসমা, রাবী নং ২০৪৫।
৩৩. আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫২৫।
৩৪. আল-কামিল, জীবনী নং ১৬৬৩।
৩৫. আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৯২১।
৩৬. রাবী নং ৫৮০।
৩৭. আয-যুআফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৩০৭২।
৩৮. আল-কাশিফ, জীবনী নং ৫০০০।
৩৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ৯৬৪।
৪০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, রাবী নং ৯৬৪।
৪১. তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫০৩।
৪২. রাবী নং ৯১৫।।
৪৩. ত্বাবাক্বাতুল হুফ্ফায, রাবী নং ১৫৮।
৪৪. আনওয়ারুছ ছহীফা, যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪।
৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪।
৪৬. সুনানে দারাকুৎনী হা/৯৩৬।

মুগীরা বলেছেন, ইবরাহীম নাখঈ তাকবীর দিয়ে কিছু সময় নীরব থাকতেন। আবার যখন *গইরিল মাগযূবী আলাইহিম ওলায য-ল্লীন* পড়তেন তখনও কিছু সময় নীরব থাকতেন।[৪৭]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ।

প্রথমত : ইবরাহীম নাখঈর আমল বা ফৎওয়া স্বতন্ত্রভাবে দলীল নয়।

দ্বিতীয়ত : এখানে হুশাইম নামক মুদাল্লিস রাবী আছেন। ইবনু হাযার বলেছেন, হুশাইম বিন বাশীর আল-ওয়াসিত্বী তাবে তাবেঈনদের অন্যতম। তিনি তাদলীসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিক্বাহ হওয়া সত্ত্বেও'।[৪৮]

তৃতীয়ত : হুশাইমের উস্তাদ মুগীরাও মুদাল্লিস রাবী। ইবনু হাযার বলেছেন, মুগীরাহ বিন মিক্বসাম আয-যব্বী আল-কূফী হলেন ইবরাহীম নাখঈর ছাত্র। তিনি ছিক্বাহ, প্রসিদ্ধ। নাসাঈ তাকে তাদলীসের অভিযোগ অভিযুক্ত করেছেন'।[৪৯]

বর্ণনা-১০ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"

আমি দেখলাম রাসূল (ছাঃ) ছালাত শুরু করলেন। তিনি যখন সূরা ফাতেহা শেষ করলেন, তখন তিনবার আমীন বলেন।[৫০]

তাহক্বীক্ব : সনদ যঈফ। এখানে আ'মাশ এবং আবূ ইসহাক্ব নামী দু'জন মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন যারা তাদলীস করেছেন।

রাবী-১ : আ'মাশ তাদলীস করেছেন। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছদের সাক্ষ্য তুলে ধরা হ'ল-

(১) হাফেয ইবনু আব্দুল বার্র (রাঃ) লিখেছেন, وَقَالُوا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيسُ الْأَعْمَشِ এবং তারা বলেছেন, আ'মাশের তাদলীস গ্রহণ করা হয় না'।[৫১] (২) ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) লিখেছেন, وَلَعَلَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ حَبِيبٍ এবং সম্ভবত আ'মাশ হাবীব হ'তে এটি তাদলীস করেছেন'।[৫২] (৩) ইমাম আবূ হাতেম (রহঃ) বলেছেন, الأعمشُ ربَّما دَلَّس আ'মাশ কদাচিৎ তাদলীস করতেন'।[৫৩]

(৪) 'যিকরুল মুদাদিল্লিসীন' গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে'।[৫৪]

(৫) হাফেয যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, সুলায়মান বিন মিহরান আমাশ অন্যতম ছিক্বাহ ইমাম। তাকে ছোট তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তারা (মুহাদ্দিছগণ) স্রেফ তাদলীসের কারণে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন'।[৫৫] অতঃপর তিনি লিখেছেন, قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به আমি বলেছি, তিনি তাদলীস করতেন এবং কখনো কখানো অজ্ঞাতসারে যঈফ রাবী হ'তে তাদলীস করতেন (ঐ)।

(৬) হাফেয আলাঈ (রহঃ) বলেছেন, এই আ'মাশ তাবেঈনদেন অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি তাকে হাসান বিন উমারাহ হ'তে তাদলীস করতে দেখেছ'।[৫৬]

(৭) ইবনুল ইরাক্বী (রহঃ) তাকে 'আল-মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, سليمان الأعمش مشهور بالتدليس أيضاً সুলায়মান আ'মাশও তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[৫৭]

(৮) হাফেয বুরহানুদ্দীন আল-হালবী (রহঃ) লিখেছেন, سليمان بن مهران الأعمش مشهور به সুলায়মান বিন মিহরান আল-আ'মাশ তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[৫৮]

(৯) ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) লিখেছেন, سليمان بن مهران الاعمش محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم সুলায়মান বিন মিহরান কূফার মুহাদ্দিছ এবং সেখানকার ক্বারী এবং তিনি তাদলীস করতেন। কারাবীসী, নাসাঈ এবং দারাকুৎনী ইত্যাদি (বিদ্বানগণ) তাকে মুদাল্লিসের সাথে উল্লেখ করেছেন'।[৫৯]

(১০) হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহেমাহুল্লাহ তাঁকে 'প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস' বলেছেন'।[৬০]

(১১) হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, সুলায়মান আ'মাশ তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[৬১]

(১২) ইবনুল কাত্তান বলেছেন, فَإِنَّهُ مُدَلِّس নিশ্চয়ই তিনি মুদাল্লিস'।[৬২]

সুতরাং সারাংশ হ'ল, আমাশ একজন ছিক্বাহ এবং মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ যইফ হয়ে থাকে।

---

৪৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৮৪১; দলীলসহ নামায পৃ. ১৯৬।
৪৮. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১১১; আল-ফাতহুল মুবীন পৃ. ১৩০, ১৩১।
৪৯. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১০৭; আল-ফাতহুল মুবীন পৃ. ১২৬।
৫০. ত্বাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৩৮; দলিলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ১৯৭।
৫১. আত-তামহীদ ১/৩০।
৫২. আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ, মাসআলা-১৮৮৮।
৫৩. ইবনু আবী হাতেম, ইলালুল হাদীছ হা/৯।
৫৪. মুলহাক্ব পৃ. ১২৫।
৫৫. মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ৩৫১৭।
৫৬. জামে'উত তাহছীল ১/১০১।
৫৭. মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ৩৫১৭।
৫৮. আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩০।
৫৯. ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৫।
৬০. বিস্তারিত দ্রঃ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/২৬৭-২৭২।
৬১. আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২১।
৬২. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম হা/৪৪১।

আব্দুল মতীন ছাহেব স্বয়ং লিখেছেন, 'আর স্বীকৃত কথা যে, মুদাল্লিস রাবী যদি عن (হ'তে বা থেকে) শব্দ যোগে বর্ণনা করেন, তবে সেটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বলে বিবেচিত হয় না (পৃঃ ৮৭)'।

রাবী-২ : আবূ ইসহাক্ব সম্পর্কে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ-

অপর রাবী আবূ ইসহাক্ব একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। তিনি মুদাল্লিস রাবী হিসাবে অনেকেই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যেমন 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে যে, كثير التدليس ويعرف بالإمام তিনি অত্যাধিক তাদলীসকারী এবং ইমাম হিসাবে পরিচিত (রাবী নং ৪৫)। ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁকে স্বীয় 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (রাবী নং ৯১)। 'যিকরুল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ৯), 'আল-মুদাল্লিসীন' প্রভৃতি বইয়ে তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (রাবী নং ৪৭)।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৬৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, الثانية: أبو إسحاق السبيعي، ثقة ولكنه على اختلاطه مدلس দ্বিতীয়ত, আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ ছিকাহ। কিন্তু তিনি তার ইখতিলাত্বের সময় মুদাল্লিস'।[৬৪]

স্মর্তব্য যে, একজন রাবী নির্ভরযোগ্য হওয়ার সাথে সাথে মুদাল্লিসও হ'তে পারেন। অতএব এই রেওয়ায়াতটি 'মুআনআন' যা যঈফ। 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' গ্রন্থে আবূ ইসহাক্ব সম্পর্কে কিছু না বলে সত্য গোপন করা হয়েছে।

রাবী-৩ : আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল তার পিতা হ'তে শ্রবণ করেননি। তাই এটার সনদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে।

বর্ণনা-১১ :

عَنْ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا-

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম ফেরানোর সময় আমি তার ডান গাল এবং বাম গাল দেখেছি। আর তিনি *গইরিল মাগযূবী আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন* পড়ার পর লম্বা আওয়াযে আমীন বলেন। আমার মনে হ'ল আমাদেরকে শেখানোর জন্যই তিনি এমন করেছিলেন'।[৬৫]

তাহক্বীক্ব : প্রখ্যাত দেওবন্দী উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মতীন একে যঈফ বলেছেন'।[৬৬]

দূলাবী সম্পর্কে ইয়াহইয়া মুআল্লিমী বলেছেন, الدولابي حافظ حنفي فيه مقال 'দূলাবী হাদীছের হাফেয। হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাকে নিয়ে সমালোচনা রয়েছে'।[৬৭]

বর্ণনা-১২ : সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, 'যখন তুমি সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে'।[৬৮]

তাহক্বীক্ব : এটি সনদবিহীন উক্তি। অতএব প্রত্যাখ্যাত।

বর্ণনা-১৩ :

وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبى وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك-

ইবনু মাসঊদ, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, ইবরাহীম তায়মী প্রমুখ হ'তে বর্ণিত আছে যে, তারা আমীন আস্তে বলতেন। সঠিক হ'ল, আমীন জোরে এবং আস্তে উভয়ভাবে বলা ছহীহ। এবং দু'টি পন্থা অনুযায়ী আলেমদের একটি জামা'আত আমল করেছেন। যদিও আমি (বর্ণনাকারী) আমীন আস্তে বলাই পসন্দ করি। কারণ অধিকাংশ ছাহাবী এবং তাবেঈ আস্তে আমীন বলার আমলের উপর ছিলেন'।[৬৯]

তাহক্বীক্ব : (১) দু'টি গ্রন্থ থেকে এর উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। ১. আল-জাওহারুন নাক্বী। ২. ইমাম ইবনু বাত্তালের শারহুল বুখারী। গ্রন্থদ্বয়ে এটা বিনা সনদে উল্লেখ হয়েছে। (২) ইবনু বাত্তালের মৃত্যু সন হ'ল ৪৪৯ হিজরীতে। পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) ৩১০ হিজরীতে মারা গিয়েছেন। অতএব ইবনু বাত্তালের পক্ষ হ'তে ইবনু জারীরের কোন উক্তি পেশ করতে গেলে সেটার সনদ দেখাতে হবে। অথবা ইবনু জারীরের স্বহস্তে রচিত বা তার কোন ছিক্বাহ ছাত্র কর্তৃক রচিত গ্রন্থ দেখাতে হবে। (৩) এটা ছীগায়ে তামরীয তথা দুর্বলতাবাচক শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

অতএব বর্ণনাটি শক্তিশালী হাদীছসমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, ছালাতে নিরবে আমীন বলা সংক্রান্ত হাদীছগুলো দুর্বল ও মুহাদ্দিছগণের নিকট অগ্রহণীয়, আমলযোগ্য নয়। এর বিপরীতে ছালাতে জোরে আমীন বলার দলীলসমূহ বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে অধিক শক্তিশালী ও আমলযোগ্য। আর দুর্বল বা অশুদ্ধ হাদীছের পরিবর্তে বিশুদ্ধ হাদীছই হ'ল মুমিন জীবনের উৎকৃষ্ট পাথেয়।

---

৬৩. ছহীহাহ হা/১৭০।
৬৪. ঐ, হা/২০৩৫।
৬৫. দূলাবী, আল-কুনা ওয়াল আসমা ক্রমিক ১০১৯০; দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃ. ১৯৮।
৬৬. দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ১৯৮।
৬৭. আত-তানকীল ২/৬১৯।
৬৮. দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ১৯৯।
৬৯. আল-জাওহারুন নাক্বী ২/৫৮; দলীলসহ নামায পৃ. ১৮৩।

Contents

সাক্ষাৎকার : রাহুল হোসাইন

*[রাহুল হোসাইন ওরফে রূহুল আমীন (২৬) ভারতের মুর্শিদাবাদের অধিবাসী একজন তরুণ ইসলাম প্রচারক। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে তুলনামূলক বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। দ্বীনের খাদেম হিসাবে এই তরুণ এগিয়ে যেতে চান আরও অনেক দূর। সম্প্রতি রাজশাহী সফরে এলে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তার এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন তাওহীদের ডাক-এর সহকারী সম্পাদক **মুখতারুল ইসলাম**। সাক্ষাৎকারটি অনুলিখিত আকারে সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্য পত্রস্থ হ'ল-সম্পাদক]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্মস্থান ও পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই। আপনি কি হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছিলেন?

রাহুল হোসাইন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ যেলার জলঙ্গী গ্রামে ১৯৯২ সালে আমার জন্ম। আমার আব্বার নাম বেলায়েত হুসাইন ও মায়ের নাম রহীমা বিবি। আমরা দুই ভাই ও দুই বোন। আমার ছোট ভাইয়ের নাম আব্দুর রাজ্জাক (রাজা) সঊদী আরবে থাকে। আর পরিবারে আমি তৃতীয়। মূলতঃ আমি মুসলিম পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার আব্বা ইতিপূর্বে হিন্দু ছিলেন। তার নাম ছিল বিমল দাস। পরে আমার মায়ের সাথে বিবাহের পূর্বে ১৯৭৮ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনা, বেড়ে উঠা ও দ্বীনের পথে ফিরে আসার পেছনের গল্পটা কী?

রাহুল হোসাইন : আমার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি মূলত গ্রামের প্রাইমারী স্কুল ও হাই স্কুলে। এরপর আমি ২০১৬ সালে নদীয়া যেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক (বিএ) সম্পন্ন করি। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান ব্রেলভী আক্বীদার। নব্বই শতাংশ হিন্দুর দেশ ভারতে অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা-আমলের সাথে হিন্দু সংস্কৃতি আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। তারা পূজাতে অঞ্জলী বা চাঁদা দেয়, সকলে মিলে পূজামণ্ডপে যায়, প্রসাদ খায়, পূজা উদযাপনে এমন কোন কাজ নাই যা মুসলমানরা করে না। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এটাই হ'ল মূলমন্ত্র। যেন একটা শান্তিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে বসবাস। আমার পরিবারেও ইসলামের কোন চর্চা ছিল না। আমি নিজেও কখনও ঈদ ছাড়া ছালাত আদায় করিনি। মজার ব্যাপার হ'ল ২০১১ সালের দিকে আমি তখন হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। পূজার প্রসাদ নিয়ে বাঁধল গোলমাল। আমরা সকলেই সকাল ৯টা থেকে প্রসাদ খাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু সিরিয়াল পেতে আমাদের বেশ দেরী হচ্ছিল। আমরা সকল বন্ধুরা মিলে হৈচৈ শুরু করে দিলাম। কেননা আমরা অর্থাৎ মুসলিম বন্ধুরাও হিন্দুদের স্কুলে পূজার চাঁদা পুরোপুরি দিয়েছিলাম। আমাদের অধিকারটা মোটেও কম ছিলনা। আর আমার ব্যাপারটা আরো একটু ভিন্ন। কেননা আমার পিতা হিন্দু পরিবারের সদস্য ছিল বিধায় মাসী, পিশী সকলেই হিন্দু। ফলে আমরা মুসলমানরা রাগ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আগামীতে আমরা মীলাদ দেব। আর সরস্বতী পূজার পরিবর্তে জালসা করব। ২০১২ সালে যখন আমার মনে এমন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তখনই ডাঃ যাকির নায়েক সম্পর্কে আমার জানাশোনা হয়। আমি তাঁর 'কুরআন এণ্ড মডার্ন সায়েন্স' বক্তব্যটি শুনি। পরবর্তীতে তাঁর অন্যান্য প্রায় সকল বক্তব্য শুনেছি। তাঁর মাধ্যমেই আমি ধর্মের প্রতি উৎসাহিত হই এবং মনে মনে দাওয়াতের বীজ বপন করতে শুরু করি। বক্তব্য প্রদানের অভ্যাস স্কুলজীবন থেকেই ছিল। ফলে সাহস করে একদিন কলেজের এক অনুষ্ঠানে 'কনসেপ্ট অফ গড' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করি। যেখানে অধিকাংশ শ্রোতাই ছিল হিন্দু। আমার বক্তব্যে বেশ সাড়া পড়ল। এতে স্কুলে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বাঁধার ভয়ে কর্তৃপক্ষ পূজা ও ধর্মীয় জলসা/বক্তৃতা সবই বন্ধ করে দিল। কেননা ভারতে আইন আছে যে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোন ধর্ম চর্চা নিষিদ্ধ। ফলে তখন থেকে ঐ স্কুলে পূজার কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে গেল। এই সফলতার সূত্র ধরে আমি দ্বীনের খেদমতে আরও আগ্রহী হই এবং ব্যাপকভাবে পড়াশোনা শুরু করি।

তাওহীদের ডাক : আপনার নাম রাহুল হোসাইন আবার রূহুল আমীন দেখি। ব্যাপারটা আসলে কি?

রাহুল হোসাইন : সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার নাম রাহুল হোসাইন। আমার জাতীয় পরিচয়পত্র ও পার্সপোর্টেও এই নাম রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী আমার নাম রূহুল আমীন রাখেন। এজন্য আমি দু'টি নামই ব্যবহার করি।

Contents

তাওহীদের ডাক : আপনার নামের সাথে 'ব্রাদার' লক্বব কেন?

রাহুল হোসাইন : আসলে সত্য বলতে 'ব্রাদার' লক্বটি ইন্ডিয়াতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমার মতই জেনারেল শিক্ষিত যারা ডা. জাকির নায়েকের ধর্মপ্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন তারা অনেকেই 'ব্রাদার' লকব ব্যবহার করেন। মাদরাসার প্রথাগত শিক্ষালাভ না করা এমন প্রায় দশজন দাঈ ভাই ভারতে রয়েছেন। যেমন- হায়দারাবাদে আছেন ব্রাদার ইমরান, কেরালায় ব্রাদার এম এন আকবার। আবার ব্রাদার সিরাজুর রহমান ও ব্রাদার শাফী রয়েছেন যারা যথাক্রমে তেলেগু ও মালালায়ম ভাষায় কাজ করেন। এছাড়া আরও রয়েছেন ব্রাদার নাছিরুদ্দীন ইবনু মঈনুদ্দীন, এ্যাডভোকেট ফায়েয সাহেব প্রমুখ। আমি তাদের অনুসরণ করি মাত্র।

তাওহীদের ডাক : আপনি পাবলিক লেকচার কবে থেকে শুরু করলেন?

রাহুল হোসাইন : ২০১৫ সালে মূলত আমার পাবলিক লেকচার শুরু। সে বছরেই সাতাশটি প্রোগ্রামে বক্তব্য দিই। তখন হিন্দুধর্ম সম্পর্কেই বক্তব্য দিতাম কিন্তু শিরক-বিদ'আত বুঝতাম না। এমনকি বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও আমার হাতে তাবীজ ছিল। তখন এইটুকু বুঝতাম যে কেবল মূর্তিপূজা হ'ল শিরক।

তাওহীদের ডাক : আপনি মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত নন। তবুও ধর্মীয় বিষয়ে আপনি পুরোদমে আলোচনা রাখেন? এটা কিভাবে শুরু করলেন?

রাহুল হোসাইন : আসলে আমি হিন্দুদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা করার জন্য তাদের গ্রন্থগুলো পড়তাম। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করি বিপদে পড়ে। বিশেষ করে ধর্ম পালনে আমি ডা. জাকির নায়েকের অনুসরণ করতাম। যখন তিনি বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে আবু দাউদের ৭৫৯ নং হাদীছটি পেশ করেন ও নাভীর নীচে হাত বাঁধার যঈফ হাদীছটির ব্যাখ্যা করে দেন, তখন কিছু না বুঝেই আমি সেটার ওপর আমল শুরু করি। তখন মসজিদের মুছল্লীরা আমাকে তিরস্কার করে বলতে থাকল যে, ডা. জাকির নায়েক তো ফারায়েযী, ওহাবী। তখন আমার মনে দাগ কাটে যে, এগুলো আবার কি? তারপর থেকে ইন্টারনেট ভিত্তিক কুরআন ও হাদীছ পড়া শুরু করি। এসময় ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যগুলো থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হই। অতঃপর ২০১৪ সালে হঠাৎ করেই দেওবন্দী আক্বীদার উপর একটা সিডি পেলাম, যার আলোচক ছিলেন শায়খ মতিউর রহমান মাদানী। এভাবে আমার ইসলাম সম্পর্কে জানার দরজা খুলে যায়। অবশেষে মাযহাবী মুসলমান ভাইদের অপপ্রচারের মুকাবিলায় তাদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা শুরু করতে বাধ্য হই। এভাবেই ধর্মীয় বিষয়ে আমার পড়াশোনা আরম্ভ হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনি সংস্কৃত ভাষায় অনেক শ্লোক বলেন। আপনি কি সংস্কৃত ভাষা শিখেছেন?

রাহুল হোসাইন : আমাদের ভারতে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে সংস্কৃত পড়ানো হয়। সেখান থেকেই মূলত আমার সংস্কৃত শেখা। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলো আমি গীতা বা বেদের প্রকৃত ছন্দে ও আবৃতিতে পড়ে থাকি যা আমি ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিখেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনাকে বক্তব্যে নিয়মিত রেফারেন্স দিতে দেখা যায়। এর জন্য বিশেষ কোন চর্চা করেন নাকি?

রাহুল হোসাইন : আমি যখন কোন বই পড়ি তখন খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলো তখনই আত্মস্থ করে নিই। আর পড়ার সময় আমি লাল ও নীল কালি ব্যবহার করি এবং প্রয়োজনীয় স্থানগুলো চিহ্নিত করে রাখি। তাছাড়া পড়ার পর পঠিত বইয়ের শুরুতে বইয়ের নির্বাচিত অংশগুলি সম্পর্কে লিখে ফেলি। এতে আমার মুখস্ত রাখা সহজ হয়। তাছাড়া নিয়মিত অনুশীলনের কারণে আমি কোন কিছু মুখস্ত করলে সহজে ভুলিনা, আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : আপনি কতগুলো ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন?

রাহুল হোসাইন : আমি হিন্দু ধর্মের চার খানা বেদ, আঠারটি উপনিষদ, আঠারটি পুরাণ পড়েছি। এছাড়া মনুসংহিতা, যা আমাদের ফিকহ গ্রন্থের মত এবং গীতার প্রায় পয়ত্রিশখানা ব্যাখ্যা পড়েছি, যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। সেই সাথে খৃষ্টানদের বাইবেলও পড়েছি। সত্য বলতে কি, কুরআন পড়ার আগে আমি হিন্দু ও খিস্টানদের ধর্মগ্রন্থই প্রথমে পড়েছি। আমি জানতাম না যে বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ আছে। পরে আমার বন্ধু ইখলাছুদ্দীন আমাকে সর্বপ্রথম বাংলা কুরআন পড়তে দেয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার ফোন বিতর্কের ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

রাহুল হোসাইন : আসলে একটা ঘটনার সূত্র ধরে আমার এই পথে আসা। আমাদের এলাকার জনৈক দেওবন্দী মাওলানা কামারুযযামান আমাদের ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ডোমকলে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন জালসায় তিনি আমাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং আমাদের হেনস্থা করতে চান। বিশেষ করে আমাকে তারা টার্গেটে পরিণত করেন। তারা আমার সাথে সরাসরি বসতে চাইনেন না। ফলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমি ফোন বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করি। সেই মাওলানা এবং আমার মধ্যকার ফোন বিতর্কটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সবাই সত্যটা জানতে পারে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে ফোন বিতর্কে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের অনেক আলেমের সাথেও

আমার ফোন বিতর্ক হয়েছে যেমন লুৎফর রহমান ফরায়েযী, রেযওয়ান রফিকী বা আরো অনেক আলেমের সাথে যা ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। এছাড়া নাস্তিক মুফাস্সিল ইসলাম, আসিফ মুহীউদ্দীন, আব্দুল্লাহ মাসউদের সাথেও আমার ফোনে বিতর্ক হয়েছে এবং তাতে যথেষ্ট সফলতাও অর্জিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : কোন ফোন বির্তক ইন্টারনেটে ছাড়ার আগে প্রতিপক্ষের অনুমতি নেন? না নিলে এটা নৈতিকভাবে কতটা সঠিক?

রাহুল হোসাইন : প্রথমবার আমি নিজে থেকে ফোন বিতর্ক ইন্টারনেটে ছাড়িনি। কে বা কারা প্রথমে এটা ছেড়েছে, আমি জানি না। তবে পরবর্তীতে যখন এটা জনপ্রিয় হয়, তখন আমি নিজের পক্ষ থেকেও ইন্টারনেটে দিয়ে থাকি। আর অনুমতি না নিলেও আমি মনে করি শরী'আতের স্বার্থে এটি মানুষকে জানানো প্রয়োজন। কেননা আমি প্রতিপক্ষের কোন আলেমকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। আমি শুধু তার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ ফোন বিতর্ক যখন চারিদিকে ভাইরাল হয়ে যায় তখন আমি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের আহলেহাদীছ আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীকে প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে পরিস্থিতির বিবেচনায় অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন?

রাহুল হোসাইন : বাংলাদেশে প্রথম ২০১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রোগ্রাম এসেছিলাম মাদারীপুর। কিন্তু প্রোগ্রামটি হয় নাই। অতঃপর ঢাকার সুরিটোলা আহলেহাদীছ মসজিদে 'গুলু ফিদ দ্বীন' বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তব্য দেই।

তাওহীদের ডাক : এবারে একজন বিতর্কিক হিসাবে চলমান কিছু বিতর্ক প্রসঙ্গে আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা। যেমন ছালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাতের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

রাহুল হোসেন : যেহেতু আমি আহলেহাদীছ। অতএব আমার মানহাজ আহলেহাদীছদের থেকে ভিন্ন নয়। সম্মিলিত দো'আর ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় আমার সাথে মুনাযারা হয়। আমি কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল দেওয়ার পূর্বে বিরোধীদের বই দিয়েই তাদের জবাব দেই। যেমন ইমাম আবু হানীফা সহ চার ইমামের কোন ইমাম সম্মিলিত মুনাজাত বা দো'আ জায়েয বলেননি। এমনকি ফাতাওয়া আলমগীরীতে ষাট হাযার ফৎওয়ার মধ্যেও এ বিষয়ে কোন দলীল পাবেন না। জায়েয হলে অবশ্যই বিষয়টি তাতে থাকত। এমনকি প্রখ্যাত হানাফী পণ্ডিত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী এটিকে নাজায়েয বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়ে বিরোধীদেরই বিতর্কের সুযোগ নেই।

তাওহীদের ডাক : সালাফী মানহাজ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

রাহুল হোসাইন : আক্বীদার বিষয়ে বলতে গেলে সালাফী মানহাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে সৃষ্ট সমস্ত মত ও মাযহাব বাতিল। যেমন ব্রেলভী বা দেওবন্দী আক্বীদা যদি সঠিক হত তাহলে মাওলানা সাহারানপুরীকে 'আল-মুহান্নাদ ওয়াল মুফান্নাদ' লিখতে হত না। কেননা অত্র বইটিতে তাদের বিখ্যাত ৬৪ জন মুফতীর সমর্থনে দেওবন্দী আক্বীদাকে যাহির করা হয়েছে। কিন্তু 'আল-মুহান্নাদ ওয়াল মুফান্নাদ'-এর পূর্বে তাদের আক্বীদার উপরে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নেই। কিন্তু সালাফী আক্বীদার উপরে সালাফদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে। যেমন ইমাম খুযায়মার 'আত-তাওহীদ' আছে। জাহামিয়াদের বিপক্ষে 'কিতাবুত তাওহীদ' ছহীহ বুখারীতে মওজুদ আছে। অতএব এগুলো প্রমাণ করে যে, সালাফরা আক্বীদার বিষয়গুলোকে আগে থেকেই পরিস্কার করে রেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী নাকি মাটির তৈরী, তিনি ইলমে গায়েব জানেন ও সর্বত্র হাযির নাযির ইত্যাদি বিষয়গুলো সাম্প্রতিক ইংরেজ আমলে তৈরী। যদি তাই না হ'ত তাহ'লে অবশ্যই পূর্ববর্তী সালাফগণ এবিষয়ে কলম ধরতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। অতএব সালাফে ছালেহীনের মানহাজ তথা মানহাজে আহলেহাদীছ যে সত্যসেবী মানহাজ, তাতে সামান্যতম সংশয়ের অবকাশ নেই।

তাওহীদের ডাক : নিজেকে আহলেহাদীছ বলতে বা দাবী করতে আপনার কোন আপত্তি আছে?

রাহুল হোসাইন : না, বরং আমি সবসময়ই নিজেকে আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। আর এ বিষয়ে আমি বইও লিখেছি 'আহলেহাদীছ ও হানাফী মাযহাব : ইখতিলাফ নিরসন' শিরোনামে। অনেক হানাফী ভাই বলেন, আহলেহাদীছ বলতে শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণদের বুঝানো হয়েছে, আমজনতাকে নয়। আর আহলেহাদীছরা ইংরেজদের আমলে সৃষ্ট আর ইংরেজদের পূর্বে এদের অস্তিত্ব ছিলনা। এর উত্তরে এটাই বলতে হয় যে, আহলেহাদীছ মূলত দু'শ্রেণীর লোককে বুঝানো হয়। একটি হ'ল 'আলিম ফিল হাদীছ' ও 'আমিল ফিল হাদীছ'। আলিম ফিল হাদীছ বলতে ইমাম বুখারী সহ সকল মুহাদ্দিছ। আর আমিল ফিল হাদীছ বলতে সকল আম জনতা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাদীছের উপর আমল করে। হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল মতীনসহ অনেক এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তাহ'লে এ বিষয়ে তারাই স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। এবার আসুন দেখি, দেওবন্দী হানাফী কারা? দেওবন্দী হানাফী আলেম লুৎফর রহমান ফরায়েযী দেওবন্দে পড়াশোনা করেছেন? উত্তর–না। তাহলে তিনি কিভাবে নিজেকে দেওবন্দী বলে দাবী করেন। এজন্য যে, তিনি দেওবন্দী আক্বীদার অনুসারী।

অতএব একই দৃষ্টিতে হাদীছের অনুসারী সকল আমজনতাও আহলেহাদীছ। এবার আসুন দেখি কারা ইংরেজদের আমলে সৃষ্ট? ১৮৬৬ সালের পূর্বে পৃথিবীতে দেওবন্দী বলে কিছু ছিল না, যেমনভাবে আদম (আঃ)-এর পূর্বে কোন মানুষ ছিল না। আর ১৮৬৬ সাল হ'ল ইংরেজদের আমল। অর্থাৎ দেওবন্দীদেরই সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজদের আমলে। অন্যদিকে ইবনে কাছীর (রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, হাদীছে মুক্তিপ্রাপ্ত ও বিজয়ী দল হিসাবে যাদেরকে বলা হয়েছে তারাই হ'ল আহলেহাদীছ। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সকল ছাহাবীরাও আহলেহাদীছ ছিলেন। অর্থাৎ আহলেহাদীছদের সৃষ্টি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকেই।

তাওহীদের ডাক : যারা মুসলিম সমাজে বসে নিজেদের পরিচয় 'মুসলিম' প্রদান করে, তাদেরকে আপনি কিভাবে রদ করবেন?

রাহুল হোসাইন : সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। আল্লাহ মুসলিম নাম রেখেছেন এতে উম্মাতের ইজমা আছে। সুনান তিরমিযীতে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল যাবে জান্নাতে। অর্থাৎ তারা সকলে মুসলিম, তবুও জান্নাতে সবাই যাবে না। রাসূল (ছাঃ) একটি জান্নাতী দল বলতে তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের আদর্শে থাকবে। মোদ্দাকথা হ'ল মুসলিম হলেই জান্নাতী হবেনা বরং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বা গুণগত মুসলিম হ'তে হবে। নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তাহ'লে আমি একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমার নাম রূহুল আমীন কেন? এখন তারা যদি বলে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম যেহেতু মুহাম্মাদ ছিল তাই আমরাও বিশেষ নাম রেখেছি। তাহ'লে এর উত্তরে বলব, যে কোন জিনিসের বৈশিষ্ট্যগত নাম রয়েছে। যেমন কুরআন, আল্লাহ ও তাঁর নবীর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যগত নাম রয়েছে। যেমন ছাহাবীদের ছাহাবী, তাবেঈদের তাবেঈ বলে ডাকা হয়। কেননা সেগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। সুতরাং আহলেহাদীছও এমন একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, যা মুসলিমদেরই একটি দলকে বলা হয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্ক অর্থহীন।

তাওহীদের ডাক : জঙ্গীবাদ নিয়ে আপনার কি ধারণা ?

রাহুল হোসাইন : জঙ্গীবাদ ইসলাম সমর্থন করেনা বরং জঙ্গিবাদ নির্মূল করাই এর কাজ। জিহাদ ও জঙ্গীবাদের মধ্যে আকাশ-যমীন পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ ইসলামে ফরয আর জঙ্গীবাদ ইসলামে হারাম। যেমন ভারত হ'ল আমার নিকট দারুদ দাওয়াহ; দারুল কুফফার নয়। যদিও ভারতে প্রায় আশি শতাংশ মানুষ অমুসলিম। আমাদের জিহাদ হবে দাওয়াতের মাধ্যমে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়। আর বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে বলতে হয় বাংলাদেশের অবস্থা ঐ হজ্জযাত্রী মহিলার মত যার কাছে কোটি কোটি টাকা ও সার্বিক সামর্থ্য আছে; কিন্তু তার মাহরাম নাই। ফলে তার জন্য হজ্জে যাওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ তার খলীফা বা আমীর নাই। অতএব তাগুতের ধোঁয়া তুলে সরকার বা সরকারী চাকুরীজীবীদের তাগুত ভেবে নিরীহ মানুষ হত্যার সুযোগ ইসলামে নেই। আর সত্য বলতে কি, সকল যুগের আলেম-ওলামাদের সাথে সরকারের বিরোধ থাকলেও কেউ কখনো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে তাগুত ফতোয়া দেননি। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ আমাদের জন্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব প্রচলিত জঙ্গীবাদ মূলত সন্ত্রাসবাদ, যা প্রকৃত মুসলমানের কখনো কাম্য নয়।

তাওহীদের ডাক : সংগঠন করা যাবে কি যাবেনা এ নিয়ে বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের মধ্যে যে ফিৎনা ছড়ানো হচ্ছে এ বিষয়ে আপনার অবস্থান কি?

রাহুল হোসাইন : আমি মনে করি সংগঠন মানে হ'ল ঐক্যবদ্ধ হওয়া আর এটি দাওয়াতের বড় মাধ্যমও বটে। কুরআনের একাধিক আয়াত ও বহু হাদীছ দ্বারা সংঘবদ্ধতা প্রমাণিত। হকের উপরে একটি দল চিরকাল বিজয়ী থাকবে এবং বাতিলপন্থীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন থেকে বের হয়ে যায়, তাহ'লে তাকে খারেজী, চরমপন্থী বা অন্য কোন নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী আমি নই, যদি কিনা সে সালাফী মানহাজের উপর কায়েম থাকে। আর যারা বলে সংগঠন করা যাবে না তারাও তো সংগঠিত হয়ে সংগঠনের মতই কাজ করছে। আবার কেউ বলে সংগঠন করলে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাহ'লে তো তারাই প্রকারান্তরে বিদ্বেষের মধ্যে পড়ে আছে। এখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ দায়ী, সংগঠন নয়। আর সালাফদের মানহাজই হ'ল ঐক্যবদ্ধ থাকা, যার বাস্তব রূপ হ'ল সংগঠন।

তাওহীদের ডাক : এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। আপনার বোধহয় দাওয়াতী ময়দানে কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন করা উচিৎ। কি বলবেন এ বিষয়ে?

রাহুল হোসাইন : আসলে সত্য বলতে কি, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দাওয়াতের ধরণ একটু পাল্টাতে হয়। যেমন ভারতে আমার আলোচনাগুলো হয় গঠনমূলক কিন্তু বাংলাদেশের আলোচনাগুলো সমালোচনামূলক। কেননা দুই দেশের পরিবেশ ভিন্ন রকম। বাংলাদেশে যে পরিমাণ বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়, তার তুলনায় ভারতে অনেক কম। যাইহোক সাধ্যমত চেষ্টা করছি ভারসাম্য বজায় রাখতে।

তাওহীদের ডাক : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি ধারণা রাখে?

রাহুল হোসাইন : বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য হক্বের সবচেয়ে নিকটবর্তী যদি কোন সংগঠনকে মনে করি, তবে তা

হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। আমাদের ভারতে এই সংগঠনটির প্রভাব অনেক বেশী। হাদীছ ফাউণ্ডেশনের বিভিন্ন বই, লিফলেট, প্রকাশনা, জুম'আর খুতবা, লেকচার ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে সুপরিচিত। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের কথা বলাই বাহুল্য। এই বইটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমি নিজেও বইটি প্রচুর পরিমানে বিলি করেছি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি আমরা পশ্চিমবঙ্গেও অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

তাওহীদের ডাক : ভারতে মাসিক আত-তাহরীক-এর কেমন প্রভাব রয়েছে?

রাহুল হোসাইন : মাসিক আত-তাহরীক ছহীহ দ্বীন প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ভারতে। মাসের ২৭/২৮ তারিখ থেকে আমি ইন্টারনেটের দিকে দৃষ্টি রাখি। নেটে আসা মাত্র পড়তে শুরু করে দিই। বিশেষ করে সূচি দেখার পর যরূরী প্রবন্ধগুলো এবং প্রশ্নোত্তর পড়ে থাকি। ভারতে বর্তমানে আত-তাহরীক প্রায় ৭/৮ হাযার কপি ছাপানো হচ্ছে।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পাঠকের জন্য কিছু বলুন।

রাহুল হোসাইন : পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলব, সবাইকে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যার লেখার সামর্থ্য আছে লিখবে; যার বলার সামর্থ্য আছে বলবে; যার অর্থ আছে সে অর্থ দিয়ে দ্বীন প্রচারে সার্বিক সহযোগিতা করবে। আর যার কিছুই নাই সে অন্ততঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্বীনী লিফলেট বিলি করে হলেও দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে হবে। এমনকি মানুষের সুন্দর আচরণও একটি দাওয়াত। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় সূরা তাওবার ২২ নং আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কেউ জিহাদে যাবে আবার কেউ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে। আর নাসাঈতে ছহীহ সনদে একটি হাদীছে এসেছে এ মর্মে যে, সামর্থ্যহীন একজন ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার কথা বললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাও তুমি উটের রশিটা বেঁধে দাও। তোমার জন্য এটাই জিহাদের নেকী। এসকল দলীল থেকে এটাই বুঝা যায় যে, ব্যক্তির সাধ্যানুযায়ী দ্বীন প্রচারে সাহায্য করবে।

রাহুল হোসাইন : ভাই, আমাকে আপনাদের পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শ দিন।

তাওহীদের ডাক : আপনি জেনারেল শিক্ষিত ছাত্র। আর যে ময়দানে নেমেছেন তাতে শারঈ জ্ঞানের বিষয়ে আপনার জানা-অজানা নিয়ে নানান প্রশ্ন আসবে। তার যুক্তিসংগত কারণও আছে। তাই বলব, যেহেতু আপনার বয়স কম, সেহেতু নিয়মতান্ত্রিকভাবে আপনার শারঈ জ্ঞান অর্জনের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ আছে। আপনার প্রতি আমাদের নছীহত হ'ল, দেশে বা দেশের বাইরে কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে কয়েক বছর সময় ব্যয় করে ইলমী ভিত্তিটা আরো মযবুত করে নিন এবং সে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে একটা সার্টিফিকেশন বা ইজাযাহ অর্জন করুন, যা পূর্ববর্তী আলেম-ওলামারও ছিল। তাতে আপনার জ্ঞানের গভীরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে আর প্রশ্ন তোলার সুযোগ পাবে না। আরেকটা বিষয় হ'ল দাওয়াতী ময়দানে যে ফিৎনাগুলো চলছে সে বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা বিগত সময়ে দেখেছি কোন ভাই শুরুতে যখন দাওয়াতী ময়দানে আসেন তখন একটা জোরালো ভুমিকা নিয়ে জনসম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে তার অবস্থান নড়বড়ে হ'তে থাকেন। অবশেষে এক সময় হারিয়ে যান। আর এটা বিভিন্ন কারণে হ'তে পারে– ১. ইখলাছের অভাব অর্থাৎ অধিক জনপ্রিয়তা লাভের ফলে অহংকারে পেয়ে বসা। ২. অর্থের পিছনে পড়ে যাওয়া। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আপনার অজান্তে কোন ফিৎনা এসে যেন আপনাকে গ্রাস না করে ফেলে। আরও কিছু বিষয় যেমন– যখনই কোন নতুন ধ্যান-ধারণা বা সামাজিক কোন ফিৎনা এসে হাযির হয় তখন খুব ভেবে-চিন্তে, হিসাব-নিকাশ করে সামনে পা বাড়ানো। আবেগী না হয়ে বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নছীহত করা এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করা। আর সর্বশেষ কথা হ'লো আপনি যে দাওয়াতী ময়দানে এসেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং পবিত্র ময়দান। আপনাদের মত উদ্যমী দাঈদের এ ময়দানে খুবই প্রয়োজন। সুতরাং এই ময়দান ও তাতে নিজের ভূমিকার গুরুত্ব সর্বদা অন্তরে লালন করবেন। তাহ'লে হক্বের ওপর টিকে থাকা ও ইস্তিকামাত অর্জন করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

Contents

মসজিদে যা করা যাবে না

-মুহাম্মাদ ফাহিদুল ইসলাম

ভূমিকা : ‘মসজিদ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সিজদা করার স্থান বা জায়গা’।[১] পৃথিবীর যে কোন স্থানে মানুষ সিজদা করে সেটাই তার জন্য ‘মসজিদ’। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে হাদীছে বর্ণিত কয়েকটি জিনিস গণীমত হিসেবে দেয়া হয়েছে, যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং বলেছেন, وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ‘সমস্ত যমীনকেই আমার জন্য পবিত্র ও ছালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই ছালাত আদায় করতে পারবে’।[২]

তবুও আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করার লক্ষ্যে নির্মিত ঘরকেই ‘মসজিদ’ হিসাবে গণ্য করে থাকি। আর সম্মানিত স্থান হিসাবে এমন কিছু কাজ রয়েছে যা মসজিদে করা নিষিদ্ধ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ।

১. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো’আ না পাঠ করা :

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো’আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এই দো‘আ পড়ে *আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা*। অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও। আর যখন বের হয় তখন বলবে, *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা*। অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি’।[৩]

২. তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় না করা :

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু’রাক’আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মসজিদ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ ‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু’রাকআত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে সে যেন বসার পূর্বে দু’ রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।[৪]

৩. আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া :

বিনা ওযরে আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ‘যখন মুওয়াযযিন আযান দেয়, তখন কেউ যেন ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের না হয়’।[৫]

৪. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ না করা :

তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ও ইবাদত ব্যতীত কেবল চলাচলের জন্য মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ ‘তোমরা মসজিদকে রাস্তা হিসাবে গ্রহণ কর না। সেটা কেবল যিকর ও ছালাতের জন্য’।[৬]

৫. মসজিদে কণ্ঠস্বর উচ্চ না করা বা শোরগোল না করা :

আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় জায়গা হ’ল মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হ’ল বাযার। সুতরাং এখানে কোন বিষয়ে হৈ চৈ করা যাবে না। এটি হচ্ছে ইবাদতের জায়গা, এখানে ইবাদত ছাড়া অন্য কিছু করা উচিৎ নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِى الصَّلاَةِ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফকালে ছাহাবীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন, জেনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সাথে গোপনে মুনাজাতে রত আছ। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে ক্বিরাআতে অথবা ছালাতে

---

১. *আল-মু‘জামুল ওয়াফী, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬) পৃ.৯৪১।*
২. *বুখারী হা/৩৩৫।*
৩. *মুসলিম হা/৬৪ (৭১৩); নাসাঈ হা/৭২৯; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২।*
৪. *বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭।*
৫. *ছহীহুল জামে হা/২৯৭; মিশকাত হা/১০৭৪, সনদ হাসান।*
৬. *হাকেম, ছহীহাহ হা/১০০১; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২১৫।*

আওয়ায উঁচু করো না'।[৭] ইবনু ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল লোকের নিকট আগমন করলেন, সে সময় তারা ছালাত আদায় করছিল এবং উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, ছালাত আদায়কারী ছালাতরত অবস্থায় তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত করে। তাই তার উচিত সে কিরূপে মুনাজাত করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে'।[৮]

অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈ চৈ থেকে বিরত থাকা যরূরী। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি বললেন, যাও, এ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর নিকটে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- 'তোমরা যদি এই মদীনার বাসিন্দা হ'তে তবে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে আমি দু'জনকেই কঠোর শাস্তি দিতাম'।[৯] এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا-

আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে আমাদের বাহুমূল সমূহকে পরস্পরে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়িও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম সারিতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। তৎপর যারা উভয় ব্যাপারে এদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর আবু মাসঊদ বলেন, দুঃখের বিষয়, তোমরা আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত'।[১০] মুসলিমের অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلاَثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়, অতঃপর যারা এদের নিকটবর্তী। এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তৎপর বললেন, সাবধান! মসজিদে বাযারের ন্যায় হৈ চৈ করা হতে বেঁচে থাকবে'।[১১]

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অনেক মসজিদে দেখা যায় এমন সব লোকেরা ইমামের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করেন যারা ইমামের কোন সমস্যা হলে সে সমস্যা মোকাবিলা করার জ্ঞান রাখেনা। মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈ চৈ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। এমনকি উচ্চৈস্বরে কুরআন পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে'।[১২]

৬. জুনুবী, হায়েয ও নেফাসওয়ালীদের মসজিদে অবস্থান না করা :

গোসল ফরয হওয়ার পর জুনুবী অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা সমীচীন নয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ 'একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই'।[১৩]

৭. ময়লা-আবর্জনা দ্বারা মসজিদকে অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকা :

ময়লা-আবর্জনা ফেলে মসজিদ নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ

---

৭. আহমাদ হা/১১৯১৫; আবু দাউদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৫৯৭।
৮. মুওয়াত্ত্বা হা/২৬৪; মিশকাত হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭১৪; ছহীহাহ হা/১৬০৩।
৯. বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪।
১০. মুসলিম হা/১২২ (৪৩২); মিশকাত হা/১০৮৮।
১১. মুসলিম হা/১২৩; মিশকাত হা/১০৮৮।
১২. তাবারানী, ছহীহুল জামে' হা/৩৭১৪।
১৩. মুসলিম হা/২৯৮; আবু দাউদ হা/২৬১; মিশকাত হা/৫৪৯ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ।

لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا لِذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ– ‘এই মসজিদসমূহে পেশাব ও ময়লা দ্বারা অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিকির, ছালাত ও কুরআন পাঠের জন্য’।[১৪]

৮. মহিলাদের মসজিদে সুগন্ধি মেখে ও বেপর্দা অবস্থায় না আসা :

মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে তাদের জন্য কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন (ক) সুগন্ধি না মাখা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ‘তোমাদের মধ্যে কোন নারী মসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে’।[১৫] (খ) বেপর্দা হয়ে না আসা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ না করা *(নূর ২৪/৩০; আহযাব ৩৩/৩৩)*।

৯. মসজিদে থুথু ফেলা :

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা উচিৎ নয়। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা যেখানে সেখানে কফ ও থুথু ফেলে থাকে, এমনকি দুনিয়ার উত্তম স্থান মসজিদেও অনেকে থুথু ফেলে, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ‘মসজিদে থুথু ফেলা পাপ, তার প্রতিকার হ’ল তা মিটিয়ে ফেলা’।[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে শিকনী বা থুথু অথবা কফ লেগে থাকতে দেখে তা খুচিয়ে উঠালেন।[১৭] আয়েশা (রাঃ) হ’তে অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,– أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم– بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহল্লায় বা জনবসতিপূর্ণ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন’।[১৮]

এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীছ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْسَنَ هَذَا– ‘আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে খুবই রাগান্বিত হন, এমন কি তাঁর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। এক আনছারী মহিলা এসে তা (থুথু) মুছে ফেলেন এবং সে স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটা (সুগন্ধি) কতই উত্তম![১৯] অপর হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ أُمَّتِى بِأَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا فَرَأَيْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ وَرَأَيْتُ فِى سَيِّئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ–

আবু যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের ভাল ও মন্দ কার্যাবলী আমার সামনে পেশ করা হ’লে, আমি তাদের ভাল কার্যাবলীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম এবং তাদের নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক বস্তুর মধ্যে মসজিদে থুথু ফেলাও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম যা (মাটি দিয়ে) ঢেকে দেয়া হয়নি।[২০] অতএব মসজিদে থুথু ফেলার ক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১০. হারানো জিনিস খোঁজা :

মানুষের জীবন পরিক্রমায় অনেক সময় অনেক জিনিস হারিয়ে যায়, কেউ তা পায় আবার কেউ তা পায় না। অনেকেই অনেক পদ্ধতিতে হারানো জিনিস খোঁজেন, কিন্তু কিছু লোক আছেন যারা হারানো জিনিস খোঁজার জন্য মসজিদ ব্যবহার করে থাকে। কেউ জামা‘আতে ছালাত আদায়ের পর, আবার কেউ মসজিদের মাইকে। যা অবশ্যই পরিহার করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ–

সুলাইমান বিন বুরায়দাহ হ’তে বর্ণিত তিনি তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাত পড়লেন, এক ব্যক্তি (দাঁড়িয়ে) বলল, কে (আমাকে) লাল উটের খোঁজ দিতে পারবে? (অর্থাৎ উটটি হারিয়ে গেছে), নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি যেন তা (উটটি) না পাও। মসজিদ যে

১৪. বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।
১৫. মুসলিম হা/৪৪৩ (১০২৫); মিশকাত হা/১০৬০।
১৬. বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; মিশকাত হা/৭০৮।
১৭. বুখারী হা/৪০৭; মুসলিম হা/৫৪৯; নাসাঈ হা/৭২৪।
১৮. আবু দাউদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪, সনদ ছহীহ।
১৯. নাসাঈ হা/ ৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৬২।
২০. ইবনু মাজাহ হা/ ৩৬৮৩।

উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে'।[২১]

অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে শুনলে সে যেন বলে 'আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেন' কারণ এজন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি'।[২২] অপর হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ. 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন'।[২৩]

সুতরাং মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া যাবে না। কেননা মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তবে দ্বীনী আলোচনা ও দ্বীনী ঘোষণা প্রদান করা যাবে। মসজিদ শুধুমাত্র দ্বীনী কাজেই ব্যবহার হবে অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

১১. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় :

মানবজীবনে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন আছে। মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করবে এটাই স্বাভাবিক বিষয়। আর এজন্যই অনেক পূর্ব থেকেই হাট-বাযারের প্রচলন হয়েছে। একাজে ইসলামে কোন নিষেধ নেই, কিন্তু মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ।

এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَيْعِ وَالاِبْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِى الْمَسَاجِدِ-

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হ'তে, তার পিতা তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মসজিদ সমূহে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন'।[২৪] অপর হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদের ভিতরে তোমরা কোন লোককে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায় কোন লাভ প্রদান না করেন'। মসজিদের মধ্যে কোন লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, 'তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ ফিরিয়ে না দেন'।[২৫] তাই সকলকে একাজ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

১২. দুই খুঁটির মাঝখানে কাতার করা :

জামা'আতে ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদ একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদে গ্রাম-গঞ্জে ও শহরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মসজিদ। আর বড় বড় মসজিদ গুলোর মাঝে রয়েছে প্রয়োজনীয় খুঁটি। বড় মসজিদগুলোতে খুঁটি থাকবে এটাই স্বাভাবিক, তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) এর যুগেও মসজিদের মাঝে খুঁটি ছিল। কিন্তু সে যুগে দুই খুঁটির মাঝখানে কাতার করা হ'ত না, যা বর্তমানে অনেক মসজিদের দেখা যায়। যা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كُنَّا نَتَّقِى هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-

আব্দুল হামীদ ইবনু মাহমুদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জনৈক আমীরের পিছনে ছালাত আদায় করলাম। লোকের এত ভিড় হ'ল যে-আমরা বাধ্য হয়ে খুঁটির মাঝখানে ছালাতে দাঁড়ালাম। যখন ছালাত শেষ করলাম, তখন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) এড়িয়ে যেতাম'।[২৬] অপর হাদীছে পাওয়া যায়,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا-

মু'আবিয়া ইবনু কুর্রাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমাদেরকে দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হ'তে নিষেধ

---

২১. ইবনু মাজাহ হা/৭৬৫।
২২. মুসলিম হা/৭৯ (৫৬৮); মিশকাত হা/৭০৬।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/ ৭৬৬; খুযায়মাহ হা/১৩০৪।
২৪. আবু দাউদ হা/ ৯৯১; ইবনু মাজাহ হা/ ৭৪৯, হাদীছটি হাসান।
২৫. তিরমিযী হা/ ১৩২১; মিশকাত হা/৭৩৩।
২৬. তিরমিযী হা/২২৯; ইবনু মাজাহ হা/১০০২।

করা হ'ত এবং আমাদেরকে (এটি হ'তে) কঠোরভাবে বিরত রাখা হ'ত'।[২৭] এই হাদীছ দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। তাই ওয়াজিব হ'ল খুঁটি থেকে সামনে কিংবা পিছনে দাঁড়ানো'।[২৮] উল্লেখ্য যে, দুই পিলারের মাঝে দাঁড়িয়ে একাকী ছালাত আদায় করা যাবে'।[২৯]

১৩. পেঁয়াজ-রসুন কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে গমন :

কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন, সিগারেট ও বিড়ি খেলে মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে তার নিকটে অবস্থান করা দায় হয়ে পড়ে। মসজিদের পূত-পবিত্র পরিবেশ কলুষিত হয়, সৌন্দর্য বিঘ্নিত

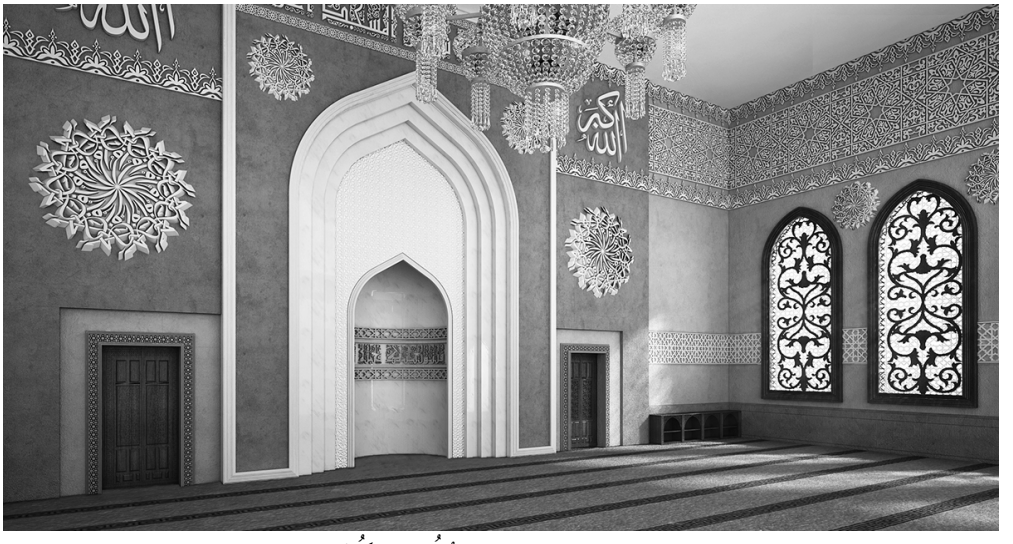

হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'হে বনু আদম! তোমরা প্রতি ছালাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্যকে ধারণ কর *(আরাফ ৭/৩১)*। অর্থাৎ তোমরা পোশাক পরিধান কর ও শালীন পরিবেশ বজায় রাখ। কিন্তু দুর্গন্ধ পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে। হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ 'যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ বাড়ীতে বসে থাকে'।[৩০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِى مَسْجِدِنَا هَذَا- 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তার দ্বারা আমাদের এই মসজিদে এসে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়।[৩১]

হযরত ওমর (রাঃ) একদা জুম'আর খুৎবায় বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'টি গাছ খেয়ে থাক। আমি ঐ দু'টিকে কদর্য ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। সে দু'টি হচ্ছে পেঁয়াজ ও রসুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِى الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ 'কারো মুখ থেকে তিনি এ দুটির গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে তাকে বাক্বী গোরস্থানের দিকে বের করে দেওয়া হ'ত। সুতরাং কাউকে তা খেতে হলে সে যেন পাকিয়ে খায়'।[৩২] মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ-

'যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন ও কুর্রাছ (কুর্রাছ এক প্রকার গন্ধযুক্ত সব্জি। এর কতক পেঁয়াজ ও কতক রসুনের মত দেখায়) খাবে, সে যেন কখনই আমাদের মসজিদ পানে না আসে। কেননা বনী আদম যাতে কষ্ট পায় ফিরিশতারাও তাতে কষ্ট পায়'।[৩৩]

---

২৭. ইবনু মাজাহ হা/ ১০০২; আবু দাঊদ হা/৬৭৭; ছহীহাহ হা/৩৫৫।
২৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫।
২৯. বুখারী হা/৫০৪; ৫০৫।
৩০. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪১৭৯।
৩১. ইবনু মাজাহ হা/ ১০১৫।
৩২. মুসলিম হা/৫৬৭।
৩৩. মুসলিম হা/৫৬৪।

অনেকেই কাজ-কর্ম শেষে হাত-মুখ ধুয়ে তা ঠান্ডা হওয়ার আগেই মসজিদে ঢুকে পড়ে। এদিকে ঘামের জন্য তার বগল ও মোযা দিয়ে বিশ্রী রকমের গন্ধ বের হ'তে থাকে। এ ধরনের লোকও উক্ত বিধানের আওতায় পড়বে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল ধূমপায়ীরা। তারা হারাম ধূমপান করতে করতে মুখে চরম দুর্গন্ধ জন্মিয়ে নেয়। এ অবস্থায় মসজিদে ঢুকে তারা আল্লাহ্র মুছল্লী বান্দা ও ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়।

১৪. ছালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা :

কোন ব্যক্তি ছালাত আদায়রত অবস্থায় থাকলে তার সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। আর ছালাতের সামনে দিয়ে যাওয়ার অপরাধটি মসজিদেই বেশি হয়ে থাকে। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা সময়কে অত্যাধিক মূল দিতে গিয়ে এই কাজটি করে ফেলেন। আবার অনেকেই আছে যারা ছালাতের সামনে দিয়ে যাওয়াকে অপরাধ মনে করে না; যা অবশ্যই ভ্রান্তি। রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সামনে দিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন।

এ সম্পর্কে হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً-

বুসর ইবনু সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ছাহাবীগণ আমাকে যায়েদ ইবনু খালিদ (রাঃ) এর নিকট পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতরত কোন ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। আবু নযর (রহঃ) বলেন, ৪০ দ্বারা তিনি ৪০ বছর, না মাস, না দিন বুঝিয়েছেন তা আমি অবগত নই'।[৩৪] অপর হাদীছে পাওয়া যায়-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ وَقَالَ الْمُنْكَدِرِىُّ فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাত পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে অস্বীকার করে (অর্থাৎ তবুও ছালাতের সামনে দিয়ে যায়) তবে সে (ছালাতরত ব্যক্তি) যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী (শয়তান) রয়েছে। আল-মুনকাদিরী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় তার সাথে উযযা (মূর্তি) রয়েছে।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, মসজিদে একাকী ছালাত আদায় করার সময় অন্য মুছল্লী তার সামনে দিয়ে যরূরী প্রয়োজনে সিজদার স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে।[৩৬] উক্ত হাদীছে بَيْنَ يدي المصلي দ্বারা মুছল্লীর সিজদার স্থান পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে।[৩৭]

১৫. মসজিদে হাত মটকানো :

ছালাতের জন্য ওযূ করার পর থেকেই হাত মটকানো নিষেধ রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِى وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ.

আবূ ছুমামাহ আন-হান্নাত সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি মসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে আমার দু'হাতের আঙুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মটকাতে দেখতে পেয়ে আমাকে এরূপ কর্ম করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ উত্তমরূপে অযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু'হাতের আঙুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যে থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হয়'।[৩৮]

উপসংহার : মসজিদ হ'ল পবিত্রতম স্থান। এর পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। তাই আমরা প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট হই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে মসজিদের আদব রক্ষা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, লক্ষীকোলা, শেরপুর, বগুড়া]

---

৩৪. বুখারী হা/ ৫১০; নাসাঈ হা/ ৭৫৬; আবু দাউদ হা/ ৭০১; তিরমিযী হা/৩৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৯৪৪।

৩৫. ইবনু মাজাহ হা/ ৯৫৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৬২।

৩৬. বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫।

৩৭. ইবনু হাযার, ফৎহুল বারী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা।

৩৮. আবু দাউদ হা/৫৬২; ইবনু মাজাহ হা/৯৬৭; তিরমিযী হা/৩৮৬।

Contents

ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

(৪র্থ কিস্তি)

চার. মোহ রিপু :

মোহ শব্দটি চিত্তের অন্ধতা, অবিদ্যা, মূর্খতা, মূঢ়তা, নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি, মুগ্ধতা, বিবেকহীনতা, মায়া, মূর্ছা, বুদ্ধিভ্রংশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আসলে মানব রিপুর মধ্যে এটি অন্যতম একটি রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও হিংসা এসবক'টির উপর মোহ প্রভাব খাঁটিয়ে থাকে। অর্থাৎ মোহ দোষে দূষিত ব্যক্তি বাকি পাঁচটি রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাকে যে কোন রিপু অতি সহজেই গ্রাস করতে পারে। কারণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা থেকেই বিবেকশূন্যতার সৃষ্টি হ'তে পারে। মায়া হ'ল মোহ রিপুর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অতি মায়া বা দয়া ক্ষেত্র বিশেষে এতই ক্ষতিকর যে তা আর পুষিয়ে নেয়ার কোন উপায় থাকে না। যেমন- জীব হত্যা মহাপাপ। কথাটি ভুল অর্থে জেনে কোন বিষধর সাপকে যদি কেউ মায়া করে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে সে সাপটি সুযোগ পেলে তাকে কামড় দিয়ে হত্যা করতে দ্বিধান্বিত হবে না। কাজেই মোহ বা মায়া সর্বত্রই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। একজন অধার্মিক বা মুর্খকে তার গুরুতর কোন অপরাধের পর নিঃশর্ত বা শুধু শুধুই ছেড়ে দিলে সে তার মূল্য রক্ষা করে না বা করতে পারে না। কারণ সে মুর্খ বা মোহাবিষ্ট। সে তার নিজের সম্পর্কে; সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশ সম্পর্কে না ওয়াকিফহাল। জীবনের প্রতিপাদ্য, জীবনবোধ ইত্যাদি বিষয়ে তার অনুভূতিশক্তি ক্ষীণ। তাই মোহ তাকে সহজেই বেষ্টন করে রাখে।

মোহকে অনেকে ভালবাসা ভেবে ভুল করেন। কোন কিছু পসন্দ হ'লেই মনে করেন এই বুঝি ভালবাসা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কোন ভাল লাগা ভালবাসায় পরিণত হয় না। মোহ ও ভালবাসার মধ্যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাংখা নিয়ে মোহ জন্মায়। অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে ভালবাসা তৈরি হয়।

২. তাৎক্ষণিকভাবে কোন কিছু ভাল লাগার নাম মোহ। পক্ষান্তরে ভালবাসা ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ও সুদৃঢ় হয়।

৩. মোহর সঙ্গে বাহ্যিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ভালবাসার অনুভূতি জন্ম নেয় হৃদয়ের গভীর থেকে।

৪. মোহের কারণে একপক্ষ অপর পক্ষের প্রতি মুগ্ধ হয়ে মূর্খতাবশত বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পাগলের মতো আচরণ করে। পক্ষান্তরে ভালবাসা মনকে বিবেক দিয়ে পরিচালিত করে ও সান্তনা দেয় এবং উৎসর্গ করতে সাহায্য করে।

৫. মোহের আকর্ষণ এতই তীব্র হয় যে, এর স্থায়ীত্ব খুবই কম হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভালবাসার অনুভূতি বিজ্ঞতা দ্বারা স্থায়ী হয়।

৬. মোহ আবেগকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মূর্খতায় নিমজ্জিত করে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়। পক্ষান্তরে ভালবাসা অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সূচারুভাবে সঠিক ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়।

৭. মোহের সাথে যেকোনো উদ্দেশ্য ও সূক্ষ্ম চাতুরতা জড়িত থাকে। অন্যদিকে ভালবাসা হয় চাতুরতা মুক্ত চির সরল।

৮. মোহ হিংসাপরায়ণ ও চিত্তের অন্ধতাবশত আসক্ত করে তোলে। পক্ষান্তরে ভালবাসা একে অপরকে বিবেক দ্বারা অনুধাবন করতে সাহায্য করে এবং বিশ্বাস স্থাপনে সর্বদা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাকে এড়িয়ে চলে।

৯. মোহগ্রস্থতা সংকীর্ণতার প্রাচীর স্থাপন করে। অন্যদিকে ভালবাসা তীব্র মুগ্ধতায় গভীর মায়া বাড়ায়।

১০. মোহ স্বার্থপর ও হিংস্র বানায়। অন্যদিকে ভালবাসা দয়ালু ও মহৎ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১১. মোহ যে কোন প্রকারে আধিপত্যপ্রবণ করে তোলে। পক্ষান্তরে ভালবাসা বিনয়ী ও নম্র করে গড়ে তোলে।

১২. মোহ একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণকে সহজতর করে তোলে। অন্যদিকে ভালবাসা ক্ষমাশীল ও উৎসর্গ পরায়ণ করে তোলে।

১৩. মোহ নির্দিষ্ট ও পরিমিত সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ভালবাসার কোন পরিসীমা নেই এবং তা অমর ও চিরন্তন।

১৪. মোহ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাপ্রলয়ের দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে ভালবাসা দৃঢ়তার মাধ্যমে চিরন্তন আধিপত্য বিস্তার করে।

মোহ কয়েক প্রকার হ'তে পারে। যেমন :

ক. দুনিয়ার প্রতি মোহ : দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখা বোকামী বৈ কিছুই নহে। কারণ এই দুনিয়া অতিব স্বল্পকালীন ও মূল্যহীন। দুনিয়া অভিশপ্ত, মরীচিকা ও লোভনীয় বস্তু মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে স্রেফ দুনিয়া পায়, কিন্তু আখেরাত হারায়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায়। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল স্রষ্টার ইবাদত করা। তাঁর ইবাদত করলে দুনিয়া এমনিতেই চলে আসবে। জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، مَا أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَن يُّطْعِمُوْنِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ- 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাইনা যে তারা আমাকে আহার যোগাবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*।

আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, তেমনি জীবিকাতে প্রাচুর্য দান

করেন। এ বিষয়ে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ- 'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয় ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[১]

অথচ আমরা দুনিয়াতে এসে কি করছি? ফেৎনাময় দুনিয়া নিয়ে সদাব্যস্ত রয়েছি। দুনিয়া ও নারী হ'ল ফেৎনা। এই মর্মে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ - 'নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট সবুজ (সুস্বাদু দর্শনীয়), আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসাবে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি দেখেন তোমরা কি কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফেৎনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[২]

দুনিয়া হ'ল মরীচিকাতুল্য, স্বয়ং লা'নত প্রাপ্ত। দুনিয়া যে অভিশপ্ত সে সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا 'নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহ্র যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইলম ব্যতীত'।[৩]

দুনিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ। এর মূল্যমান মৃত ছাগলের চেয়েও নগণ্য। এ মর্মে জাবের (রাঃ) হ'তে হাদীছে বলা হয়েছে, مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ-

'একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলিয়া (অঞ্চল) হ'তে মদীনায় আসার পথে এক বাযার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (বিনা পয়সায়) তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তারা বলল, এ যদি জীবিত থাকতো তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ ছাগলটি তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ'।[৪]

খ. নারীর প্রতি মোহ : পৃথিবীতে নারীর প্রতি মোহ অতিব ফেৎনাকর। মন্দ নারী মায়াবিনী ও ছলনাময়ী। এরা সর্বদা শয়তানের কুপরামর্শে পুরুষকে ফাঁদে ফেলতে উদগ্রীব হয়। কিন্তু মুমিন বান্দাকে মহান আল্লাহ সর্বদা হেফাযত করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরীয় মন্ত্রীর স্ত্রীর কুপ্রস্তাব থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে পাপাচার ও অন্যায়ের পাঁকে পড়তে হয়নি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ - 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা একারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

পুরুষেরা নারীদের হ'তে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফেৎনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[৫] অন্যত্র বলেন, দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফেৎনা হ'ল (দুষ্টু) নারী'।[৬]

নারীর মাধ্যমে পুরুষেরা ফেৎনায় মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে যখন নারী সুন্দরী হয় এবং তার সাথে হাসি-তামাশা ও রসিকতায় লিপ্ত হয়, যেমন অধিকাংশ পর্দাহীন মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে। বলা হয়ে থাকে, نظرة ... فسلام، فكلام

---

১. তিরমিযী হা/২৪৬৫; দারেমী হা/২২৯; ছহীহাহ হা/৯৪৯।
২. মুসলিম হা/২৭৪২।
৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১১২, হাসান ।
৪. মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭।
৫. মুসলিম হা/২৭৪২।
৬. বুখারী হা/৫০৯৬; মুসলিম হা/২৭৪১; মিশকাত হা/৩০৮৫।

فموعد فلقاء 'দর্শন, তারপর সালাম, এরপর বাক্যালাপ, অতঃপর ডেটিং, তারপর সাক্ষাৎ'। আর শয়তান তো মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলে। সুতরাং অনেক বাক্যালাপ, হাসি-তামাশা, আনন্দ-উল্লাস পুরুষের হৃদয়কে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে। অনুরূপ নারীর অন্তরকেও পুরুষের প্রতি আকর্ষিত করে। এর মাধ্যমে এমন কিছু অনিষ্টতা ঘটে যা অপ্রতিরোধ্য। এছাড়াও নারী যখন পর্দাহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ ভাববে, তখন সে লজ্জাশীলা থাকবে না এবং পুরুষের ভীড়েও লাজনম্র হবে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে বড় ফেৎনা এবং সীমাহীন বিপর্যয়। একদিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, মহিলারা পুরুষদের সাথে মিলে মিশে পথ চলছে, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলেন, اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ 'আমি তোমাদের দূরত্ব কামনা করছি। কেননা তোমাদের উচিত হবে না রাস্তাকে আঁকড়ে ধরা। রাস্তার এক পাশে চলা তোমাদের জন্য আবশ্যক'। এরপর মহিলারা রাস্তার প্রাচীর ঘেঁষে চলতেন, এমনকি তাদের কারো কাপড় প্রাচীরে আটকে যেত।[৭]

আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ্র এ বাণী উল্লেখ করেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 'হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*।

লজ্জাহীনা নারী, যারা পরপুরুষকে আকৃষ্টকারীনী তারা জাহান্নামী'।[৮]

আর যদি তা অবৈধ হয়, তবে তা হবে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩২)*। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না' *(আন'আম-৬/১৫১)*।

গ. ধন-সম্পদের মোহ : ঋণ হ'তে দূরে থাকুন! শয়তান দারিদ্রতার ভয় দেখায়। ইমাম শাফেঈর দারিদ্রতা সম্পর্কে আমর ইবন সাওদ বলেন, كان الشافعى اسخر الناس على الدينار و الدرهم و الطعام فقال لى الشافعى أفلست من دهرى ثلاث افلاسات فكنت ابيع قليلى و كثيرى حتى حلى بنتى و زوجتى و لم أرهن قط 'ইমাম শাফেঈ দীনার, দিরহাম ও খাদ্য অধিক দান করতেন। তিনি একদা আমাকে বলেন, জীবনে আমি তিনবার দারিদ্রতায় পতিত হয়েছি। তখন আমি আমার স্বল্প-বিস্তর সবকিছু বিক্রি করেছি। এমনকি আমার কন্যা ও স্ত্রীর অলংকারও বিক্রি করেছি কিন্তু আমি কখনো ঋণ করিনি'।[৯]

দুনিয়া ও ধন-সম্পদ বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যেমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, তেমনি জীবিকাতে প্রাচুর্য দান করেন। এ বিষয়ে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ- 'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয় ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[১০]

ঘ. সুখ্যাতির মোহ : মানুষের লক্ষ্য হবে দ্বীনের খেদমত এবং সর্বাবস্থায় সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার সুখ্যাতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ- 'দীনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, রেশমী বস্ত্রের দাস ধ্বংস হোক। তাকে দেওয়া হ'লে সে খুশী হয়। আর না দেওয়া হ'লে নাখোশ হয়। সে ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তার পায়ে কাঁটা ফুটলে তা বের করা না যাক। সুখময় হোক সেই মানুষের জীবন, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মাথার চুলগুলি হয়ে যায় আলু-থালু, আর পা দু'টো হয়ে যায় ধূলিমাখা। যদি সে নিরাপত্তারক্ষী দলে থাকে তো সেই দলেই থাকে, আবার পশ্চাৎবাহিনীতে থাকে তো পশ্চাৎ বাহিনীতেই থাকে। (সে এতটাই অখ্যাত যে) সে কোন কিছুর

---

৭. *আবুদাঊদ হা/৫২৭৪; মিশকাত হা/৪৭২৭।*

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কিছাছ' অধ্যায়; মিরক্বাত ৭/৯৬।*

৯. *সিয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।*

১০. *তিরমিযী হা/২৪৬৫; দারেমী হা/২২৯; ছহীহাহ হা/৯৪৯।*

অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না'।[১১]

ইবনু রজব বলেছেন, বিদ্যা ও কর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা লাভের চেষ্টা একটি অনভিপ্রেত বিষয়। ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি, সাধনা ও দ্বীন-ধার্মিকতা চর্চার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভের মোহ খুবই গর্হিত বিষয়। অনুরূপভাবে লোকের দো'আ, বরকত লাভের আশায় কিংবা হাতে চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্যে দলে দলে তার সাক্ষাৎ প্রার্থী হবে বলে সেই লক্ষ্যে কাজ করা, কথা-বার্তা বলা এবং কারামত যাহির করাও গর্হিত কাজ। কিন্তু খ্যাতির মোহে অন্ধজন এসব গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজ করতে ভালবাসে। নিষ্ঠার সাথে এগুলি করে এবং এসবের উপকরণ যোগাতে চেষ্টা করে। এতেই তার যত আনন্দ। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন খ্যাতিকে ভীষণভাবে অপসন্দ করতেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ বিদ্বান এবং ফুযাইল বিন আইয়ায, দাঊদ তাঈ প্রমুখ ছূফী। তাঁরা খুব আত্মনিন্দা করতেন এবং নিজেদের আমল সমূহকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতেন'।[১২]

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলার নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নেতৃত্বের মোহ ও লোভ একটি'।[১৩]

ঙ. প্রশংসা অর্জনের মোহ : ইবনু রজব বলেছেন, ক্ষমতাবান ও প্রতিপত্তিশালীরা মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। তারা জনগণের কাছে তা দাবীও করে। যারা তাদের প্রশংসা করে না তাদেরকে তারা নানাভাবে কষ্ট দেয়। অনেক সময় তারা একাজে এতটাই বাড়াবাড়ি করে বসে যে প্রশংসা থেকে নিন্দাই তাদের বেশী পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন সময় তারা তাদের দৃষ্টিতে ভাল কাজ করছে বলে যাহির করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের মন্দ অভিপ্রায় কাজ করে। এভাবে মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত করতে পেরে তারা উৎফুল্ল হয় এবং লোকদের থেকে প্রশংসা লাভ ও তাদের মাঝে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ার আকাংখা পোষণ করে। এমন লোকদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যেসব লোকেরা তাদের মিথ্যাচারে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়। তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*। এ আয়াত এরূপ বিনা কর্মে প্রশংসার জন্য লালায়িতদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ মানবকুল থেকে প্রশংসা তলব করা, প্রশংসা পেয়ে খুশি হওয়া এবং প্রশংসা না করার দরুন শাস্তি দেওয়া কেবলমাত্র লা শরীক আল্লাহ্‌র জন্যই মানায়। এজন্যই সৎপথপ্রাপ্ত ইমামগণ তাদের কাজ-কর্মের দরুন তাদের প্রশংসা করতে নিষেধ করতেন। এক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে তারা বেশী বেশী উদ্বুদ্ধ করতেন। কেননা সকল প্রকার নে'মত ও অনুগ্রহের মালিক তো তিনিই।

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে খুবই সংযত ছিলেন। একবার তিনি হজ্জে আগত লোকদের পড়ে শোনানোর জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি তাদের উপকার করতে আদেশ দেন এবং তাদের উপর যে যুলুম-নিপীড়ন জারী ছিল তা বন্ধ করতে বলেন। ঐ পত্রে এও ছিল যে, এসব কল্যাণ প্রাপ্তির দরুন তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা কর না। কেননা তিনি যদি আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করতেন তাহ'লে আমি অন্যদের মতই হ'তাম।

তাঁর সঙ্গে সেই মহিলার ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ, যে তার ইয়াতীম মেয়েদের জন্য খলীফার নিকট ভাতা বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিল। মহিলাটির চারটি মেয়ে ছিল। খলীফা তাদের দু'জনের ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন। ঐ মহিলা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। কিছুকাল পর তিনি তৃতীয়জনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। এবারও মহিলা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। তার শুকরিয়া প্রকাশের কথা জেনে খলীফা তাকে বলেন, আমরা তাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করতে পেরেছি। আপনার এভাবে প্রশংসার প্রকৃত হকদারের প্রশংসা করার জন্যেই। এখন আপনি ঐ তিনজনকে বলবেন, তারা যেন চতুর্থজনের প্রতি সহমর্মিতা দেখায়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী পদাধিকারী কেবলই আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়নে নিযুক্ত। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্যের হুকুমদাতা এবং তাঁর নিষিদ্ধ জিনিসগুলি থেকে নিষেধকারী মাত্র। আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানানোর মাধ্যমে তিনি তাদের কল্যাণকামী। তার বিশেষ চাওয়া-পাওয়া যে, দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হোক এবং ইযযত-সম্মান সব আল্লাহ্‌র হোক। তারপরও তার সদাই ভয় হ'ত যে, তিনি আল্লাহ্‌র হক আদায়ে কতইনা ত্রুটি করে ফেলছেন।[১৪]

অতএব সকল প্রকার মোহ সর্বদা বর্জনীয়। এটা এমন একটি বিষয় যা খুব সহজেই মানুষকে বশ করে ফেলে। কারণ এর চাকচিক্যতা যেমন আকর্ষনীয়, ঠিক তেমনি ভঙ্গুর বা ক্ষণস্থায়ী। মোহ ও লোভ পরস্পর সম্পূরক। কেননা মোহের সাথে লোভ মিশ্রিত থাকে সেটা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হোক।[১৫] প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতরে এই মোহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা বিরাজমান। কিন্তু মুমিন জ্ঞানীরা ব্যতীত। তাই আমরা এই মিথ্যে মোহের জাল ভেদ করে যেন মুমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন! (ক্রমশ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১১. বুখারী হা/২৮৮৭।
১২. শারহু হাদীছ মা যি'বানে জায়ে'আনে, পৃ. ৬৮।
১৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমু' ফাতাওয়া ১৮/৪৬।
১৪. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃ.৪১-৪৩।
১৫. আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ১০০।

তওবা

-নাজমুন নাঈম

(শেষ কিস্তি)

প্রকৃত তওবার শর্তাবলী :

মানুষের প্রতিটি মঙ্গলময় কাজই শর্ত-মাশরূতের মধ্যে দিয়ে সম্পাদিত হয়। আর তওবা এমনই একটা বিষয়। ফলে যার তওবা কবুল করা হবে, সে সমাজে উচু মর্যাদায় স্থান করে নিবে। তওবা সত্য হওয়া, সঠিক হওয়া এবং কবুল হওয়ার কিছু শর্তাবলী রয়েছে যা নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ্র ইবাদতে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া :

তওবাকারী ব্যক্তি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ভাল হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ্র শান-মানের ব্যাপারে অনেক বেশী সচেতন হয় ও একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে; আর অধিক পুণ্য অর্জনে ব্রতী হয় ও আল্লাহ্র শাস্তিকে সর্বদা ভয় পায়। কোন কাজে আল্লাহ্র সৃষ্টিজীবের প্রতি নতজানু হয়না। দুনিয়ার ক্ষণস্থানী সমস্ত বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا– ‘তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও আল্লাহ্র জন্য তাদের আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করে, তারাই মুমিনদের সাথী। আর সত্বর আল্লাহ মুমিনদের মহা পুরস্কার দান করবেন’ *(নিসা ৪/১৪৬)*।

(২) পাপ-পঙ্কিলতা বিমুক্ত আমল :

তওবা কবূলের অন্যতম শর্ত হ’ল পাপ-পঙ্কিলতা বিমুক্ত আমল শুরু করা। প্রকৃত তওবারকারীকে চেনা যায় তার আমলের ধরন দেখে। কেননা সে ভুলবশতঃ হলেও পুরাতন পাপের পুনরাবৃত্তি করেনা। তার মাকবূলকৃত তওবা তাকে অন্য আরেকটি তওবার মুখাপেক্ষী করেনা। আর তার পরিচ্ছন্ন জীবন নতুনের পথে পা বাড়ায়, সুখময় জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে।

(৩) ক্ষণে ক্ষণে ভুলের স্বীকারোক্তি :

প্রকৃত তওবাকারী সারাক্ষণ নিজের পাপ বা ভুলের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকে। নিজেকে ভাল মানুষ, নির্দোষ ভেবে মুখে অহংকারের বুদবুদ উঠায় না। অন্যের ভুল ধরতে নিজের মুখকে গীবতের বাষ্পে পরিণত করেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. ‘আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহ্র কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করে থাকি’।[১]

(৪) কৃত পাপে অনুতপ্ত হওয়া :

পূর্বে কৃত পাপে অনুতপ্ত হওয়া। কেননা পাপে মুমিন হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত ও অনুশোচিত হয়। আর পূর্বে কৃত পাপের রেকর্ড তাকে আরো ভাবায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, النَّدَمُ تَوْبَةٌ অনুশোচনা হ’ল তওবা’।[২]

(৫) পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করা :

ভবিষ্যতে পাপ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা হ’ল একজন সফল তওবাকারীর চরিত্র। অতএব সফল তওবার বড় শর্ত হ’ল, তা দ্বিতীয়বার কখনো লংঘনীয় নয়।

(৬) মাযলূম জনতার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া :

হক দুই প্রকার। একটি আল্লাহ্র হক অন্যটি বান্দার হক। আল্লাহ বান্দাকে মাফ করেন। প্রকৃত তওবারকারীর অন্যতম কাজ হ’ল বান্দা সংশ্লিষ্ট কোন হক বা অধিকারের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন হকের ক্ষেত্রে পাপ বা অন্যায় সহজে মাফ করিয়ে নিতে পারলেও জনগণের সাথে সম্পৃক্ত অন্যায় অত সহজ নয়, যা ব্যক্তির জীবনে কাটার মত বিঁধে। কিন্তু মানুষের হক মানুষের কাছ থেকে মাফ করার পর আল্লাহ মাফ করেন। কেননা জন অধিকার অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। অতএব প্রকৃত তওবাকারী সাবধান১ রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হ’তে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবেনা। সে দিন তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তার নিকট থেকে নেয়া হবে। আর কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হ’তে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে’।[৩]

---

১. *বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩।*
২. *হাকেম হা/৭৬১২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫২।*
৩. *বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।*

Contents

(৭) তওবা কবূল না হওয়া :

সফল তওবাকারীকে মৃত্যু আসার পূর্বেই তওবা করতে হবে। নচেৎ তার তওবা কবুল হবেনা। অতত্রব তওবা করার সময়ও একটা মুখ্য বিষয়। তাই জীবনের সাঁঝ বেলায় নয় বরং তা হ'তে হবে যথাশিঘ্র মৃত্যুর পূর্বেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. 'রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন'।[৪] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا– 'রাতে আল্লাহ তা'আলা তার নিজ দয়ার হাত প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তার নিকট তওবা করে এমনিভাবে দিনে তিনি তার নিজ হাত প্রশস্ত করেন যেন রাতের অপরাধী তার নিকট তওবা করে। এমনিভাবে দৈনন্দিন চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত'।[৫]

তওবা কবুলের নিদর্শনাবলী :

(১) তওবাকারীর সৎকর্মের প্রতিফলন :

সফল তওবাকারীর তওবার মধ্যে ঈমানের ছটা পরিলক্ষিত হয়। সে নিজেকে এলাহী আধ্যাত্মিকতায় সঁপে দেয়। সৎ বা ভাল আমল সর্বদা তার হৃদয়কে পুলকিত করে।

(২) পাপ সঙ্গ ত্যাগ :

জ্ঞানী আল্লাহ্র বিধি-বিধানের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। জান কবযের ভয়ে সে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। যখন মুমিন হৃদয় আল্লাহ্র অভয় বাণী শোনে তখন তার সমস্ত দুশ্চিন্তা দুরীভূত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

(৩) নিজের পাপকে ভয়ানক বিপদ ভাবা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ– 'ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ট ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়'।[৬]

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'পাপকে ছোট মনে করো না বরং কি পাপ করেছ সেদিকে দেখ'।

(৪) তওবায় ব্যক্তির নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় ও দম্ভ চূর্ণ হয় :

তওবার ফলে আল্লাহ্র এত খুশী হন যে বান্দার অন্য কোন কাজে তিনি তত খুশী হননা। আর অহংকার বিচূর্ণ হয়ে বান্দা কোমল হৃদয়ের হয়ে যায় যা তাকে আল্লাহর কাছে আরো প্রিয়তর করে তোলে।

(৫) সকল অঙ্গের হেফাযত :

তওবাকারী বান্দা তার জিহ্বাকে মিথ্যা কথা, গীবত, চোগলখোরী, বাচালতা থেকে বাঁচিয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরে মগ্ন রাখে। তার পেট কখনো হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেনা। তার চোখ খেয়ানত করেনা ও হারাম জিনিসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনা। কান অন্যায় গান-বাজনা, মিথ্যা, গীবতের কথা শোনেনা। হাত হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকে। পা কখনো পাপের পথ মাড়ায় না। অন্তর হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, শ্রুতি ও জবরদস্তিকে না করে; আল্লাহ্র আনুগত্যে ও তাঁর সন্তোষ কামনায় সদা ব্যস্ত থাকে। মোদ্দাকথা হলো সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র দেয়া সুস্থির সত্যের পথে পরিচালিত হয়। ফলে হাত, পা, কান, চোখ, নাক সহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীর ব্যাপারে কিয়ামতের মাঠে তওবাকারী বান্দার অনুকূলে হয়ে যাবে, যা বান্দাকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান করে দেবে।

৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; তিরমিযী হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৩।
৫. মুসলিম হা/৬৮৮২; মিশকাত হা/২৩২৯।
৬. বুখারী হা/৬৩০৮; মিশকাত হা/২৩৫৮।

সুতরাং হে দ্বীনী ভাই! তওবা করতে পিছপা হওয়া নয়। কেননা মানুষ জানে না কখন তার মৃত্যু এসে যাবে। তার আয়ুষ্কাল-ই বা কত বাকী রয়েছে। নানা ভাবনা তওবাকে পিছিয়ে দেয়। মন বলে অনেক বয়স বাকী, জীবনকে উপভোগ কর। এখনও তওবার সময় হয়নি। বুড়া হ'লে

তওবা হবে। এগুলো শয়তানী ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে রাখুন দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। শয়তান মানুষকে স্থায়ীত্বের ভাবনা ভাবায়। কিন্তু আসলে কি তাই? তওবা জলদি করুন, জলদি করুন। বিলম্ব, গাফলতি, আশা-আকাঙ্খার ফিরিস্তি থেকে সাবধান। আশা-আকাঙ্খা বেশী হয়ে গেলে সবশেষ।

হে দ্বীনী ভাই! কিছু মানুষ আছে যারা পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখালে বা কোন বিষয়ে নছীহত করলে তারা বলে অনেক মানুষ রাত-দিন পাপ করে দুনিয়া ভরে দিল তাতে কিছু যায় আসেনা। আর আমি তো সামান্যই করেছি। এরপরেও তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে তাদের তো কিছুই হয় না। তারা বিশ্বাস করে 'খাও দাও ফূর্তি কর, দুনিয়াটা মস্ত বড়। তারা এ কথা বেমালুম ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় সাময়িক খেল-তামাশার সুযোগ দিয়েছেন মাত্র। আল্লাহ যখন তাদের ধরবেন তখন তাদের পালাবার কোন পথ থাকবেনা। এ মর্মে আল্লাহ বর্ণনা করেন, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 'যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে আমরা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমনভাবে যে তারা বুঝতেও পারবে না'। 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি সুনিপুণ' *(আ'রাফ ৭/১৮২-৮৩; ক্বলম ৬৭/৪৪-৪৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ-

'অতঃপর তারা যখন ঐসব উপদেশ ভুলে গেল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর (সচ্ছলতার) দুয়ার সমূহ খুলে দিলাম। এভাবে তারা যখন নে'মত সমূহ পেয়ে খুশীতে মত্ত হয়ে গেল, তখন তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*।

হাদীছে এসেছে,

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ-

'ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তুমি দেখবে যে, আল্লাহ তার বান্দাকে তার চাহিদা মত দিচ্ছেন, অথচ সে তার পাপসমূহের উপর দৃঢ় আছে, মনে রেখ এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য অবকাশ মাত্র। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) অত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করেন'।[৭]

উপসংহার :

আল্লাহ তওবাকারীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তওবায় সে লোকের চেয়ে বেশী খুশী হন, যে লোক কোন ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে, আর তার সাথে তার বাহন রয়েছে যার উপরে কিছু খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সেখানে সে যমীনে কিছুক্ষণ মাথা রাখল এবং ঘুমালো এবং জেগে দেখল তার বাহন পালিয়ে গেছে। সে তা খুঁজতে শুরু করল। অবশেষে গরম, তৃষ্ণা আর দুঃখ-বেদনা তাকে দুর্বল করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত নিল, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে আমৃত্যু শুয়ে থাকব সুতরাং সে সেখানে গিয়ে নিজের বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, যেন সে মৃত্যুবরণ করেছে। হঠাৎ এক সময় জেগে দেখল যে তার বাহন তার কাছে। আর বাহনের উপর তার খাদ্য-সামগ্রীও আছে। তখন সে তার বাহন ও খাদ্য-সামগ্রী ফিরে পাওয়ার আকস্মিকতায় যেরূপ আনন্দিত হয় আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তওবায় তার চেয়ে বেশী খুশী হন'।[৮]

হে দ্বীনী ভাই! তওবার দিকে ধাবিত হৌন! খেল-তামাশা থেকে পলায়ন করুন। পাপ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করুন। গুনাহগুলিকে মুছে ফেলুন। প্রবৃত্তির খোলস থেকে বেরিয়ে আসুন। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই একনিষ্ঠ তওবাকারী হয়ে যান। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আবারও ভাবুন। যাবতীয় জাহেলী জঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করুন। দুনিয়া নামক জিঞ্জির নয় আখেরাতী বালাখানাই মুমিনের কাম্য। হে আল্লাহ! সকল অনুতপ্ত প্রাণকে তুমি তোমার একনিষ্ঠ তওবাকারী বান্দা হিসাবে কবুল করে নাও-আমীন!

[লেখক : কাদাকাটি, আশাশুনি, সাতক্ষীরা]

---

৭. *আহমাদ হা/১৭৩৪৯; মিশকাত হা/৫২০১; ছহীহাহ হা/৪১৩।*
৮. *বুখারী হা/৬৩০৮; মুসলিম হা/২৭৪৪ ।*

Contents

মার্কিন নারী তেরেসা কিম ক্রানফিল এর ইসলাম গ্রহণ

আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের শিক্ষিত ও সত্য-সন্ধানী চিন্তাশীল মানুষেরা নানা কারণে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এইসব কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, ইসলামের মধ্যে তারা খুঁজে পাচ্ছেন মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার জবাব। তেরেসা কিম ক্রানফিল হচ্ছেন এমনই এক সৌভাগ্যবান মার্কিন নারী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি নিজের জন্য লায়লা নামটি বেছে নিয়েছেন।

মার্কিন নওমুসলিম নারী তেরেসা ওরফে লায়লা জন্ম নিয়েছিলেন এক খ্রিস্টান পরিবারে। খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এ ধর্মের মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর, যে প্রশ্নগুলো তার মধ্যে জেগেছিল কৈশোরের দিনগুলোতেই। প্রশ্নগুলো হ'ল : কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেন আমরা স্রষ্টার ইবাদত করব? তেরেসা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বহু প্রশ্নই জেগেছিল মনে। কিন্তু কোথাও পাইনি সেসবের কোনো উত্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মুসলমানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর আচার-আচরণ, ধর্ম ও বিশ্বাসগুলো আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হ'ল। সত্যি বলতে কি তার ইসলামী নৈতিক গুণগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

তার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে পরিচিত হই পবিত্র কুরআনের সঙ্গে। এই আসমানী কিতাবের মধ্যে আমি ফিরে পেলাম আমার হারানো আত্মাকে। এর আগেই আমি এ সত্য বুঝতে পেরেছিলাম যে পার্থিব জীবনের সব কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবল টিকে থাকবে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, যিনি চিরঞ্জীব ও কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন অথচ অন্য সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। পরে গবেষণা করে জানলাম, ধর্মগুলোর মধ্যে কেবল ইসলামই মানুষকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং এ ধর্মেই রয়েছে যৌক্তিক ও পরিপূর্ণ বিধি-বিধান। এ ধর্মেই আমি পেয়েছি আমার সব প্রশ্নের উত্তর।

পবিত্র কুরআন সত্য-সন্ধানীদের চিন্তাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছ-দ ৩৮/২৯)*।

মার্কিন নওমুসলিম নারী তেরেসা কিম ক্রানফিল মনে করেন, পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কুরআনের সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় ঘটনা। আমার জীবনে যেসব শূন্য স্থান ছিল সেগুলো পূরণ করে দিয়েছে এই মহাগ্রন্থ। কুরআনের সহায়তায় প্রকৃত ইসলামকে জানতে পারাটা ছিল আমার জন্য এক অলৌকিক ঘটনা। কুরআন আমাকে এটা শিখিয়েছে যে, ইহকালের এই পার্থিব জগত ও জীবন ছাড়াও রয়েছে আরো একটি জগত এবং সেই চিরস্থায়ী জগতে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আশাবাদী হওয়া উচিত।

এসবই আমাকে দিত উৎসাহ ও ইসলামের ওপর অবিচল থাকার আশা আর প্রেরণা। ইসলাম আমার এই দুনিয়ার জীবনের সব কিছুর মধ্যে দান করতো এলাহী রং এবং আমার অন্তর ভরে যেত অবর্ণনীয় প্রশান্তিতে।

ইসলামের হিজাব বা পর্দার বিধান নারীর সম্মান রক্ষার পাশাপাশি সমাজের সবাইকে রাখে নিরাপদ। পারিবারিক বন্ধন ও মানসিক প্রশান্তি যোরদারের জন্যও এই বিধান যরূরী। মার্কিন নওমুসলিম নারী তেরেসা ওরফে লায়লা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর এর বিধি-বিধান মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেই। এইসব বিধান আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হতো। তবে এইসব বিধি-বিধানের মধ্যে হিজাবের বিধানকে প্রিয় বলে মনে হতো না। সম্ভবত আমি লজ্জা পেতাম হিজাব পরতে। এক ধরনের উদ্বেগও ছিল আমার মনে। সমাজের অন্য সবার চেয়ে আমার এই ভিন্নতা নিয়ে উদ্বেগ আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। কিন্তু হিজাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো পড়ার পর হিজাব পরতে শুরু করি এবং বুঝতে পারলাম যে এ নিয়ে আমার উদ্বেগগুলো ছিল সম্পূর্ণ অলীক বা কাল্পনিক।

ফলে বিশেষ প্রশান্তি অনুভব করলাম। প্রথমদিকে হিজাব পরাকে ইসলামের সবচেয়ে কঠিন বিধান বলে মনে হতো। কারণ, অন্যদের জন্য ও নিজের কাছেও এটাকে আমার বাহ্যিক দিকের ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের পরিবর্তন বলে মনে করতাম। কিন্তু হিজাব পরতে শুরু করার পর বুঝতে পারলাম যে এটা হ'ল মানসিক প্রশান্তির মাধ্যম এবং নারীর নারীসুলভ নম্রতা রক্ষার মাধ্যম হ'ল এই হিজাব।

ইসলামী বিপ্লবের রূপকার মুহাম্মাদ (ছাঃ) বর্তমান যুগের এক জীবন্ত কিংবদন্তী। জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও বিপ্লবী আপোষহীন কঠোর অবস্থান তাঁকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এবং তাঁর অসীলায় বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী সাধারণ ও এমনকি অমুসলিম জনগণের কাছেও ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্বের মযলুম মানবতা আবারও দেখছে মুক্তির স্বপ্ন। এই মহান ব্যক্তিত্ব তথা মুহাম্মদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন বহু বছর আগে। কিন্তু আজও বহু মানুষকে আকৃষ্ট করছেন তিনি। বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে আজও তাঁর বাণী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন নওমুসলিম নারী তেরেসা ওরফে লায়লা বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূরানী চেহারা আমাকে সব সময়ই আকৃষ্ট করতো। পৃথিবীর একজন মানুষ যে এমন আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হ'তে পারেন এবং মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে এত গভীর ও বিস্ময়কর প্রভাব ফেলতে পারেন তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। ইসলামের ইরফানি বা আধ্যাত্মিক পরিচিতির দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে মধুরতম ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এটা এমন এক জ্ঞান যা দেখা যায় না, কেবল মানুষের ভেতরে এর অস্তিত্বের অনুভূতি প্রমাণ করা যায়। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল ইরফানি ব্যক্তিত্ব যিনি আমাকে দেখিয়েছেন প্রকৃত ও খাঁটি ইসলাম।

আসলে ইসলাম জীবনের সব দিকের নির্দেশনা দেয় বলেই এ ধর্মের পরিপূর্ণতার মহাসাগরে অভিভূত হন সত্য-সন্ধানী মানুষেরা। সেই সঙ্গে ইসলামের ন্যায়বিচারবোধ যুগে যুগে বিশ্বব্যাপী এ ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধির আরো এক মোক্ষম চালিকা শক্তি। আর ইসলামের এ দু'টি বিশ্বজনীন ও চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের কথা বিমুগ্ধ ও অকুণ্ঠ-চিত্তে উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত মুসলিম প্রাচ্যবিদ ও ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিজা ল্যাথি।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

Contents

জ্ঞানার্জন বনাম জ্ঞানের প্রয়োগ

-রেহনুমা বিনতে আনীস

কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

আমার ধারণা বর্তমান যুগের তুলনায় পূর্বেকার যুগে সামগ্রিকভাবে মানুষের volume of knowledge কম থাকলেও application of knowledge ছিল অনেক বেশি। হুম, বলা যায় তখন যাদের knowledge ছিল তাদের শহড়ষিবফমব এর ব্যাপ্তি ছিল অনেক বিস্তৃত। কারণ তাদের জন্য জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটা selective ছিলনা, ছিল elective. তারা নিজ আগ্রহে জ্ঞানার্জন না করলে তাদের জবরদস্তি করার কেউ ছিলোনা। তাই তারা জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি উদ্যমী ছিলেন, যদিও হয়ত তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। তাদের জন্য কিছু জানা Google ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করার মত সহজ ব্যাপার ছিলোনা। প্রতিটি piece of information সংগ্রহের পেছনে ছিল তাদের অক্লান্ত চেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রম। তাই তাদের কাছে জ্ঞানের মূল্য ছিল অনেক বেশি। কষ্টার্জিত সেই জ্ঞানকে ব্যাবহারের, বিফলে যেতে না দেয়ার আকাংখা ছিল অদম্য। সমাজ তাদের এই সাধনার মূল্যায়ন করত। জ্ঞানী ব্যাক্তিদের সমাদর ছিল, সম্মান ছিল। তারা জ্ঞানী ব্যাক্তিদের কথা শুনতেন, সেই অনুযায়ী কাজ করতেন। জ্ঞানীরাও এর সুযোগ নিতেন না, বরং ফলভারে নুয়ে পড়া বৃক্ষের মত বিনয়ী হতেন।

এখন লেখাপড়ার প্রচলন বেড়েছে, তবে জ্ঞানার্জনের পরিধি কতটুকু বেড়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ এখনকার অধিকাংশ মানুষের কাছে জ্ঞান সেই নিমতেতো যা বন্দুকের নলের আগায় তাকে গিলতে বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্ঞানের শুধু সেটুকুই গলাধঃকরণ করা হয় যেটুকু পরীক্ষায় পাস করার জন্য অপরিহার্য এবং সেটা গলা পর্যন্ত পৌঁছেই ঠেকে যায়, পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিয়েই খালাস, হজম হয়না তাই ব্যাক্তির মানবিক উন্নতি সাধনে কোন অবদান রাখতে পারেনা। একটি জীবিকা সংগ্রহ ব্যাতীত এই জ্ঞানের আর কোন function থাকেনা। ফলে এই জ্ঞান ব্যাক্তিকে করে তোলে প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন, স্বার্থপর এবং সুযোগসন্ধানী। যারা সত্যি সত্যি জানার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন তাদের অনেকেরই অনুসন্ধিৎসার সাথে প্রচেষ্টার যোগ ঘটেনা। ফলে তারা Google ভাইয়ার দেয়া দুই লাইনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যান, অথচ ঐ বিষয়ে লেখা শত শত বইয়ের এক পাতাও পড়ে দেখতে নারায। এই ধরণের জ্ঞান অপরের কষ্টার্জিত জ্ঞানকে মূলায়ন করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেনা। ফলে এই ধরণের জ্ঞানীরা অনেকক্ষেত্রে উদ্ধত এবং তর্কপ্রবণ হয়ে থাকেন। তাদের ব্যবহার এবং কথাবার্তা হয়ে থাকে অহংকারী এবং অমার্জিত।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার নানার জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই কথাগুলো মনে এলো। নানা ছিল সাধারণ গ্রামবাসী ব্যাবসায়ী। লেখাপড়া ছিল কুরআন এবং হাদিসের জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নানার জীবনাচরণে ছিল এই জ্ঞানের সাথে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। নানা যে কেবল নিজে এই শিক্ষাকে ব্যাক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করত তাই নয়, বরং সন্তানদেরও তা অনুসরণ করার তাগিদ দিত। একসময় যখন রেঙ্গুন জমজমাট ব্যাবসাকেন্দ্র তখন নানা রেঙ্গুনে ব্যাবসা করত। তারপর যখন রেঙ্গুনে মুসলিম নিধন অভিযান শুরু হয় তখন নানা আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসে। ফিরে এসে দেখে বড় ভাই নানার কষ্টার্জিত পয়সায় নিজ নামে জমিজমা কিনে বসে আছেন। কিন্তু নানাকে দেখিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে, অন্যরা কিছু বললেও নানা তাদের চুপ করিয়ে দিত। এই ঘটনা আমাকে সুরা ফুরকানে উলেস্নখিত 'ইবাদুর রাহমানের' কথা মনে করিয়ে দেয়। জমজমাট ব্যাবসা করার সময় কিংবা সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে আসার পর, উভয় অবস্থাতেই নানার জীবনাচার ছিল অতি সাধারন। নানা বলত (চট্টগ্রামের ভাষায়)-

'বাকা ঝরে ভিজে,
রইদত ফুয়ায়,
শীতে ফুলে।'

'বাকা' শব্দটার অর্থ অনেকটা stylish বা show off এর মত। এরা ফ্যাশনের জ্বালায় ছাতা ব্যবহার করতে পারেনা, তাই বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পোড়ে। আবার শীতের দিনে গরম কাপড় পরতে পারেনা, ফলে শীতে কষ্ট পায়। নানা সবসময় স্মার্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে চললেও এসব আদিখ্যেতা এড়িয়ে চলত।

মার কাছে শুনেছি, নানা ছেলেমেয়েদের এত ভালবাসত যে সারাদিন পরিশ্রমের পরও তাদের বুকে পিঠে নিয়ে ঘুমাত। ঘুমের মধ্যেও নড়াচড়া করত না যেন বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে না যায়। তাই প্রতিদিন ভোরে উঠে আবিষ্কার করত ঘাড়েপিঠে প্রচণ্ড ব্যাথা। কিন্তু পরদিন আবার সেই একই কাহিনী। এর থেকে মনে হয়, হয়ত নানা চেষ্টা করত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত বাবা হবার। কিন্তু তাই বলে সন্তান বাৎসল্যে নানা সন্তানদের দোষত্রুটির ব্যাপারে অন্ধ ছিল এমনটা নানার সন্তানরাও বলতে পারবেনা। একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। নানা প্রতিবেলায় মসজিদে গিয়ে ছালাত পড়ত। যাবার সময় ছেলেদের ডাকত, মেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেত। একদিন বাইরে তুফান হচ্ছে। কেউ নানার সাথে যেতে রাজী হ'লনা। হাদীছে সঙ্গত কারণে ছালাত বাসায় পড়া যাবে বলায় নানা জবরদস্তি করলনা, কিন্তু সবাইকে ছালাত পড়ার তাগিদ দিয়ে মসজিদে রওয়ানা দিল। দেখি মা, মামারা বসে বসে ঝালমুড়ি চিবাচ্ছে আর অন্যদের বাড়ীর চাল উড়ে যাওয়া দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। নানা ফিরে এসে বাইরে থেকেই ওদের দেখতে পেয়ে ইয়াব্বড় এক লাঠি নিলো। মা, মামারা দৌড়ে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর মধ্যেই আমরা যে ঘরে বসা ছিলাম শুধু সেই অংশের চাল উড়ে গেল। হা হুতাশ করার পরিবর্তে নানা খুশি হয়ে বলল, 'আমার আগেই আল্লাহ তোদের শাস্তি দিয়ে ফেললেন। এবার যা, সব ছালাত পড় গিয়ে।'

ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক বাসায় ভাল কিছু রান্না হলেই নানা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, উদ্দেশ্য পথচারীদের মাঝে কয়েকজনকে ধরে এনে ভাল খাবার দিয়ে আতিথেয়তা করা। বাযার থেকে একটা বড় শসা কিনে আনলেও প্রতিবেশীদের বাসায় এক ফালি পাঠাবার জন্য অস্থির হয়ে যেত। মানুষের মনে কষ্ট না দেয়ার ব্যাপারে এতটা সচেতন থাকত যে অনেকসময় অনেক comical situation এর উদ্ভব হত। আমার নানা ছিলেন চোখধাঁধানো সুন্দর যার ছিঁটেফোঁটা নানার ছেলেমেয়েরা পেয়েছে। তাতেই মা'র বিয়ের প্রস্তাবের লাইন সামলাতে নানাকে অনেক ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হ'ত। যেমন একবার এক মাস্তান ছেলেকে মানা করে দেয়ার পর সে রেগেমেগে রাতের অন্ধকারে ঘরের

চৌহদ্দির বেড়া উপড়ে, আগুনে জ্বালিয়ে, পুকুরে ফেলে চলে যায়! আরেকবার এক গ্রাম্য চাষী বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির। অহংকার প্রকাশ পাবার ভয়ে নানা তাঁকে সরাসরি কিছু বলতে নারায। তখন নানা তাঁকে বুঝাল, 'কি বলব ভাই, শরমের কথা, আমার এই মেয়েটাকে নিয়ে কেউ আমাকে উদ্ধার করলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। আমার মেয়েটা এত খায়, এত খায়, এত খায়, হাঁসের মত সারাক্ষণ খেতেই থাকে। তুমি ওকে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর ভাই।' মূর্খ চাষি ভাবল, 'এই মেয়ে নিয়ে গেলে তো আমার গোলা উজাড় হয়ে যাবে!' সে মানে মানে সরে পড়ল। আজকাল অবশ্য ধনী লোকেরাও ছেলে বিয়ে করলে খাওয়াবে কি সে চিন্তায় ছেলের বিয়ে দিতে পারেন না, চাষীর কি দোষ!

আমার নানা আমাকে ভীষণ আদর করত। ভরদুপুরে তেঁতুল খাব বলে বাড়ি মাথায় তুললেও বকা দিতনা। নানার একটা গরুর একটা সুন্দর লাল বাছুর হয়েছিল, সেটা নানা আমাকে দিয়েছিল খেলার সাথী হিসেবে। পরে বাছুরটা মাঠে ঘাস খাবার সময় বজ্রাঘাতে মারা যায়। আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। তখন বাছুরটাকে ঘরের সামনে কবর দেয়া হয়। আমার এখনো মনে আছে ওর কবরটা কোথায়। নানা রিটায়ার করার পর বাবা নানাকে ঘরের সামনেই একটা মুদি দোকান করে দিয়েছিল যেন লোকজন আসে, নানার সময় কাটে। দোকানের মুড়ি, মোয়া, মিসরি অধিকাংশ আমার পেটেই যেত। আমার একটা ছোট্ট কৌটা ছিল, নিয়ে গেলেই নানা ভরে দিত। কিন্তু একবার মামাদের মাথায় বাঁদরামি চাপল। নানা যতবার আমার কৌটা ভরে দেয়, ওরা কৌটা খালি করে সব খেয়ে নেয়, তারপর আবার আমাকে পাঠায়। এভাবে কয়েকবার যাতায়াত করার পর নানা বুঝতে পারল কি হচ্ছে। তখন নানা বলল, 'ফজলুল করীম (ছোটমামা) সব খেয়ে ফেলছে, না? এবার আর দেবনা।' বকা দেয়া হয়েছে ছোটমামাকে কিন্তু আমার হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেল। এত বড় অপমান! আমাকে মুড়ি দেবেনা? আমি গিয়ে ছোটমামাকে খুব ঝাড়লাম, 'ওডা ব্যাডা ফজলুল করীম, তোর বায় আঁরে মুড়ি ন দেয়, আঁর বা আইলে হইয়ুম দে মুড়ির দোয়ান দিত' (এই ছেলে ফজলুল করীম, তোর বাবা আমাকে মুড়ি দেয়নি, আমার বাবা এলে বলব মুড়ির দোকান দিতে)! এখনও সবাই আমাকে এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে ক্ষ্যাপায়। পরে অবশ্য মামাকে তাড়া করার পর নানা আবার আমার কৌটা পূর্ণ করে দিয়েছিল। নানা যখন মারা যায় তখন আমার বয়স মাত্র ছয় বছর। কিন্তু নানার ব্যাক্তিত্ব এত প্রখর ছিল যে নানাকে মনে রাখা খুব একটা কঠিন ছিল না যেখানে অনেক ব্যাক্তি হয়ত অনেক সাম্প্রতিক হয়েও স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছেন।

এবার আসি এক Google শায়খের সাথে কথোপকথনে। আধুনিক কালের বড় বড় স্কলাররা সবসময় এদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের কথা মনে করিয়ে দেন। Google শায়খদের বৈশিষ্ট্য হোল এরা কিছু হলেই Google-এ সার্চ দিয়ে সমাধান দিয়ে দেয়। এমন এক Google শায়খ একবার খুব বাড়াবাড়ি করলে তাকে বললাম, Google -এ যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তা তো আর ইসলামের আলোকে যাচাই বাছাই করে নেয়া হয়না, তুমি যে তথ্য পাচ্ছ তা সঠিক কিনা তা বুঝার জন্যও তো তোমার কিছু বেসিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহলে তুমি তোমার যে বেসিক জ্ঞান তার ভিত্তিতে এই তথ্য কতখানি সঠিক তা যাচাই করে নিতে পারবে।'

সে বলল, 'বেসিক জ্ঞান বলতে তুমি কি বুঝাচ্ছ?'

'তুমি কুরআন কয়বার পড়েছ, অর্থ বুঝে পড়েছ কিনা, তাফসীর পড়েছ কিনা, কয়খানা তাফসীর পড়েছ ...'

আমি শেষ করার আগেই সে বলে উঠল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি কুরআন একবারও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়িনি।'

'পড়নি, তাহলে এখন পড়া শুরু কর। তুমি যে কয়টা সুরা মুখস্ত জানো অন্তত সেগুলোর অর্থ দিয়ে অর্থ পড়া শুরু কর, ওগুলোর তাফসীর আগে জানার চেষ্টা কর ...'

আবারও সে আমাকে বাঁধা দিল, 'আমি তো আরবি পড়তে জানিনা! সূরা জানি মোট চারটা কিন্তু অর্থ জানিনা। আর তাফসীর কি জিনিস?'

ধৈর্য্য ধরে বুঝালাম তাফসীর কি, এর প্রয়োজনীয়তা কি। নিজেকে বুঝালাম, আরও বহুদূর পথ বাকী, এখনই ধৈর্য্য হারালে চলবেনা।

তারপর বললাম, 'কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসূল (সাঃ) এর জীবনী এবং হাদীছ গ্রন্থগুলো পড়া ...'

আবার বাঁধা, 'জীবনী কেন?'

'আমরা যদি রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারী হই, তাহলে জানতে হবেনা তাঁর প্রতিদিনকার যাপিত জীবন কেমন ছিল, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি কিভাবে আচরণ করতেন? নইলে আমরা তাঁকে অনুসরণ করব কিভাবে?'

'এতকিছু পড়ার সময় কই?'

'কেন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে তুমি কি কর?'

'সিরিয়াল দেখি।'

'এখন গল্পের মত মজা করে বর্ণনা করা রাসূল (সাঃ) এর জীবনী সিরিয়াল আকারে YouTube এ পাওয়া যায়। দেখতে না চাইলে শুধু শুনলেই হবে। এক পয়সাও খরচ নেই।'

'কি বল? মানুষের জীবনে বিনোদনেরও তো প্রয়োজন আছে!'

'কিন্তু তুমি তাঁর জীবনী না জানলে হাদীছগুলোর প্রেক্ষাপট বুঝবে কিভাবে? হাদীছ না বুঝলে ফিকহ বুঝবে কিভাবে?'

'ফিকহ কি জিনিস?'

'এই যে তুমি সবাইকে উপদেশ দাও এমন করা উচিত, তেমন করা যাবেনা, এগুলোই ফিকহের বিষয়বস্তু। কুরআন এবং হাদীছের আলোকে একজন মুসলিমের জীবনে করণীয় কাজগুলোর বৈধতা-অবৈধতা নির্ণয় করার জন্য ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প নেই।'

'সে তো আমি Google থেকেই জানতে পারছি! তবে কেন শুধু শুধু কষ্ট করে সময় ব্যয় করে এতকিছু পড়তে যাব?'

একেই মনে হয় হয় বলে, 'সারা রাত রামায়ণ পড়ে সকালে উঠে বলে, 'সীতা কার বাপ?'

সে বিরক্তি সহকারে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আরেকজনকে উপদেশ দিতে শুরু করল যে ওর চেয়েও কম জানে। এই হ'ল আমাদের যুগে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের চর্চা এবং প্রয়োগের নমুনা।

তাই মনে হয় তুলনামূলকভাবে আগের যুগের মানুষগুলোই খাঁটিভাবে জ্ঞানের আস্বাদন করতে পেরেছিলেন যেখানে আমাদের আছে শুধুই আস্ফালন।

Contents

সংগঠন সংবাদ

যেলা সমূহ পুনর্গঠন

ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড় ১৩ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শামীম প্রধানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুযাহার আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিতেত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আওনুল মা'বূদ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সভাপতি ও আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কুমারখালী, কুষ্টিয়া-পূর্ব, ২০শে অক্টোবর শনিবার: অদ্য দুপুর ২টায় কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার কুমারখালী থানার নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাশিম উদ্দীন মাষ্টার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদকে সাধারন সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ২৬শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব অলহরী ফরাযী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। উক্ত বৈঠকে হাফেয আব্দুল্লাহকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আরীফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামপুর, জামালপুর-উত্তর ২৭শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় আমতলা বাজার হাফেযিয়া মাদরাসায় জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে এস.এম এরশাদ আলমকে সভাপতি এবং মুস্তাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পাঁচপীর, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২৭শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৮শে অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন গোপালপুর বোর্ডের হাট জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ.বি.এম হামীদুল ইসলামের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ছাত্র ষিয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ যাকির হোসাইনকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আসাদুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘে'-এর কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ আজমাল। উক্ত বৈঠকে তরীকুল

ইসলামকে সভাপতি ও মুহায়মিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী কলেজ 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ২রা নভেম্বর শুক্রবার: অদ্য সকাল ৯টায় কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় দৌলতপুর এ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' এর সহ-সভাপতি মাষ্টার আমীরুল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও শূরা সদস্য হারূনুর রশীদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ঠাকুরগাঁও ২রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হরিপুর উপযেলা বনগাঁওয়ে 'যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত বৈঠকে রাজীবুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুযযাম্মেলকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা, ৩রা নভেম্বর শনিবার: অদ্য সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার দামুড়হুদা থানার জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষন সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ' এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ হুসাইন। অনুষ্ঠানে হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও ছানোয়ার হোসেনকে সাধারন সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৭ই নভেম্বর'১৮ বুধবার : অদ্য বুধবার কানসাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' চাপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সভাপতি মাওলানা ইসমাঈল হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আরীফুল ইসলামসহ যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে ইয়াসীন আলীকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ৭ই নভেম্বর'১৮ বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব বারকনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পূর্ণগঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। উক্ত বৈঠকে মুশফিকুর রহমানকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ হুমায়ন কবীর সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ, ১০ই নভেম্বর'১৮ শনিবার: অদ্য সকাল ১০-টায় ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয় সদর উপযেলার ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ অখতার, 'যুবসংঘ' এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য হারূনুর রশীদ ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ফয়সাল কবীরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বিল্লাল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৫ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে যুবসংঘ ইবি শাখা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইবি যুবসংঘ সভাপতি মফীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. কাজী আমীনুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুবসংঘ সহ-সভাপতি মামূন বিন হাশমত। পরিশেষে আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সভাপতি ও নাহারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে যুবসংঘ ইবি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

খয়েরসূতি, পাবনা, ১৬ই নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের পূর্বে যেলার খয়েরসূতি থানাধীন মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, 'আন্দোলন' রাজশাহী মহানগরী উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজীস আহমাদ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে হাসান আলীকে সভাপতি ও সাদ্দাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট যুবসংঘ পাবনা যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বংশাল, ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বংশালস্থ 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। পরিশেষে হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফকে সভাপতি ও জায়েদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ যেলা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা বিভক্ত করা হয় এবং আল-আমীনকে আহবায়ক, তরীকুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলামকে যুগ্ম-আহবায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ময়মনসিংহ সদর, ২০শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ময়মনসিংহ সদরে তরশী কলদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ। উক্ত বৈঠকে মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সভাপতি এবং মীযানুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

বড়গাছি, পবা, রাজশাহী, ১৭ই ডিসেম্বর, সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা থানাধীন বড়গাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বড়গাছি এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা আন্দোলন-এর সভাপতি এমদাদুল হক্বের সভাপতিত্বে উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ এবং প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন খোরশেদ আলম। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন শামীম আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন এলাকা যুবসংঘ-এর সভাপতি আব্দুল মুত্তালিব।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : ইসহাক (আঃ)-এর জমজ পুত্রদ্বয়ের নাম কি?
উত্তর : প্রথম পুত্র ঈছ এবং দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুব (আঃ)।
২. প্রশ্ন : হযরত আইয়ূব (আঃ) কে ছিলেন?
উত্তর : ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন।
৩. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : ইয়াকুব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ।
৪. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী বাংলাদেশে কি নামে পরিচিত? উত্তর : 'বিবি রহীমা'।
৫. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ)-এর জনপদ কোথায় অবস্থিত ছিল?
উত্তর : 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেস্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।
৬. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কতটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৪টি সূরায়।
৭. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৮টি আয়াত; নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।
৮. প্রশ্ন : কোন নবী সোনার টিড্ডি পাখি ধরে স্বীয় কাপড়ে ভরে ছিলেন?
উত্তর : আইয়ূব (আঃ)।
৯. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ) কীভাবে তার কষ্ট (রোগ) থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন?
উত্তর : আইয়ূব (আঃ) কষ্ট (রোগ) কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় *(সূরা ছোয়াদ ৪২ আয়াত)*।
১০. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ)-এর নিকট এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি পাখি কখন এসেছিল?
উত্তর : আইয়ূব (আঃ) সুস্থতা লাভের পর।
১১. প্রশ্ন : রোগ অবস্থায় আইয়ূব (আঃ) কি শপথ করেছিলেন?
উত্তর : সুস্থ হলে তিনি স্ত্রীকে একশ' বেত্রাঘাত করবেন।
১২. প্রশ্ন : তিনি কীভবে তার শপথ পূর্ণ করেছিলেন?
উত্তর : এক মুঠো তৃণশলা দ্বারা প্রহারের মাধ্যমে *(ছোয়াদ ৪৪ আয়াত)*।
১৩. প্রশ্ন : আইয়ূব (আঃ) কত বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন? উত্তর : ৭০ বছর বয়সে।
১৪. প্রশ্ন : কত বছর বয়সে আইয়ূব (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৯০ বছর বয়সে।
১৫. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ কোন নবীকে পেশ করা হবে?
উত্তর : সুলায়মান (আঃ)-কে।
১৬. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন ক্রীতদাসদের সামনে কোন নবীকে পেশ করা হবে?
উত্তর : ইউসুফ (আঃ)-কে।
১৭. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্থদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ কোন নবীকে পেশ করা হবে?
উত্তর :আইয়ূব (আঃ)-কে।
১৮. প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ) কোন জাতির নিকট এসেছিলেন?
উত্তর : 'আহলে মাদইয়ান'।
১৯. প্রশ্ন : 'মাদইয়ান' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : 'মাদইয়ান' হ'ল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর 'মো'আন'-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে।
২০. প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ)-এর জাতির অপর নাম কি?
উত্তর : 'আছহাবুল আইকাহ' যার অর্থ 'জঙ্গলের বাসিন্দাগণ'।
২১. প্রশ্ন : তিনি কোন নামে খ্যাতি লাভ করেন?
উত্তর : 'খত্বীবুল আম্বিয়া'।
২৩. প্রশ্ন : 'মাদইয়ান' জাতিকে 'আছহাবুল আইকাহ' নামে নামকরণের কারণ কি?
উত্তর : এটা বলার কারণ এই যে, এই অবাধ্য জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের বসতি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলে আল্লাহ তাদেরকে সেখানই ধ্বংস করে দেন। এটাও বলা হয় যে, উক্ত জঙ্গলে 'আইকা' বলে একটা গাছকে তারা পূজা করত। যার আশেপাশে জঙ্গল বেষ্ঠিত ছিল।
২৪. প্রশ্ন : 'মাদইয়ান' কে ছিলেন?
উত্তর : 'মাদইয়ান' ছিলেন হাজেরা ও সারাহ্র মৃত্যুর পরে হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন'আনী স্ত্রী ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন-এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র।
২৫. প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কতটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ১০টি সূরায়।
প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৫৩টি আয়াত।
২৬. প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করার অন্যতম কারণ কি ছিল?
উত্তর : তারা মাপ ও ওযনে কম দিয় বান্দার হক নষ্ট করত।
২৭. প্রশ্ন : আছহাবে মাদইয়ানের উপর গযবের ধরণ কি ছিল?
উত্তর : তাদের উপর গযবের ব্যাপারে কুরআনে তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ ও ভূমিকম্প।
২৮. প্রশ্ন : শো'আয়েব (আঃ)-এর কবর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে দারুন নাদওয়া ও দারু বনু সাহমের মধ্যবর্তী স্থানে।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : দশম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন কততম ছিল? উত্তর : ২৩তম।

২. প্রশ্ন : বাংলাদেশে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম কি?
উত্তর : আর্ল রবার্ট মিলার।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশ বর্তমানে কোন সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়?
উত্তর : রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীয়করণ সংস্থা (OPCW)-এর।

৪. প্রশ্ন : ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া বিশ্বজুড়ে কী নামে পরিচিত?
উত্তর : কুষ্টিয়া গ্রেড।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (BCS)-এর কোন ক্যাডারটি বিলুপ্ত করা হয়েছে?
উত্তর : ইকোনমিক।

৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কার্যক্রম শুরু করা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৪৫টি।

৭. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি? উত্তর : ১০টি।

৮. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কতটি? উত্তর : ৪টি।

৯. প্রশ্ন : দেশের ৪র্থ সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি? উত্তর : সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. প্রশ্ন : পিত্তথলির ক্যান্সারের বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৬ষ্ঠ।

১১. প্রশ্ন : বৈশ্বিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ২৩০তম।

১২. প্রশ্ন : দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? উত্তর : কক্সবাজার যেলার টেকনাফে।

১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোথায় ১২০০ বছর আগের স্তূপ পাওয়া গেছে?
উত্তর : বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ উপযেলার ভাসুবিহারে।

১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোথায় পোষাপ্রাণীর হাসপাতাল রয়েছে? উত্তর : ঢাকার পূর্বাচলে।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৬৩৯ কিলোমিটার (পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও-ঢাকা)।

১৬. প্রশ্ন : দশম জাতীয় সংসদে মোট কতটি আইন পাস হয়? উত্তর : ১৯৩টি।

১৭. প্রশ্ন : শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ কোনটি?
উত্তর : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক।

১৮. প্রশ্ন : তোশাখানা জাদুঘর ঢাকার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বিজয় সরণি।

১৯. প্রশ্ন : ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন'।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : কোন আদালতে 'মহানবী (ছাঃ)-কে অবমাননা নয়' রুল জারি করে?
উত্তর : ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউমান রাইটস (ECHR)।

২. প্রশ্ন : কে ও কোন দেশের সঙ্গীতশিল্পী ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : আয়ারল্যান্ডের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী শুহাদা (পূর্ব নাম সিনেয়াড ও'কনোর)।

৩. প্রশ্ন : কোন দেশ বিতর্কিত 'কাফালা' ব্যবস্থা বিলোপ করে সংশোধিত শ্রম আইন কার্যকর করে? উত্তর : কাতার।

৪. প্রশ্ন : কোন দেশের আদালত ভারতীয় অনুষ্ঠান প্রচারে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করেন?
উত্তর : পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

৫. প্রশ্ন : পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত ধর্ম অবমাননা আইনে কাকে বেকসুর খালাস দেয়?
উত্তর : ৮ বছর আগে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া খৃস্টান নারী আসিয়া বিবিকে।

৬. প্রশ্ন : জলবিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : চীন।

৭. প্রশ্ন : কখন, কোন দেশে প্রথম (EVM) পদ্ধতি চালু হয়? উত্তর : ১৯৬০ সাল; যুক্তরাষ্ট্রে।

৮. প্রশ্ন : পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৯. প্রশ্ন : প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদে শীর্ষ ধনী দেশের নাম কী?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।

১০. প্রশ্ন : ব্রাজিলের নতুন প্রেসিডেন্ট নবনির্বাচিত হন কে?
উত্তর : জাইর বোলসোনারো।

১১. প্রশ্ন : 'ইন্টারপোল'-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৯৪টি।

১২. প্রশ্ন : মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী সদস্য কে?
উত্তর : ইলহান ওমর ও রাশীদা তালিব।

১৩. প্রশ্ন : স্বাধীন ভারতে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র কে? উত্তর : ফিরহাদ হাকিম।

১৪. প্রশ্ন : কোন দেশ শয়তান-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছে? উত্তর : রাশিয়া।

১৫. প্রশ্ন : দূষণ রোধে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মিত হয়েছে কোথায়? উত্তর : চীনে।

১৬. প্রশ্ন : আয়কর আদায় শীর্ষ দেশের নাম কী?
উত্তর : বেলজিয়াম ৫৪%।

১৭. প্রশ্ন : নির্মাণে বিশ্বের মেগা সিটি কোথায় অবিস্থত?
উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে।

১৮. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট কোন দেশের?
উত্তর : জার্মানি ও সিঙ্গাপুরের (১৬৫ দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন)।